আল্‌ হক্‌ ম্যাগাজিন

সম্পাদক—

মৌঃ মহিউদ্দিন আহ্‌মদ বি-এ. বি-টি.

পাকুন্দিয়া আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতির বার্ষিক মুখপত্র

আল্‌ হক্‌ ম্যাগাজিন।

[প্রথম বর্ষ ও প্রথম সংখ্যা]

১৯২৯

সম্পাদক

পাকুন্দিয়া আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট, পাকুন্দিয়া আঞ্জুমানে ইছলামীয়ার সেক্রেটারী, সরল গণিত, সরল ভারত ইতিহাস, Easy English Grammar, A guide to Essay, Letter & Substance writing, ছন্দের আনন্দ, গল্পহার, বকুল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, ময়মনসিংহ পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার হেড মাষ্টার,

মৌলভী মহিউদ্দিন আহমদ বি-এ, বি-টি।

ম্যানেজার

পাকুন্দিয়া আল্‌হক্‌ লাইব্রেরীর সেক্রেটারী, পাকুন্দিয়া আঞ্জুমানে ইছলামীয়ার সহকারী সেক্রেটারী, Beginners' Translation প্রণেতা, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার টিচার,

মৌলভী ছৈয়দ তজাম্মুল হোসেন।

[মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা

আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতি।

Patrons.

১। ডাক্তার মৌলভী মোঃ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল, ডি-লিট্, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। মৌলভী ইব্রাহিম খাঁ, এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল, সা'দত কলেজ, করটীয়া, ময়মনসিংহ।

৩। খান সাহেব মৌলভী আবদুর রহমান খান, এম-এ, বি-টি, সেক্রেটারী, বোর্ড অব ইণ্টার-মিডিয়েট এণ্ড সেকণ্ডারী এডুকেশন, ঢাকা।

৪। খান সাহেব মৌলভী শামছউদ্দিন আহমদ, এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টার অব স্কুল, ঢাকা ডিভিসন।

৫। খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ ইছমাইল, বি-এ, বি-এল, পাবলিক্ প্রসিকিউটার, ময়মনসিংহ।

প্রেসিডেণ্ট:—মৌলভী মোঃ ইছরাইল, এম-এ, বি-এল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।

ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট:—১। মৌলভী মহিউদ্দিন আহমদ বি-এ, বি-টি, হেডমাষ্টার, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।

,, ও **কোষাধ্যক্ষ**—২। মৌলভী মোঃ আবদুচ্ছালাম, সেকেণ্ড মৌলভী, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।

সেক্রেটারী:—১। মৌলভী জহীরউদ্দিন আহমদ, হেড পণ্ডিত পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।

২। মৌলভী মোঃ আমজদ হোসেন, Class VIII পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।

সেক্রেটারী আল্‌হক্ লাইব্রেরী—মৌলভী ছৈয়দ তজাম্মুল হোসেন, টিচার, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।

Members.

১। মৌলভী খোরশেদ উদ্দিন আহমদ এম-এ, বি-এল, নারান্দী।
২। ,, রুকুন উদ্দিন আহমদ বি-এ, মঙ্গলবাড়ীয়া।
৩। ,, বদরুদ্দজা বি-এ, হোসেন্দী।
৪। ,, মোঃ আবদুল গফুর বি-এ, এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।
৫। ,, সোহরাব উদ্দিন আহমদ বি-এ, (Hons.) মঙ্গলবাড়ীয়া।
৬। ,, এ, কে, খুরশেদ উদ্দিন আহমদ বি-এ, কুশাকান্দা।
৭। বাবু সতীশচন্দ্র পাল বি-এ, হোসেন্দী।
৮। ,, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হেড মাষ্টার, লক্ষীয়া এম, ই. স্কুল
৯। মৌলভী আবুল হাই, টিচার পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।
১০। ,, মোঃ আবুল হোসেন (সাব রেজিষ্ট্রার) শিমুলীয়া।
১১। মাওলানা মোঃ আবদুল গণি, পাকুন্দিয়া।
১২। মৌলভী হাফিজ উদ্দিন খোন্দকার, পুরাবাড়ীয়া।
১৩। ,, মোঃ ইউনুছ, চরফরাদী।
১৪। ,, মোঃ গোলাম মোস্তফা, হোসেন্দী।
১৫। ,, আবদুল আজিজ, হেড মৌলভী, পাটুয়াভাঙ্গা মাদ্রাসা।
১৬। ,, মোঃ জনাব আলী, দরদরা।
১৭। ,, মোঃ ফয়েজ উদ্দিন, পাকুন্দিয়া।
১৮। ,, মোঃ আব্বাছ আলী, (শ্রীরামদী) হেড মাষ্টার, মঙ্গলবাড়ীয়া মাদ্রাসা।
১৯। ,, রেহাছ উদ্দিন আহমদ, হেড মৌলভী, মঙ্গলবাড়ীয়া মাদ্রাসা।
২০। ,, মুজিবর রহমান (Clerk, Collectorate, Mymensing) তারাকান্দী।
২১। ,, ছৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন, সৈয়দগাঁও।
২২। ,, খোন্দকার এরফান উদ্দিন আহমদ, সৈয়দগাঁও।
২৩। ,, আওছাফ উদ্দিন আহমদ, সভাপতি এম, এল, এ, কিশোরগঞ্জ।
২৪। মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহাম্মদ, সেক্রেটারী এম, এল, এ, কিশোরগঞ্জ।
২৫। মৌলভী কাজী গোলাম রব্বাণী, ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার, হোসেনপুর।
২৬। এম, খোরশিদ উদ্দিন আহমাদ, ক্লার্ক, এম, এম, আর অফিস, হোসেনপুর।
২৭। মোঃ ছেরাজ উদ্দিন আহমাদ, মঙ্গলবাড়ীয়া।
২৮। বাবু শচীন্দ্র নাথ রায়, সবইন্স্পেক্টার অব পুলিশ, পাকুন্দিয়া।

২৯। মৌঃ অবদুচ্ছামাদ আহমদ, কম্পাউণ্ডার, পাকুন্দিয়া ডিস্পেন্সারী।

৩০। মৌলভী মোখতার উদ্দিন আহমদ (H. M. B.) সেনিটারী ইন্‌স্পেক্টার, পাকুন্দিয়া।

৩১। ,, মোঃ মজহারুল হক, হোসেন্দী।

৩২। ,, আবদুল খালেক, হেড মৌলভী, হোসেন জুনিয়র মাদ্রাসা।

৩৩। ,, আবদুল রহমান, ম্যানেজার, ইছলামীয়া লাইব্রেরী, পাকুন্দিয়া।

৩৪। ,, আফতাব উদ্দিন আহমদ, কুমারপুর।

৩৫। ,, হাবিবর রহমান, হোসেন্দা (আতকাপাড়া)।

৩৬। ,, মোঃ সাদি আব্বাছ (Hony. Magistrate), উত্তমপুর।

৩৭। ,, মোঃ ছৈয়দুজ্জমান, কুমারপুর।

৩৮। মাষ্টার মোহাম্মদ ইছমাইল, পাকুন্দিয়া (সরকার বাড়ী)।

৩৯। মৌলভী মোঃ আজিমুদ্দিন সরকার, পাকুন্দিয়া।

৪০। মৌলভী রইছ উদ্দিন আহমদ, পাকুন্দিয়া।

৪১। মাষ্টার আবদুল ওয়াহাব, পাকুন্দিয়া।

৪২। ,, মোঃ মিএগা হোসেন, পাকুন্দিয়া।

৪৩। মৌলভী আবদুল হামিদ, বি-এস-সি, চৌদ্দশত।

৪৪। ,, মোখলেছুর রহমান বি-এল, ময়মনসিংহ।

৪৫। ,, মুশিদুজ্জমান (নায়েব নাজির), দগদগা।

৪৬। ,, মোঃ ওয়াজেদ আলী, চরফরাদী।

৪৭। ,, মোঃ নসীর উদ্দিন, ,,

৪৮। মাষ্টার মোঃ আবদুল হেকিম, ,,

৪৯। ,, মোহাম্মদ দানেশ, ,,

৫০। ,, মোঃ আবদুল মজি, ,,

৫১। মুন্সী মোঃ আবদুত্তাহের, ,,

৫২। মৌলভী এ, এফ, কিতাব উদ্দিন আহমদ, সাগরদী, তারাকান্দী, ঢাকা।

৫৩। ,, আনছারুদ্দিন খান ভাওয়ালী, মুদাররেছ পাঁচবাগ সিনিয়র মাদ্রাসা।

৫৪। মাষ্টার শামছ উদ্দিন আহমদ, চরপাকুন্দিয়া।

৫৫। মুন্সী মোঃ আবু ছাঈদ, চরপাকুন্দিয়া।

৫৬। ,, মোহাম্মদ ইজ্জত আলী সরকার, চরলক্ষীয়া।

৫৭। মৌলবী আবদুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী এম-এ, বি-টি, হেড মাষ্টার, কোদালিয়া ইছলামীয়া হাইস্কুল।

৫৮। পণ্ডিত আনছার আলী, দরদরা।

৫৯। মৌলভী শামছুল হুদা (Clerk, Munsiff's Court, Mymensingh) হোসেন্দী।

৬০। " মোহাম্মদ রুস্‌মত আলী, প্রেসিডেণ্ট্, ইউনিয়ন বোর্ড, পাটুয়াভাঙ্গা।

৬১। " গোলাম মৌলা, বি-এ, বি-এল, দগদগা।

৬২। " আজিজুর রহমান, বারা—ধলা।

৬৩। " নওয়াব আলী, (Clerk, D. B. Mymensingh) পূরা-বাড়ীয়া।

৬৪। " মোঃ ফজলুল হক্, খান বাহাদুর লজ, ময়মনসিংহ।

৬৫। " আজিজুর রহমান, (Clerk, D. B. Mymensingh), হোসেন্দী।

৬৬। " মোঃ ইছমাইল, স্যানিটারী ইনস্পেক্টার, কেন্দুয়া।

৬৭। মুন্সী মোঃ নূরুন্নবী, (সেক্রেটারী, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা), হোসেন্দী।

৬৮। মৌলভী ছিদ্দীক হোসেন বি-এ, উত্তর জাঙ্গালীয়া।

৬৯। " কাজী আবদুল বাকী (ম্যারিজ রেজিষ্টার, পাকুন্দিয়া) হোসেন্দী।

৭০। " আবদুল গফুর বি-এ, বাহাদীয়া।

৭১। " মনসুর আলী, বাহাদীয়া।

৭২। " বজলুর রহমান, কুমারপুর।

৭৩। " মোহাম্মদ ছালেহ, বড় আজলদী।

৭৪। " হাফেজ আবদুল মন্নান, সালুয়াদী।

৭৫। মাস্টার ছফির উদ্দিন খান, Class VI. মঙ্গলবাড়ীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

৭৬। " মুরতজা আলী, Class V. " " "

৭৭। " মোহাম্মদ হোসেন, Class VI. " " "

৭৮। " আশরাফ আলী, Class VI. " " "

৭৯। " আবদুল হেকিম, Class VI. " " "

৮০। " ছৈয়দুর রহমান, Class VI. " " "

৮১। " খুরশিদ উদ্দিন আহমদ, আছমত কুটীর, পাকুন্দিয়া।

৮২। খন্দকার সেহাব উদ্দিন আহমদ, সৈয়দগাঁও।

৮৩। মাষ্টার আবদুল মজিদ, সাং দুবরাজপুর, ময়মনসিংহ।

৮৪। মৌলভী শামছুল হুদা, সাং বতিশালা, "

৮৫। মুন্সী আবদুল মন্নান, সাং বেতগাছিয়া, "

৮৬। মৌলভী আবল হোসেন, গামাইতলা, ময়মনসিংহ।

B. N. উপরি উল্লিখিত সভ্যগণ ব্যতীত পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার সমুদয় ছাত্রই আঞ্জুমনে সাহিত্য সমিতির মেম্বার।

আল্‌হক্‌ ম্যাগাজিন।

"আল্‌হক্‌"।

(১)

এস হে পুণ্যের "আল্‌হক্‌" রাণী, আজি এ প্রভাত লগনে।
আল্লা'র শুভ আশীষ-ছটায় উজলি' মোস্লেম ভবনে।
জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা, নব নব ভাষা,
ল'য়ে এস হাসি, স্নেহ ভালবাসা,
স্বর্গের পূত নিরমল হাসি, ভাতিছে সবার বদনে।
সমগ্র মোস্লেম উঠিছে জাগিয়া তোমার পুণ্য স্মরণে।

(২)

এস হে "আল্‌হক্‌", এস হে পুণ্যময়ী, আজি এ প্রভাত লগনে।
সত্যের চির সঞ্জীবনা ধারা ঢালিয়া সবার পরাণে।
হিংসা দ্বেষ পাপ, কলহ সংগ্রাম,
তোমার মিলনে হো'ক অবসান,
বেহেশ্‌তের শুভ আশীষ-বার্ত্তা ঢালিয়া মোদের শ্রবণে,
তুমি এস রাণী, জ্ঞান প্রদায়িনা, আজি এ মধুর মিলনে।

(৩)

উঠেছে উচ্ছ্বসি' নীরব কণ্ঠ, তোমার শুভ দরশনে,
কুহেলি আঁধার গিয়াছে ঘুচিয়া তব পুণ্য পরশনে।
বহিছে চৌদিকে প্রেম প্রীতি খেলা,
হৃদি রাজ্যে তাই আনন্দের মেলা,
শিখিব সকলে ভাষার মহিমা বসিয়া তোমার চরণে।
এস এস রাণী, জ্ঞান প্রদায়িনা, মোদের চিত্ত কাননে।

শাহ্‌ মোহাম্মদ ছেরাজুল হক
Class X পাকুন্দিয়া, হাই মাদ্রাসা ও
ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী, আল্‌হক্‌ সাহিত্য-সমিতি

আমাদের নিবেদন।

সাহিত্যই জাতির ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে। সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের ভিতর দিয়াই তাঁহাদের জাতীয় জীবনের পরতে পরতে নব শক্তির প্রেরণা ঢালিয়া দিয়া তাহাকে সজীব, সুস্থ ও সবল করিয়া তোলে। যুগে যুগে, দেশে দেশে যখন নব জাগরণ আরম্ভ হয়, তখন তাহা সাহিত্যের ভিতর দিয়াই হয়। সাহিত্যিকগণ প্রাণ দিয়া যাহা অনুভব করেন, তাহাই ভাষায় গাঁথিয়া জন সমাজের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দেন এবং নিদ্রিতের প্রাণে জাগরণের স্পন্দন আনিয়া দিয়া ধন্য হন। তাঁহারাই ভাঙ্গা-বতাজার গান গাহিয়া জাতির প্রাণে প্রাণে অভিনব আনন্দ ও নব নব রসের সঞ্চার করেন। তাঁহারাই ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সাহিত্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, দর্শনে যে চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত করেন, পুরাতনের পরিত্যক্ত মালমসলা দিয়া যে নূতন সৌধ নির্ম্মাণ করেন তাহাই জাতীয় জীবনে কর্ম্মশক্তির প্রেরণা আনিয়া দেয়—জাতিকে নানা উন্নততর আদর্শের সম্মুখীন হইবার প্রবৃত্তি দান করিয়া প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে।

বঙ্গীয় মোছলমান যে আজ অবজ্ঞাত, অনাদৃত, অনুন্নত তাহার প্রধান কারণ তাঁহাদের সমাজ অশিক্ষিত, তাঁহাদের সাহিত্য অনুর্ব্বর, তাঁহাদের জীবন কর্ম্মশূন্য, তাঁহারা নব নব জ্ঞানের আহরণে, অনুসন্ধানে ও অর্জ্জনে একান্ত উদাসীন। বঙ্গীয় মোছলমানদের এই ব্যর্থ জীবনে সার্থকতা আনিবেন সাহিত্যিক কর্ম্মীবৃন্দ। অতএব বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই যদি সাহিত্য সমিতির উদ্ভব হয় এবং প্রত্যেক সাহিত্যিকই যদি মোছলেম সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে কৃতসঙ্কল্প ও জাতীয় সাহিত্যের জন্য মনে প্রাণে ব্রতী হন, তাহা হইলে মোছলেম বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির সহিত বঙ্গীয় মোছলমান সমাজের শিক্ষায়, দীক্ষায় ও সভ্যতায় উত্থান অনিবার্য্য।

* * * * * * *

দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন এতদঞ্চলে পাকুন্দিয়া, মঙ্গলবাড়ীয়া ও সৈয়দগ্রাম এই তিনটী গ্রামে তিনটী অতি উন্নত ধরণের জুনিয়র মাদ্রাসা চলিতেছিল। তৎপর খান বাহাদুর মৌলভী কাজী এমদাদুল হক বি-এ, বি টি, মরহুম সাহেবের প্রস্তাবে এবং খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ ইছমাইল বি-এ, বি-এল সাহেবের উদ্যোগে এই তিনটী জুনিয়র মাদ্রাসা একত্র হইয়া বর্ত্তমান পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসায় পরিণত হইয়াছে (১৯১৯ সন)।

পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী সাহিত্য সেবকগণ কর্ত্তৃক মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে নিয়া এবং মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করিয়া "জ্ঞান প্রদায়িনী সমিতি" নামে একটী সাহিত্য সমিতি স্থাপিত হয়। বিগত ১৯২৬ সনে মাদ্রাসার তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

মৌলভী শামছউদ্দিন আহ্‌মদ বি-এ মরহুম সাহেবের প্রস্তাবে ও সমুদয় মেম্বরগণের সমর্থনে "জ্ঞানপ্রদায়িনী" নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতি" নাম পরিগৃহীত হয়। তদবধি ইহা "পাকুন্দিয়া আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

* * * * * * *

মোছলমান সমাজকে শিক্ষা ও সাহিত্যের দিকে উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করাই আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমিতি সাপ্তাহিক সভার অধিবেশন করিয়া থাকে। ইহাতে মেম্বরগণ রচনা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিয়া এবং বক্তৃতা প্রদান করিয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে সমিতি বিরাট পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তদুপলক্ষে সমিতি ছাত্রমণ্ডলী ও সাহিত্যামোদীগণের মধ্যে প্রবন্ধ, রচনা, কবিতা, বক্তৃতা ও কোরাণ পাঠ বিষয়ে প্রতিযোগিতা ঘোষণা করিয়া প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত প্রতিযোগিদিগকে মূল্যবান মেডেল ও প্রাইজ দিয়া থাকে।

* * * * * * *

প্রথমতঃ সমিতি শুধু পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তৎপর স্থানীয় ছাত্রমণ্ডলী ও সাহিত্য-সেবীদিগকে নিয়া ইহার আয়তন সমগ্র থানার মধ্যে সুপ্রসারিত করিয়া দেওয়া হয়। সমিতির গত বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্যামোদী ছাত্রদিগকে উৎসাহ প্রদানার্থ সমগ্র ময়মনসিংহ জিলা ব্যাপীয়া "ইছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য" বিষয়ে এক রচনা প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়। ফলে, জিলার বিভিন্ন হাইস্কুল ও হাইমাদ্রাসা এবং মাইনর স্কুল ও জুনিয়র মাদ্রাসা হইতে বহু মূল্যবান সারগর্ভ সন্দর্ভ আসিয়াছিল। তন্মধ্যে নসিরাবাদ হাই মাদ্রাসার মৌলবী রিয়াজউদ্দিন আহ্‌মদ (Class IX) প্রথম, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার মৌলবী কাজী বদরউদ্দিন আহমদ (Class X) দ্বিতীয়, পাঁচভাগ সিনিয়র মাদ্রাসার মৌলবী ছফির উদ্দিন আহ্‌মাদ তৃতীয় এবং কিশোরগঞ্জ, আজিমউদ্দিন হাইস্কুলের এম, আবদুল কাদের চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া যথাক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দের মধ্যেও রচনা, কবিতা, বক্তৃতা ও কোরাণ পাঠ বিষয়ে একটা বিশেষ প্রতিযোগিতা দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে মূল্যবান প্রাইজ দেওয়া হইয়াছিল। কিশোরগঞ্জের তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আদীলুজ্জমান খাঁন এম-এ, সাহেব পুরস্কার বিতরণ ও সভানুষ্ঠানের কাজ সুসম্পন্ন করিবার স্বীকৃতি প্রদান করিয়া দেশের ও দশের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ময়মনসিংহ ও ঢাকা জিলার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বহু সুশিক্ষিত আলেম ফাজেল ও সাহিত্যসেবী-

গণের সমাগমে সভাস্থলে যে স্বর্গীয় ভাব, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও অতুল কর্ম্মোন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। বর্ত্তমান বৎসরেও সমিতি অধিকতর উৎসাহ সহকারে বিরাট আয়োজন করতঃ দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা ঘোষণা করিয়াছে। আশা করা যায় যে খোদাতালার রহমতে এবারকার পুরস্কার বিতরণ ও সভানুষ্ঠান সর্ব্বদিক দিয়া অতুলনীয় হইবে।

* * * * * * *

আল্‌হক্ সাহিত্য সমিতির উপরোক্ত উদ্যোগের ফলে, ছাত্র ও সাহিত্যসেবীগণ প্রতিনিয়ত উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইতেছেন এবং তাঁহাদের শক্তিবৃত্তিগুলি পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া দেশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। সমিতির চেষ্টার ফলে বহু রচক, কবি, বক্তা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়া এবং সমিতি হইতে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা দেশ দেশান্তরে সুশিক্ষা প্রচার পূর্ব্বক অশেষ গৌরব অর্জ্জন করিতেছেন। এক কথায়, এই সাহিত্য সমিতি বহু লোককে সাহিত্যিক, কবি, বক্তা প্রভৃতিতে পরিণত করিয়া দেশ মাতৃকার সেবায় ব্রতী করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সমিতির চেষ্টায় প্রথম হইতে সমিতির পক্ষ হইতে একটী লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা "আল্‌হক্ লাইব্রেরী" নামে খ্যাত। ইহাতে প্রায় এক সহস্র বহি সংগৃহীত হইয়াছে। তৎপর সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত (মাসিক ও সাপ্তাহিক) শিশু সওগাত, দি মোছলমান, ইছলাম দর্শন, হানাফী, শরিয়ৎ, আল-কাছেম, ছুফী, ইছলামিক রিভিউ, মোছলেম রিভিউ, মোছলিম ক্রনিকেল প্রভৃতি সাপ্তাহিক, মাসিক, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও উর্দ্দু পত্রিকা দ্বারা লাইব্রেরী সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকে। নিয়মিত ফিস্ ও ডিপজিট দিয়া সমস্তেই লাইব্রেরীর বই পত্রাদি পাঠ করিতে পারেন। অতএব সমিতি ও লাইব্রেরী দ্বারা এতদঞ্চলের যে অপরিমিত উপকার সাধিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আল্‌হক্ সাহিত্য সমিতির বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় পঠিত ও প্রেরিত রচনা, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি দ্বারা আমাদের ষ্টক্ ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই সমুদয় প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প-উপন্যাসের ভাবধারার সহিত অন্যান্য নবীন সাহিত্যিক ও ছাত্রগণের চিন্তাধারার সংমিশ্রণে জাতীয় সাহিত্যিক কর্ম্মধারার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতীয় জীবনে কর্ম্মশক্তির প্রেরণা প্রদান করা অত্যাবশ্যক। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া সমিতির অকৃত্রিম কর্ম্মীবৃন্দ উপরি-উল্লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি গোদামপচা না করিয়া অন্ততঃ বার্ষিক আকারে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করতঃ বক্ষ্যমাণ চিন্তাধারার সমন্বয় এবং নবীন লেখক ও পাঠকদিগকে উৎসাহিত করিতে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদের চেষ্টা ও উদ্যমের ফলই এই অকিঞ্চিৎকর "আল্‌হক্ ম্যাগাজিন"। প্রবন্ধ ও কবিতা সম্ভারে আমরা নেহায়েৎ হীন না হইলেও, অর্থে নিতান্ত দরিদ্র। তজ্জন্যই ম্যাগাজিনখানা দীনহীন বেশে ও ক্ষুদ্র কলেবরে প্রকাশিত হইল।

আমাদের দরিদ্রতার প্রধান কারণ সমিতির মেম্বরগণের—তথা সমাজের ঔদাস্য ও

অস্বাভাবিক কৃপণতা। তাঁহারা আমোদ প্রমোদ, সিগারেট পান প্রভৃতিতে অযথা অর্থব্যয় করিলেও সমিতির দিকে দানের হস্ত প্রসারিত করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠানুভব করেন। তাঁহারা যদি সমিতির দিকে কৃপাদৃষ্টি করেন, তাহা হইলে অচিরেই সমিতি সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব আল্লাতালার উয়াস্তে দেশ ও সমাজের নামে সমুদয় সাহিত্যামোদী ও সমাজ হিতৈষী মহাত্মাগণের সমীপে বিনীত নিবেদন—তাঁহারা সমিতিকে অধিকতর সুস্থ, পুষ্ট, সুঠাম ও সুগঠিত করতঃ দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করুন।

সমিতির প্রধান সহায় ও আশ্রয় পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ। তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই সমিতি গঠিত হয়। তাঁহারাই সমিতির সুদৃঢ় ভিত্তি। প্রধানতঃ তাঁহাদের মাসিক চাঁদা দ্বারাই সমিতি ও লাইব্রেরী চলিতেছে। ফলতঃ, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রগণের আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক সাহায্যই সমিতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বকে সম্ভব করিয়া দেশের ও সমাজের মহোপকার সাধন করিয়াছে। অতএব তাঁহাদিগকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ ও দোওয়া জানান হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সমিতির বাকী সমুদয় সুহৃদবর্গকেই ধন্যবাদ ও সাদর সম্ভাষণ জানান যাইতেছে। তাঁহারা সমিতির প্রতি দিন দিন অধিকতর সহানুভূতি ও কৃপাদৃষ্টি করিবেন।

* * * * * *

পরিশেষে হে মঙ্গলময় খোদাওন্দ করিম! তুমি সকল প্রশংসার একমাত্র যোগ্য; তোমার শক্তি অসীম, তোমার মহিমা অনন্ত, তোমার গৌরব অশেষ! তোমারই হামদ সানা, তোমারই স্তব-স্তুতি সহকারে এবং তোমারই প্রিয়তম সুহৃদ ও মোছলেমের মাথার মণি মানব মুকুট হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পবিত্র আত্মার প্রতি দরুদ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ের নব আশা লইয়া আমাদের উদ্যমের এই অকিঞ্চিৎকর ফল "আল্‌হক্ ম্যাগাজিন" খানা সমাজের সুহৃদ পাঠক মহোদয়গণের কোমল করে অর্পণ করিলাম। হে খোদা, তুমি আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে সাহস, বল, কার্য্যকুশলতা, দৃঢ়তা ও ধীরতা প্রদান কর—যাহার বলে আমরা শত সহস্র বাধা বিঘ্নের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ দিন দিন কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারিব।

আজ আমরা স্কুল মাদ্রাসার সমুদয় ছাত্রবন্ধু ও মোছলেম ভ্রাতৃবৃন্দের সহায়তা, সহানুভূতি ও দোওয়ার প্রত্যাশা হৃদয়ে লইয়া নব প্রেরণায়, নব উদ্যমে ও নব সাহসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। আশা করি খোদার রহমতে ও সুহৃদবৃন্দের দোওয়ার বরকতে আমাদের বিজয় অভিযান সম্পূর্ণ জয়যুক্ত ও সাফল্য মণ্ডিত হইবে। আমীন! আমীন!!

সম্পাদক
(মহি উদ্দিন আহ্‌মদ বি, এ, বি-টি)
পাকুন্দিয়া, ময়মনসিংহ।

উদ্বোধন।

মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। রবীন্দ্রনাথ।

করুণা-সিন্ধু জগদ্বন্ধু খোদাতালার অপরিসীম করুণায় ও শুভ-ইচ্ছায় বঙ্গীয় অধঃ-পতিত ও নিদ্রিত মুসলিম সমাজে আজ জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যাকাশের পূর্ব্বকোণে ভাষা জননীর সোনালী আভা প্রাভাতিক জগৎকে হীরকহার পরাইয়া পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়াছে। সাহিত্য কাননের প্রতি বিটপী কুঞ্জে পাপিয়া বুলবুলের গীতি ঝঙ্কার সেতারের সাহানাসুরের মোহনমূর্চ্ছনার মতই বাজিয়া উঠিয়াছে। আজ মনে হয় আবার সেদিন আসিবে, যেদিন মিলন-গীতির মধুরমন্দ্রে দিগন্ত মুখরিত করিয়া আবার এ জাতি তাহার জীর্ণ জীবন তরী বাহিয়া আলোক সাগর পারে সাহিত্যের সেই কনকপুরীর উজ্জ্বল কূলে গিয়া উপনীত হইবে। তাই অতীতের যে গরিমাময়ী স্মৃতি এতকাল ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় বিস্মৃতির তমোময় আবরণে আত্মগোপন করিয়াছিল, অনুকূল সমীরণে ধূমায়িত স্ফুলিঙ্গময় তাহার লুপ্তপ্রায় ক্ষীণ জ্যোতির রশ্মিরেখা বঙ্গীয় মোছলমানের নয়ন সমক্ষে সুদূর যুগের বিস্মৃত আদর্শকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নবীন সঞ্জীবনী ধারা তাহাদের মর্ম্মতল অভিষিক্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তাই আজ বঙ্গীয় মোছলমানগণ নব উৎসাহে, নবীন উদ্দীপনায়, আকুল আগ্রহে জননী বঙ্গভাষার সেবায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। আর জননী বঙ্গভাষা তাহার দেশমাতৃকার যুগল সন্তান হিন্দু মোছলমানের সম্মিলিত অর্চ্চনার আনন্দে স্ফীতবক্ষা হইয়া বিজয় নিশান উড়াইয়া ধরাপৃষ্ঠে সগর্ব্বে দণ্ডায়মানা হইয়াছে।

আর ক্ষুদ্র আমরা—বামনের চাঁদ ধরার মত, ভেলায় সমুদ্র লঙ্ঘনের আশায় সাহসে বুক বাঁধিয়া, সাহিত্য মন্দিরের ইট যোগাইতে "আল্‌হক্ ম্যাগাজিন" রচনা করিতে লেখনী পরিচালনে উদ্যোগী হইয়াছি। খোদা আমাদের সহায় হউন, কর্ম্ম শক্তিকে বলবতী করুন। সৎসাহস অটুট রাখুন। কর্ম্মের ভেরী বাজিয়া উঠুক।

ওঠ মোছলমান! এস সাগর সেঁচিয়া—পাহাড় কাটিয়া গহন মরুর ভেদবন্ধন ছিন্ন করিয়া জগতে আবার শিহরণ তুলিব—রোমাঞ্চ আনিব—ফল্গুর বন্যা বহাইব। আমীন—

জহির উদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী, আল্‌হক্ সাহিত্য সমিতি

প্রার্থনা।

হে প্রভো! তুমি নিত্য নিরঞ্জন, অখিল কারণ, ভয় বিনাশন, তুমি পতিত পাবন, অধম তারণ, দুঃখ বিমোচন, তুমি নির্ব্বিকার, নিরাকার, পরাৎপর, তুমি দয়াময়, মঙ্গলময়, তুমি ইচ্ছাময়, লীলাময়, জ্ঞানময়, চিন্ময়। প্রভো! তুমি অটল, অচল, অক্ষয়, অব্যয়, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, নাশ নাই, ধ্বংস নাই। তুমি অজর, অমর, অবিনশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্ববিরাজমান ও মহান।

হে এলাহি! তোমার অভয়, ও অনুজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তোমারই মহিমা কীর্ত্তন ও গুণবর্ণন করিবার নিমিত্ত প্রতি অন্তঃকরণে জাতীয় জীবন ও সাহিত্যসৌধ প্রতিষ্ঠার জন্য নববর্ষে, নববেশে নব আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, সাহিত্যের সাধক ও ভক্তগণকে প্রেমালিঙ্গন করিবার নিমিত্ত আমাদের "আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতির" বার্ষিক মুখপত্ররূপে "আল্‌হক্‌ ম্যাগাজিন" বঙ্গীয় জন সমাজে প্রচারিত হইল। তুমি তোমার প্রদর্শিত সত্য ও ন্যায় পথে থাকিয়া তোমারই গুণ প্রকাশ ও মহিমা বিকাশ করিবার শক্তিসামর্থ্য তাহাকে প্রদান কর। তোমার অধম সেবক "আল্‌হক্‌ ম্যাগাজিন" সাহিত্যাকাশে সমুদিত থাকিয়া তাহার উজ্জ্বল কিরণচ্ছটা প্রভাবে সাহিত্যাকাশের তমোরাশি বিনাশ করতঃ নবালোকে দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। সর্ব্বদা তোমার অনুগ্রহবারি তাহার পরিচালক ও প্রতিপালক গ্রাহক ও অনুগ্রাহক সহায়ক ও লেখকগণের উপর বর্ষিত হউক। সর্ব্বদা আপদ বিপদের ঝঞ্ঝা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর তাহাদের হৃদয়ে বল ও অন্তরে সৎসাহস প্রদান কর।

উৎকট রাজনীতির বিকট চীৎকার করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তিসামর্থ্য আল্‌হকের নাই। নীরবে সাহিত্য চর্চ্চা ও কাব্যামৃতরসে প্রাণাপ্লুত করিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করা ও বঙ্গভাষা জননীর স্তন্যধারার ভিতর দিয়া অমৃত নিস্যন্দিনী সঞ্জীবনী শক্তির প্লাবন প্রবাহে আলস্য ঔদাস্য দূর করতঃ কর্ম্মের ব্যঞ্জনায়, ভাবের দ্যোতনায়, জ্ঞানের আলোকে, উৎসাহের পুলকে নব নব জীবন, নব নব স্পন্দন, নব নব সাধনা এবং নব নব কামনার দ্বার খুলিয়া দেওয়াই তাহার আন্তরিক কামনা ও একমাত্র বাসনা।

হে রাব্বেল আলামীন! তোমার কৃপাবলে আমরা যেন তোমার প্রিয়বন্ধু দয়ার নবী নূরের ছবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) প্রদর্শিত পথে স্থির ও অটল থাকিয়া আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হই। তাঁহার ও তদীয় বংশধর, সহচর ও অনুচরগণের আত্মার প্রতি তোমার কৃপা ও করুণাধারা বর্ষণ কর। তোমার করুণাই আমাদের একমাত্র সম্বল ও আশা ভরসাস্থল। তুমি সর্ব্বশক্তিমান রহমানুররাহিম; তোমারই সমীপে যুক্তকরে সাহায্য

প্রার্থনা করি। দয়ারসিন্ধু করুণার পারাবার তুমি, তোমার নামে, তোমার ইঙ্গিতে মরুতে সলিল ধারা প্রবাহিত হয়, অবসাদে স্ফূর্ত্তির লহরী ছুটে, মরণে জীবন রাগিনীর তান উঠে।

তোমারই মহামহিমান্বিত চরণে শতকোটী প্রণিপাত। আর যিনি নিখিল কারণ, তিমির-বারণ তাঁহার উদ্দেশ্যে শত শত স্তুতিবাদ।—

আমীন! আমীন!! আমীন!!!

সৈয়দ তজাম্মুল হোসেন
শিক্ষক, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা
(ময়মনসিংহ)

আবাহন।

(নেত্রকোনা আঞ্জুমানে উলামা কন্‌ফারেন্সে পঠিত।)

১৩৩৬সন ১৭ই বৈশাখ।

(১)

এস, এস আজ নায়েবে রছুল
এস্লামের প্রাণ আলেমকুল
পড়ে গেছে বিশ্বে জাগরণ রোল
এখনো কি ঘুমে রহিবে পড়ে?

(২)

এখনো কি তব ঘুম ভাঙ্গিবে না
এখনো কি প্রাণে চেতনা হবেনা
শিথিল হৃদয়ে তেজ আসিবে না
কাটাইবে কাল এমনি করে?

(৩)

অই দেখ চেয়ে কত কত জাতি
শনৈঃ শনৈঃ করিয়া উন্নতি
জাগাইছে প্রাণে নানারূপ ভীতি
পড়ে না কি তাহা নয়ন পথে?

(৪)

হায়! আজি তব ভ্রাতা ভগ্নিগণ
হারায়ে সর্ব্বস্ব পশুর মতন
বিফল জীবন করিয়ে যাপন
ছুটিয়াছে অই ধ্বংসের পথে॥

(৫)

জাগ সুধীজন উলামায়ে দীন
থেকোনা'ক আর হয়ে উদাসীন
পবিত্র এছলাম হয়ে যায় লীন
ত্বরাও তাহার হাতটী ধরে।

(৬)

এখনও যদি নাহি দাও সারা
না বাজাও যদি এছলাম নাকারা
এ বিশ্ব মানব হবে পথ হারা
পবিত্র এছলাম যাইবে মরে॥

(৭)

দেখনা কি চেয়ে এছলাম বৈরী
যুগে যুগে কত ঐ হতেছে তৈরী
লিখিছে নিয়ত কল্পনা ডায়েরী
পাতিছে তাহারা কতনা জাল।

(৮)

তাহারি প্রমাণ তুর্ক সুলতান
এছলাম জগৎ খলিফা মহান্‌
চিরতরে হায়! হ'ল অন্তর্ধান
ধরিল পতাকা বীর কামাল॥

(৯)

এছলাম শত্রু শয়তানের দল
সে ভীষণ লক্ষ্যে হইয়া বিফল
আফগান রাজ্য করিতে দখল
হানিছে বক্ষে ষড়যন্ত্রবাণ

(১০)

এইরূপে যত এছলাম শকতি
দিনে দিনে গ্রাস করিয়ে অরাতি
ধরিয়ে তাহারা ভীষণ মূরতি
আনন্দে মাতিয়া গাহিছে গান॥

(১১)

হায়রে এখন স্মরিলে একথা
হৃদয় তন্ত্রীতে বাজে কত ব্যথা
জাগিবেনা প্রাণে পুনঃ সঞ্জীবতা
এম্‌নিভাবে কি পড়িয়া রবে?

(১২)

সিংহের ঔরসে জনম লভিয়া
পর পদতলে কেনরে পড়িয়া
বিলাঞ্ছিত আজি এমন করিয়া
উঠিবার শক্তি নাই কি তবে?

(১৩)

খালেদ, ওমর, ছালাহুদ্দিনের
লও করে তুলে তীক্ষ্ণ সমসের
এ যে পূতবাণী মহা কোরাণের
গিয়াছ কি ভুলে অন্ধ সকল?

(১৪)

বিয়াল্লিশ কোটী হয়ে একপ্রাণ
গাও যদি তব জাতীয়তা গান
নিখিল ধরায় ছুটিবে যে বাণ
বিস্ময় মানিবে বিধর্ম্মীদল॥

(১৫)

জাগিছে আরব নব তুর্কীস্থান
জাগিছে পারস্য বীর আফগান
জাতি ধর্ম্মতরে করে প্রাণদান
ভারত শুধুই ঘুমিয়ে রয়।

(১৬)

চৌদিকে পড়েছে নব জাগরণ
রবে কিহে একা ঘুমে অচেতন?
জাতীয় পতাকা করিয়ে ধারণ
ধাও ধর্ম্মযুদ্ধে কি আছে ভয়।

(১৭)

এ যুদ্ধে সেনানী কোথায় হে আজ
দীক্ষা দাও সবে কোচ্‌ কাওয়াজ
পরাও সকলে শহিদের সাজ
দেখুক বিশ্ব স্তম্ভিত নয়নে।

(১৮)

খোদার আশীষ আসিবে ছুটিয়া
দেখিবে কালিমা গিয়াছে কাটিয়া
পূর্ণ শশধর উঠিবে ভাসিয়া
না রবে তিমির মোস্লেম গগনে॥

সিরাজ উদ্দিন আহমদ
মঙ্গল বাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

ইছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য।

(আল্‌ হক্‌ সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে স্বর্ণপাদক প্রাপ্ত)

يريدون ليطفؤا نور الله با فوا ههم و الله متم نوره ولو كره الكافرون

(বিধর্ম্মীগণ আল্লাহরজ্যোতিঃ—ইছলামকে ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আল্লাহ তাহার ইছলামের পূর্ণত্ব সাধন করিবেন যদিও কাফেরগণ অসন্তুষ্ট হয়)

আল্লাহরাব্বুল আলামিন সমস্ত মানব জাতিকে একই উপাদানে সৃষ্টি করিয়া একই প্রকৃতির শাসনের অধীন করিয়াছেন। এই একত্বের ভিতর দিয়াই স্বীয় তৌহিদ প্রকাশ করা তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সেইজন্যই তিনি মানব-প্রকৃতির একমাত্র স্বাভাবিক ধর্ম্ম ইছলামকেই বিশ্ববাসীর জন্য সত্য সনাতন ধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইছলামের রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠানগুলি মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল, সরল ও সহজসাধ্য। তাই খোদা বলিয়াছেন—

" ان الدين عند الله الاسلام "

ইছলাম—শিক্ষা দীক্ষায় কোন উন্নত ও সভ্য বা কোন শাস্ত প্রকৃতি সম্পন্ন দেশে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। প্রকৃতি যথায় নিতান্ত রুক্ষ ও কর্কশ, যে দেশের অধিবাসীবৃন্দ একান্ত বর্ব্বর, মুর্খ হিংস্র ও পশুপ্রকৃতি সম্পন্ন ছিল, অত্যাচার, ব্যভিচার, পাপাচার, অনাচারে যে দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, যে দেশের মানব সন্তান একেশ্বরবাদ, একতা, ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়া স্বহস্ত নির্ম্মিত প্রতিমা, বৃক্ষলতা, চন্দ্র সূর্য্য ও কল্পিত দেবদেবীর পূজার্চ্চনায় ও পরস্পর ঝগড়া কলহে নিমগ্ন থাকিত সেই উষর-ধূসর ভীষণ মরুময় আরব বক্ষে ইছলাম পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজে বালুকারাশি যথায় অগ্নি প্রায় প্রখর সেই উত্তপ্ত বালুকারাশি ও "লু" র মধ্যেই তৌহিদবাণী উদাত্তস্বরে ঘোষিত হইয়াছিল :—

" اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا "

(হে মুসলমানগণ! অদ্য আমি তোমাদের ধর্ম্মের পূর্ণত্ব সাধন করিলাম, এবং তোমাদের জন্য ইছলামকেই একমাত্র সত্য সনাতন ধর্ম্মরূপে অনুমোদন করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করিলাম।)

ইছলামের সরল স্বাভাবিক শিক্ষা দীক্ষায় ও পুণ্যোজ্জ্বল আলোক প্রভায় জড়বাদ, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, মদ্যপান, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি জঘন্য কুসংস্কার ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। ইছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের অমৃত নিস্যন্দিনী ধারায় সিক্ত হইয়া নিতান্ত হিংস্র ও নিয়ত বাদ-বিসম্বাদকারী মূর্খ ও বর্ব্বর আরবগণ এক অপূর্ব্ব জীবন, স্বর্গীয় সাধনা ও অদম্য প্রতাপ লাভ করতঃ এই ধরাধামে এমন এক অচিন্তনীয় শক্তি-মহিমা, জ্ঞান-গরিমা ও দুর্দ্ধর্ষ-বীর্য্য প্রতাপের অক্ষয় উৎস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে তাহাদের চরণ প্রান্তে পৃথিবীর প্রাচীন শিক্ষা সভ্যতার মাতৃভূমি গ্রীস, কার্থেজ, রোম, মিসর, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন, প্রভৃতি দেশ সমূহ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে প্রফুল্লাননে মস্তক নত করিয়াছে। ইছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের গুণ গরিমা প্রচার করিতে যাইয়া ইংরেজ লিখক—David Urquhart তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "The spirit of the East" এ লিখিয়াছেন "Islam as a religion, teaches no new dogmas; establishes no new revelation, no new precepts; has no priest-hood; and no church government. It gives a code to the people, and a constitution to the state, enforced by the sanction of religion".

খৃষ্ট ধর্ম্মের চেয়ে ইছলাম যে মানব সন্তানকে সভ্যতা, ভদ্রতা অধিক শিক্ষা দিয়াছে তাহা ইংরেজ জাতিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। যেমন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি Isaac Taylor লিখিয়াছেন "Islam has done more for civilisation than Christianity,,

ইছলামের যে সরল স্বাভাবিক শিক্ষা দীক্ষায়, ও আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্ম এসিয়া হইতে বিতাড়িত ও নির্ব্বাসিত, পারসিক ধর্ম্ম কুক্ষিগত, ইহুদি ধর্ম্ম উদরস্থ, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীরবেষ্টিত চীনরাজ্যে চিরবন্দী ও বৈদিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম প্রাণহীন অসার বলিয়া প্রমানিত ও ঘৃণ্য হইয়াছিল, Sir William Moor, Dr. Lanepole, Mr. Howet Well Horne প্রভৃতি মনীষা সম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ কবি ইছলামের যে শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ইছলামের যে শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আজিও সভ্য জগতের Lord Headly, Marma Duke Picthal, Amina Davidson, Miss J. C. A. Parara প্রভৃতি ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান কৃতি সন্তান সন্ততিগণ ইছলামের সুশীতল ও শান্তিময় ছায়ায় স্থানলাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন, ইছলামের সেই শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান এবং ধাতুগত বৈশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আরবী "سلم" ধাতু হইতে ইছলাম শব্দের উৎপত্তি যাহার আভিধানিক্ অর্থ শান্তি এবং ব্যাপক অর্থ আল্লাহর সন্তোষ বিধানার্থে কাম্য ও প্রিয় বস্তুকে তাহারই পদপ্রান্তে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া। তাই ইছলামের শান্তিদায়িনী ক্রোড়ে স্থানলাভকারীকে " مسلم " বা আত্মোৎসর্গ-কারী বলা হয়। ইছলামের শিক্ষা ও আচার অনুষ্ঠান চারি ভাগে বিভক্ত। ১ম " عقيدﻩ " বা ধর্ম্মবিশ্বাস ২য় "اعمال" বা ধর্ম্মানুষ্ঠান ৩য় "معاملات" বা পার্থিব ব্যাপার সমূহ ৪র্থ "اخلاق" বা রীতিনীতি। عقيدﻩ বা ধর্ম্মবিশ্বাস :—কালেমায়ে "شهادت" অর্থাৎ "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাহার শেষ প্রেরিত সত্য পয়গাম্বর এই সাক্ষ্য বাক্য ও ايمان مفصل অর্থাৎ আল্লাহ ফেরেস্তা, রছুল, পরকাল, প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ, তকদির ও মৃত্যুর পর হিসাবের জন্য পুনরুত্থান" এইগুলি মুখে প্রকাশ করা ও অন্তরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা ইছলামের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা—ঈমান।

প্রাণহীন অসার দেবমূর্ত্তি বা বৃক্ষলতার পূজা আরাধনা করিতে ইছলাম শিক্ষা দেয় নাই বরং তাহাদের অনুপযুক্ততা ও অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য আল্লাহতালা বলিয়াছেন "قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا" (হে মোহাম্মদ! বল, আমরা কি এমন অকর্ম্মণ্য, অচেতন পদার্থের আরাধনা করিব যাহারা আমাদের উপকার বা অপকার কিছুই করিতে পারে না) খৃষ্টান-দের মত পিতা (Father), পবিত্রাত্মা (Holy ghost) ও পুত্র (Son) এই তিনে এক-একে তিন অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ মুছলমানদের উপাস্যের স্বরূপ নয়। ইছলাম শিক্ষা দিয়াছে যিনি ইহকাল, পরকালের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থের সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, সেই অনাদি, অনন্ত, বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহতালাকেই একমাত্র উপাস্য বলিয়া স্বীকার করিতে ও তাহারই নিকট মস্তক নত করিতে ও অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় শুধু

"নির্ব্বাণ" লাভ করা ইছলামের উদ্দেশ্য নয়। হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় পুনর্জন্ম ইছলাম অনুমোদন করে না। ইছলামের উদ্দেশ্য, ইছলামের শিক্ষা বড়ই মহান, বড়ই পবিত্র ও স্বার্থশূন্য। স্বীয় কাম্য ও প্রিয়বস্তু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করিয়া দেওয়া, আল্লাহর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে জীবন পণ করাই মোছলমানের একমাত্র উদ্দেশ্য; তাই এই জগতের মোহ পাশ ছিন্ন করতঃ সমবেত কণ্ঠে মোছলমান ঘোষণা করিয়া থাকে। "انا لله و انا اليه راجعون"

(অর্থাৎ হে খোদা! হে মঙ্গলময়! আমরা তোমারই জন্য জীবিত আছি এবং তোমারই নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিব)। স্বার্থ ত্যাগের এমন ঘোষণাবাণী একমাত্র মোছলমানের কণ্ঠ হইতেই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইয়া থাকে।

ইছলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইছলামের এক অতুলনীয় সম্পদ ও সৌন্দর্য্য। তিনি রাম, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সন্দিহান ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নহেন। তিনি আজন্ম মৃত্যু, দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই জন্যই শ্বেতাঙ্গ জাতিও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। Bos warth Smith লিখিয়াছেন—"By a fortune unique in history, Mohammed is a three fold founder— of a nation, of an empire, of a religion" এই স্থানেই ইছলামের সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় যে ইছলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বুদ্ধের ন্যায় বৈরাগ্য ব্রত ধারণ না করিয়া মানুষরূপে, সংসারীরূপে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের আদর্শ হইয়া জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি নিজকে দেবতা বলিয়া পরিচয় দেওয়ার চেয়ে "انا بشر مثلكم" "আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ বই কিছুই নই" বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিতেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ বাহ্যতঃ ও কার্য্যতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর মানবের আদর্শ ও অনুকরণ যোগ্য বলিয়া এবং তিনি ঈসা ও মুসা, (আঃ)র ন্যায় কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত না হইয়া ইহুদি, খৃষ্টান, হিন্দু, জৈন প্রভৃতি সমগ্র বিশ্ববাসীর রাহমাত, কল্যাণ ও আদর্শরূপে প্রেরিত হইয়াছেন বলিয়া আল্লাহ্ বলিয়াছেন "وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا" (হে মোহাম্মদ আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির রহমত ও কল্যাণ এবং সুসমাচার ও আদর্শরূপে প্রেরণ করিয়াছি)। তিনি উম্মি হইয়াও বৈজ্ঞানিক যুক্তি (حديث) দ্বারা পার্থিব, পারত্রিক জটিল সমস্যাগুলির যে চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন বিংশ শতাব্দীর কোন নব্য শিক্ষিত সভ্য ব্যক্তি তাহার শতাংশের একাংশও করিতে সক্ষম হইবে কিনা সন্দেহ। এই বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে সকল আদেশ নিষেধ মোছলমানদিগকে পালন করিতে বলিয়া গিয়াছেন তাহা অবনমিত শিরে গ্রহণ করিতে ইছলাম ঘোষণা করিয়াছে।

"وما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا"

(হে মোছলমানগণ! তোমাদের নিকট আমার প্রেরিত পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ)

যে সকল ধর্ম্মনীতি আনয়ন করিয়াছেন তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাক)। ইছলামের এই আদেশ বাণীর প্রতিকূল কোন কার্য্যই মোছলমান করিতে পারে না; সেই জন্যই প্রত্যেক মোছলেম নরনারী তাহার আদেশ নিষেধ পালন করিতে বাধ্য।

ইছলা'ম ধর্ম্মের আর একটী অমূল্যরত্ন ও সৌন্দর্য্য মহাগ্রন্থ কোরাণ শরীফ। কোরাণ খৃষ্টানদের বাইবেলের ন্যায় ক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত এবং হিন্দুদের রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় কল্পিত দেব দেবীর গল্পে পরিপূর্ণ নহে। Mr. Deventport এর ভাষায় বলিতে গেলে "The Koran is the general code of the Muslim world—a social, civil, commercial, unitary, judicial, criminal, penal and yet religious code. By it every thing is regulated from the ceremonies of the religion to those of daily life, from the salvation of the soul to the health of the body, from the right of the general community to those of each individual, from the interests of men to those of the society, from the morality to crime, from punishment here to that of the life to come"—ইংরেজ কবির এই মন্তব্য কোরাণের প্রকৃতগুণ গরিমা ও বিশেষত্বের পূর্ণ নিদর্শন। তথাপি রাহমানুর রাহিম আল্লাহ তালা কোরাণ শরীফ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহার সামান্য দৃষ্টান্ত দিয়া কোরাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে বাসনা রাখি। আল্লাহ বলিয়াছেন—"হে মোহাম্মদ (দঃ)! আমি তোমার প্রতি যে মহাগ্রন্থ কোরাণ শরীফ অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা মোছলমানের জন্য সুসমাচার ও সরল পথ প্রদর্শনকারী" (কোরাণ)। ইছলাম এই মহাগ্রন্থ কোরাণ শরীফকে বেদের ন্যায় ব্রাহ্মণ বা ধর্ম্মনেতার এক চেটিয়া গ্রন্থ হইয়া থাকিতে আদেশ করে নাই বরং সমস্ত বিশ্ববাসীকে কোরাণের শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে ও কোরাণের পীযূষ ধারায় সিক্ত করিতে (ইছলাম) ঘোষণা করিয়াছে "......بلغ ما انزل اليك من ربك" (হে প্রেরিত পুরুষ! আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা বিশ্বের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিয়া দাও)। ইহা ইছলামের উদারতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যে, সমস্ত বিশ্ববাসীকে স্বীয় শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করিতে, মিথ্যা হইতে মুক্ত হইয়া সত্যের সন্ধান লইতে, সত্যের ভিতর দিয়া সেই পরম সত্য অনাদি অনন্ত আল্লাহ তালার সন্ধান লইতে ইসলাম বিশ্ববাসীকে করুণস্বরে আহ্বান করিতেছে। " وادع الى سبيل ربك با لحكمة والموعظة الحسنة "

(তোমার প্রভুর ধর্ম্ম পথে জগৎবাসীকে আহ্বান কর। তাহা তলোয়ার—বর্শার ভয় দেখাইয়া নয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নয়—বরং বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্কের সাহায্যে, ভদ্র ও নম্র বাক্য দ্বারা।) কারণ " لا اكراه في الدين " (ইছলাম ধর্ম্মে অত্যাচার

উৎপীড়ণের লেশমাত্রও নাই) তলোয়ার ও বর্শার সাহায্যে ইছলাম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া যাহাদের ভ্রান্ত ধারণা তাহাদিগকে ইছলামের এই উদার, নির্ম্মল শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করি। "اشاعت اسلام" বা ইছলাম প্রচার করা প্রত্যেক মোছলমানের উপর ওয়াজেব।

اعمال বা ধর্ম্মানুষ্ঠান।

ইছলামের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান চারিটী যাহার উপর ইছলামের—মূল ভিত্তি স্থাপিত যথা, ১। নামাজ। ২। রোজা। ৩। হজ্জ। ৪। জাকাত।

প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মোছলেম নরনারীর পবিত্র দেহে, পবিত্র স্থানে, পবিত্র পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া, আল্লাহর আদেশ পালনার্থে দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়া ফরজ। যেমন আল্লাহতালা বলিয়াছেন "وأمر اهلك بالصلوة واصطبر عليها" (তোমার পরিবার প্রতিবেশীকে নামাজ পড়িতে আদেশ কর এবং স্বয়ং উহাতে দৃঢ় হও)। নামাজ ইছলামের শ্রেষ্ঠ ও মহোপকারী অনুষ্ঠান। প্রভুর নিকট ভৃত্যের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতে ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে নামাজ কি ভদ্রতা, কি শিষ্টতার পরিচায়ক! পরস্পর প্রগাঢ় ভালবাসার উদ্রেক করিতে ও বিরাট অখণ্ড জাতি গঠন করিতে নামাজ প্রধান অবলম্বন। উহাতে আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির উন্মেষ সাধিত হয়। নামাজ আমাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সংযম, ব্যায়াম, কৃতজ্ঞতা স্বীকার, শৃঙ্খলতা, স্বাস্থ্যরক্ষা, একতা ও নির্ভীক-চিত্ততা শিক্ষা দিয়া থাকে। নামাজ এহেন মহোপকারী বলিয়াই শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ(দঃ) বলিয়াছেন "العهد الذی بیننا و بینهم الصلوة فمن ترکها فقد کفر"(আমাদের ও বিধর্ম্মীদের মধ্যে নামাজ একমাত্র পার্থক্য, যে নামাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করে সে কাফের)। নামাজের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য প্রকৃতই বিশ্বজনীন ও সার্ব্বজনীন। যখন আল্লাহু আকবর রবে মোছলেমগণ কর্ণমূল পর্য্যন্ত হস্তোত্তোলন করতঃ দুনিয়ার সমস্ত মোহ মায়া ছিন্ন করিয়া আল্লাহর আরাধনায় এক অনন্ত মৌন-তায় মনপ্রাণ নিমজ্জিত করিয়া দেয়, যখন হেয়, ঘৃণ্য, পথের কাঙ্গাল, হাব্‌সী ও সাহানশাহ বাদশাহ একই স্থানে পাশাপাশি দণ্ডায়মান হইয়া একই উদ্দেশ্যে একই নিয়ম প্রণালীতে নামাজ পাঠ করিতে থাকে, ইছলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সৌন্দর্য্যের মোহন মূর্ত্তি তখন উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হয়। এই প্রাণ মাতানো সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইংরেজ কবি James Montgomery বলিয়াছেন—

"Prayer is the soul's sincere desire, uttered or unexpressed,
The motion of a hidden fire, that trembles in the breast"

তারপর নামাজের আহ্বান বাণী—আজান ধ্বনির সেই সুমধুর স্বর লহরী ভ্রান্ত সংসারীকে

জানাইয়া দেয়—হে সংসারী! হে আত্মবিস্মৃত মানব! তোমরা মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য দলে দলে মসজিদে মসজিদে ধাবিত হও। মোহ নিদ্রায় ডুবিয়া থাকিতে তুমি সৃজিত হও নাই। যাও! স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে নামাজের দিকে চলিয়া যাও। আজান মোছলেমদিগকে উপাসনার কথা স্মরণ করাইয়া দিবার সুন্দর ও সহজ উপায় বলিয়া প্রত্যেক নামাজের পূর্ব্বে আজান প্রদান করা সুন্নত।

একাদশ মাস ব্যাপী ভোগ লালসা ও সংযম হীনতার আচরণে সঞ্চিত পাপরাশি হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া দিতে, আজন্ম সুখভোগে লালিত পালিত নরপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে দীনহীন, অনাথ, কাঙ্গালদের ক্ষুধা যন্ত্রণা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ও দয়ার্দ্র চিত্ত হইতে শিক্ষা দিবার জন্য ইছলাম ঘোষণা করিয়াছে "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم" (তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত তোমাদের উপরও রমজান বা উপবাসব্রত নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে)। সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত প্রত্যেক মোছলেম নরনারীর উপর রমজান শরীফের একমাস রোজা পালন করা ফরজ।

আরবী رمض ধাতু হইতে رمضان শব্দের উৎপত্তি—উহার অর্থ দগ্ধ করা। সুতরাং হৃদয়ের কলুষ কালিমা দূর করিতে রমজান অমোঘ ঔষধ। আল্লাহর আদেশ পালনার্থে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার ও সংযম অবলম্বন করিতে হয়, রমজান আমাদিগকে তাহাই সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিয়া থাকে। সম্পূর্ণ একটী মাস বিশ্বের সমস্ত মোছলেম নরনারী, রমজান ব্রত পালন করিয়া সংযমের ও বিশ্বজনীন সাম্য ভ্রাতৃত্বের চরম নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রমজান মাসে দিবাবসানে সেই সায়ংকালে একই মুহূর্ত্তে বিশ্বের মোছলেম নরনারী যখন হৃষ্টচিত্তে পরস্পর একসঙ্গে বসিয়া এফ্‌তার করিতে থাকে তখনকার দৃশ্য বড়ই পবিত্র ও স্নিগ্ধ। আবার প্রত্যেক রাত্রিতে গ্রামবাসিগণ ক্ষুধাজনিত কষ্ট সহ্য করিয়া যখন তারাবীর নামাজ সম্পাদন করিতে মসজিদে উপনীত হয়, তখন মোছলমানের ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি ও আল্লাহের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা কতটুকু আছে তাহা সম্যকরূপে দৃষ্ট হয়। এসার নামাজের পর রমজান মাসে তারাবীর নামাজ পড়া সুন্নত।

জাকাত ইছলামের চতুর্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান। বয়ঃপ্রাপ্ত, বুদ্ধিমান, ছাহেবেনেছাব্‌, মুছলমানের উপর বৎসরান্তে স্বকীয় মালের চত্বারিংশত অংশ গরীব ও অনাথদিগকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জাকাত প্রদান করা ফরজ। জাকাতের ধাতুগত অর্থ, চর্চ্চার দ্বারা উৎকর্ষসাধন। জাকাত প্রথা প্রচলন করিয়া ইছলাম দুঃস্থ, গরীবদের অন্ন সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া "মোছলমান মোছলমানের ভাই" জাকাত এই ধর্ম্মনীতির সত্যতা কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছে। কষ্টার্জ্জিত ধনের জাকাত প্রদান করিতে শিক্ষা দিয়া ইছলাম মহা উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। যাহাতে এই মহোপকারী জাকাত প্রথা মোছলেম সমাজ হইতে লোপ না পায়,

সেই উদ্দেশ্যে রাহমানুর রাহিম আল্লাহতালা মোসলমানদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে "والذين لا يؤتون الزكوة فهم بالاخرة كافرون" (যাহারা জাকাত প্রদান না করে তাহারা পরকালে কাফের হইবে)। মোছলমানকে বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে, ইহকাল, পরকালে সব সময়ই ইছলামের গণ্ডীর ভিতর থাকা, অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই পরকালে বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মোছলমান হর্ষ মনে জাকাত প্রদান করিয়া থাকে। সত্য বটে প্রায় ধর্ম্মেই দান-দক্ষিণা প্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু ইছলামের ন্যায় অন্য কোন ধর্ম্মেই দান প্রথা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত নহে। মোছলেম নরনারী দরিদ্রতার নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত হইয়া যাহাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় অন্নের জন্য ভিন্ন জাতির দ্বারস্থ হইতে না হয় সেইজন্য ইছলাম ফেত্‌রা, ছদ্‌কা, কর্জ্জায়ে হাছানা প্রভৃতি প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া মোছলেমের জাতীয় সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছে। যেমন ইছলাম শিক্ষা দিয়াছে "وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل" (দুঃস্থ গরীব, ও মোছাফির ও আত্মীয়ের প্রাপ্য প্রদান কর)।

বিশ্বের মোছলেম নরনারীর একত্রে মিলন ও সৌহার্দ্যপ্রীতি বর্দ্ধিত হইবার জন্য ইছলাম মোছলেম সমাজে হজ্জ প্রথা প্রচলন করিয়াছে। যেমন আল্লা বলিয়াছেন اتموا الحج والعمرة لله (আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ সম্পাদন কর)। ইছলাম এই কঠোর ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা দুঃস্থ কাঙ্গালদের উপর ফরজ করে নাই। বরং ইছলাম স্বীয় মহিমাময় নামের স্বার্থকতা প্রদর্শন করিতে আদেশ করিয়াছে "তোমাদের মধ্যে যাহাদের পাথেয় আছে তাহাদের উপরেই সেই পবিত্র মক্কাধামে উপনীত হইয়া জীবনে একবার হজ্জ সম্পাদন করা ফরজ।" বিশ্ববাসি! জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন করিয়া দর্শন কর, ইছলামের শিক্ষা, মানব প্রকৃতির কত অনুকূল ও তাহা কত সহজসাধ্য। পুণ্যভূমি আরফাত বিশ্ব মোছলেমের মিলনের কেন্দ্রস্থান। জগতের প্রত্যেক মোছলেম ধনশালীরা এই পূণ্য ভূমি আরফাতে বর্ষে বর্ষে আগমন করিয়া থাকে। তাই আমাদের নবীন কবি গাহিয়াছেন।

"নানা দেশ দেশী নানা ভাষা ভাষী মহাকেন্দ্র আরফাত
নবম দিবসে অযুত লোকের মিলন হয় এক সাত।"

(S. Raman)

যখন সাগর মহাসাগরের ভীষণ উর্ম্মিমালা ও পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করতঃ বিশ্বের মোছলেম নরনারী জেলহজ্জ মাসের নবম দিবসে আরফাতের বিশাল মাঠে উপনীত হইয়া উলঙ্গ ও মুক্ত শিরে "لبيك" "হে অদ্বিতীয়! হে প্রভু! আমরা মোছলেম, তোমারই সন্নিধানে তোমারই আরাধনা করিতে অগ্রসর হইতেছি" বলিতে থাকে, যখন ছাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে হাজীগণ দৌড়িতে থাকে আবার যখন সমস্ত একত্র হইয়া বায়েতুল্লাহ শরীফ প্রদর্শণ করিতে থাকে তখনকার দৃশ্য অবলোকন করিলে ইছলামের অতি ঘোর

৩—

শত্রুও অবনমিত শিরে ইছলামের বিশ্বজনীন শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকিবে।

প্রত্যেক ঈদুল আজহার সময় ধনশালী ব্যক্তির গো, মহিষ, ছাগাদি পশু কোরবাণী করা ওয়াজেব। যেমন ইছলাম আদেশ করিয়াছেন " فصل لربك و انحر " (তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামাজ পড় ও কোরবাণী কর)। মোছলমান কোরবাণী করে শুধু মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য নয়, বরং হৃদয়ের পাপ রাশি বিদূরিত করিবার জন্য। প্রিয় বস্তুর মায়াবর্জ্জন ও স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দেওয়া ও কৃপণতা দূর করাই কোরবাণীর একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য। এই কোরবাণী প্রথাতেও মোছলেমের ভ্রাতৃত্বের চরম নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক ঈদুল আজহার দিবস বিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধনী গরীব নির্ব্বিশেষে সমস্ত মোছলমানই মাংস ভক্ষণে আপ্যায়িত হইয়া থাকে।

সন্তান সন্ততি ভূমিষ্ঠ হইলে মোছলমানদিগকে আকিকা করা সুন্নত। ইছলাম মোছলেম জগতে খত্‌না প্রথা প্রচলিত করিয়া গনোরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগ হইতে মোছলমানদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

মৃতদেহ দগ্ধ করা ইছলামের শিক্ষা নয়। মৃত দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে পোষাকে সজ্জিত করিয়া মৃত ব্যক্তির সংকার করা ইছলামের শিক্ষা। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, সমস্তই একই প্রকার পোষাকে সজ্জিত হইয়া একই স্থানে প্রোথিত হইয়া থাকে। ইহাতেও মোছলমানের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের মনোরম দৃশ্য প্রকটিত হয়। মৃত ব্যক্তির জানাজা নামাজ পড়া প্রত্যেকের উপর ফরজে কেফায়া।

ইছলামে এমন কোন আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত নাই যাহাতে মোছলমানের সাম্য ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন পরিলক্ষিত না হয়। একতা ও ভ্রাতৃত্ব ইছলামের মহান্‌ ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। যেমন আল্লাহ-তালা বলিয়াছেন " انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم " (নিশ্চয় মোছলমান পরস্পর ভাই ভাই সুতরাং তোমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে সন্ধি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপন কর)। এই বিশ্বজনীন একতা ও ভ্রাতৃত্বের দরুণই একদিন মরুভূমির মুষ্টিমেয় আরবীয় মোছলমান পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূল হইতে পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার ও ইছলামের অৰ্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যেমন ইছলা-মের একতা সমন্ধে ইংরেজ কবি Isaac Taylor লিখিয়াছেন "It brought out the fundamental dogma of religion—the unity and greatness of God" এই একতার বলেই পারস্য সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইছলামের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তলোয়ার ও বর্শার সাহায্যে ইছলাম প্রচারিত হয় নাই। এই বিশ্বজনীন সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রভাবেই ইছলাম প্রচারিত হইয়াছিল। সমগ্র মোছলেম সমাজকে একটি বিরাট অখণ্ড জাতিতে

পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ইছলাম শিক্ষা দিয়াছে " و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم " (হে মোছলেম নরনারী ! তোমরা পরস্পর বিভিন্ন হইও না নচেৎ তোমাদের সম্মান প্রতিপত্তি দূরীভূত হইয়া যাইবে)। মোছলমানের একতা ভ্রাতৃত্ব বাস্তবিক বাধ্যতামূলক। এই সাম্য ভ্রাতৃত্ব দৃঢ়ীভূত হইবার জন্য ইছলাম মোছলমানদিগকে দৈনিক পাঁচবার জমাতের সহিত নামাজ পড়িতে শিক্ষা দিয়াছে। (জামাতের সহিত নামাজ পড়া সুন্নত)।

আবার গ্রামবাসী সমস্ত মোছলমানের মধ্যে প্রীতি ভালবাসা দৃঢ়ীভূত হইতে পরস্পর পরস্পরের অবস্থাদি জ্ঞাত হইয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে, ও সপ্তাহকালের ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ বেদনা দূরীভূত করিয়া অনাবিল সৌহার্দ্দ্য সূত্রে সমস্ত মোছলেমদিগকে আবদ্ধ করিতে ইছলাম এই বলিয়া আহ্বান করিতেছে।

"يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع" (হে মোছলমানগণ ! জুম্মার দিন যখন নামাজের আজান দেওয়া হয় তখন তোমাদের পার্থিব ব্যবসা ত্যাগ করতঃ আল্লাহর এবাদত করিবার জন্য, কল্যাণের জন্য দলে দলে মস্‌জিদের দিকে ধাবিত হও)। তাই মোছলমান প্রত্যেক সপ্তাহে আপন ভাইদের সহিত মিলন লাভ করিতে সুযোগ পায়। তারপর বর্ষে বর্ষে দুইবার সাম্য মৈত্রীর বিজয় ধ্বজা লইয়া ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা বিশ্ব মোছলেমের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়। ঈদের নামাজের পর মোছলমান পরস্পর স্নেহালিঙ্গনে জগতকে তাহাদের ভ্রাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহাতেও বুঝি ইছলামের উদারতা ও সাম্যের পরিসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া ইছলাম বিশ্বের মোছলেমদিগকে সেই একই দিবসে মুণ্ডিত ও উলঙ্গশিরে সেই মহাকেন্দ্র পূণ্যভূমি আরফাতে একত্রিত হইয়া সমস্ত মোছলেম জগতের অবস্থা মোছলমানদিগকে অবগত করাইতে সুযোগ দিয়াছে। পুণ্যভূমি মক্কাধামে বাঙ্গালী, কাবুলী, ইরাণী, তুরানী প্রভৃতি মোছলেমবৃন্দ সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া জগতকে দেখাইয়া দেয় আমরা বিশ্বের মোছলেম সমস্ত পরস্পর ভাই ভাই আমাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গে প্রভেদ নাই। খাঁ, ছৈয়দ, মোগল, পাঠান আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নহে। আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন খোদা বলিয়াছেন " ان اكرمكم عند الله اتقاكم " (তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্মে শ্রেষ্ঠ তাহারাই আল্লাহর নিকট মহান)। তাই মোছলমান রাজাধিরাজ সম্রাট আর দীনহীন পথের কাঙ্গাল একই স্থানে পাশাপাশি দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ পড়িতে ও একই পাত্রে এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে গৌরব অনুভব করে। ইছলাম জাকাত, রোজা, হজ্জ, কোরবাণী প্রভৃতি অনুষ্ঠান মোছলমানদের উপর বাধ্যতামূলক করিয়া ভ্রাতৃত্বের ও সাম্যের নিদর্শন কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছে। সমগ্র মোছলেম সমাজকে লক্ষ্য করিয়া রছুলুল্লাহ বলিয়াছেন " المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا " (মোছলমান অপর মোছলমানের পক্ষে ইষ্টকের গাঁথুনী স্বরূপ

একে অপরকে বন্ধন করে)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইছলামের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে মোছলমানের বিশ্বজনীন সাম্য ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন লুক্কায়িত আছে। মোছলমানের পোষাক পরিচ্ছদ, মোছলমানের চালচলন সাম্যের মোহন মূর্ত্তি। মোছলমান নিজের জন্য যাহা ভাল বলিয়া পছন্দ করে অপর মোছলমানের জন্য তাহা ভাল বলিয়া পছন্দ করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য যেমন বিশ্ব নবী বলিয়া গিয়াছেন " و الذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او اخيه ما يحب لنفسه " (খোদার শপথ! কোন মোছলমানই প্রকৃত মোছলমান হইতে পারে না যে পর্য্যন্ত সে নিজের জন্য যাহা ভালবাসে তাহা প্রতিবেশী ও অন্য মোছলমান ভাইয়ের জন্য ভাল না বাসে)। সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের এমন দৃষ্টান্ত জগতের অন্য কোন ধর্ম্মেই দৃষ্ট হয় না। এই সাম্য ভ্রাতৃত্বই ইছলামের শ্রেষ্ঠত্বের ও স্বাভাবিকত্বের সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন।

معاملات বা পার্থিব ব্যাপার সমূহ।

অনেকের ধারণা এই যে ইছলাম শুধু পরকালের বেহেস্তের সুখভোগের আশায় লালায়িত এবং মোছলমানদিগকে ইছলাম এই পার্থিব সুখভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়াছে কিন্তু তাহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত বই কিছুই নহে। কারণ ইছলাম এই পৃথিবীকে যেমন আন্তরিক ভালবাসার সহিত বুঝিয়াছে ও চিনিয়াছে অন্য কোন ধর্ম্মেই তেমনটী করিতে পারে নাই। পরকালের যাহা করণীয় তাহা এই পৃথিবীতেই সম্পাদন করিয়া লইতে ইছলামের আদেশ। এমন কি মোছলমানদিগকে এই পৃথিবীতেই তাহার পরকালের বেহেস্তগঠন করিয়া নিতে হইবে। যেমন করুনা নিদান আল্লাহতালা বলিয়াছেন—

" وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا "

(আল্লাহ তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তাহাদ্বারা পারলৌকিক সম্বল অন্বেষণ কর এবং তোমার পার্থিব প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে ভুলিও না)। মোছলমান এই পৃথিবীকে ভুলেও ঘৃণা করিতে পারে না বরং আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে মোছলমান ধর্ম্মতঃ বাধ্য কারণ বিশ্বনবী রছুলুল্লাহ বলিয়া গিয়াছেন الدنيا مزرعة الاخرة (এই পৃথিবী পরকালের ক্ষেত্র।) পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য উপার্জ্জন করতঃ ধনশালী হইতে ইছলাম নিষেধ করে নাই বরং দ্বাদশ বর্ষ বয়সের সময় হজরত অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য বানিজ্যার্থে সেই মরুভূমি অতিক্রম করতঃ সেই সুদূর সিরিয়া দেশে গমন করিয়া মোছলেম জগতে ধনোপার্জ্জনের এক মহান দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বানিজ্য অর্থোপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলিয়া ইছলাম জগতে বানিজ্য সুন্নতরূপে পরিগণিত। তুমি পৈত্রিক অগাধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেই সম্পত্তি বৃথা ব্যয় করিবে তাহা ইছলাম অনুমোদন করে না। তুমি যত বড় ধনশালী হও না কেন তোমাকে বাধ্য হইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেই হইবে ইহাই ইছলামের শিক্ষা, যেমন খোদা বলিয়াছেন " হে মোছলমানগণ তোমরা

তোমাদের ধন সম্পত্তি বেকার অবস্থায় খরচ করিও না তবে তোমাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য সূত্রে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পার। (কোরাণ, সুরে নেছা)। আল্লাহর পূজা আরাধনায় সদা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে ইছলাম আদেশ করে নাই বরং ইছলাম ঘোষণা করিয়াছে:—

و اذا قضيت الصلوة فا نتشروا فى الارض و ابتغوا من فضل الله

(যখন নামাজ পাঠ শেষ হয় তখন উপজীবিকা অন্বেষনার্থে ভূমিতে চলিয়া যাও)। সুতরাং ইছলাম ধন লাভ করিতে মোছলমানদিগকে কোন দিক দিয়াই বাধা প্রদান করে নাই। অপর পক্ষে ইছলাম দরিদ্রতাকে নিতান্ত হীন ও ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। শেষ নবী বলিয়াছেন "দরিদ্রতা ইহকাল পরকালের কলঙ্ক স্বরূপ" (হাদিছ)। ইছলাম সুদ প্রথাকে হারাম করিয়া মোছলমানদিগকে ভ্রাতৃ বন্ধনে অটুট থাকিতে ও দরিদ্রতা নিবারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। কর্ম্মের ভিতর দিয়াই যে মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ফুটিয়া উঠে তাহা হজরত বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। "সাধ্যাতীত কার্য্য কিছুই নাই" ও "যে চেষ্টা করে সে কৃতকার্য্য হয়"— হজরতের এই মহাবাণীর প্রেরণায় মোছলমান উপজীবিকা উপার্জ্জন করিতে লজ্জা বোধ করেনা। এমন কি সৎ উপায়ে কামার, কুমার, তেলী, মালী, ধোপা, নাপিত, মেস্তরী, স্বর্ণকার, জেলে, গোয়ালা, কুলী প্রভৃতি ব্যবসা ইছলাম উদারতার সহিত অনুমোদন করে। কিন্তু ইছলাম কাহাকেও কোন কিছু যাচ্ঞা করিতে, পরের দ্বারস্থ হইতে অনুমোদন করে নাই। মানুষ হইয়া অন্য মানুষের নিকট যাচ্ঞা করা কত ঘৃণ্য ও হেয় কার্য্য এবং তাহাতে অমূল্য মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয় ইহা ইছলাম ভালরূপে বুঝিতে ও অপরকে শিক্ষা দিতে জানিয়াছে। যেমন রছুলুল্লাহ বলিয়াছেন من ملك قوت يومه يحرم عليه السوال (যাহার এক দিনের আহার্য্য আছে তাহার উপর ও অন্যের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা হারাম।) এই মহাশিক্ষার দ্বারা ইছলাম ভিক্ষুক ও অকর্ম্মণ্যদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া মোসলেম সমাজকে কার্য্যক্ষম করিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

ইছলাম নারীর স্থান যত উর্দ্ধে দান করিয়াছে জগতের অন্য কোন ধর্ম্মে নারীর সম্মান ততটুকু করিতে পারে নাই। যে নব্য সভ্য ইংরেজজাতি নারী জাতির উপযুক্ত সম্মান ও উপযুক্ত অধিকার প্রদান করে বলিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকে তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল (Bible) মাতৃ জাতিকে আত্ম মর্য্যাদার কোন্ স্তরে স্থান দান করিয়াছে তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতে লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। Bible এ স্বয়ং সদা-প্রভু নারী জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "I will give him her that she may be a snare to him" (আমি নারী জাতিকে পুরুষের সুখের পথে কণ্টক স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি) (1 Sam xviii 21) St. Banerd বলেন "Woman is the organ of evil" খ্রীষ্টান জগতের প্রধান ধর্ম্ম যাজক St. Paul বলেন "She is subject to her husband, she shall not teach for she brought ruin in the world"। অপরদিকে হিন্দু ললনার প্রতি হিন্দু ধর্ম্মের

আচরণও তদ্রূপ নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। চাণক্য শ্লোকে বর্ণিত আছে "বিশ্বাসনৈব স্ত্রীষু রাজকুলেষুচ" অর্থাৎ রাজবংশোদ্ভূত হইলেও স্ত্রী জাতিকে বিশ্বাস করিতে নাই। কিন্তু ইছলাম নারীর প্রতি অযাচিত করুণা ও উদারতা প্রদর্শন করিয়াছে। ইছলাম কোরানের ২১ সুরায় ২৮ শ আয়াতে নারী, নরের চেয়ে যে কোন অংশে হীন নয় তাহা এই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে "নারী নরের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়, নারীর অধিকার মানব সমাজে পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন হইতে পারে না।" বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় ইছলাম নারী জাতিকে পৈত্রিক ধন সম্পত্তি হইতে নিরাশ ও বঞ্চিত করিয়া নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত করে নাই বরং ইছলাম স্বীয় উদার নামের সত্যতা কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিয়া দেখাইতে, নারী জাতিকে আশ্রয়দান করিতে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে "للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه او كثر" (পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত হইয়া সম্পত্তি পুরুষের ন্যায় স্ত্রীর ও প্রাপ্য আছে হয়ত তাহাতে বেশকম হইতে পারে)। স্ত্রীজাতির প্রতি এমন মহান ও উদারতার বাণী অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। ইহাতেই ইছলামের উদারতার পরিসমাপ্তি হয় নাই। রছলুল্লাহ বলিয়াছেন "তোমরা নারীকে কখনও প্রহার করিও না" (মেশকাত)। তিনি আরো বলিয়াছেন "জগত এবং জগতের যাবতীয় বস্তুই মূল্যবান কিন্তু নারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবান সামগ্রী।" এইরূপ শত শত হাদিছ নারী জাতির আত্ম-মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিতে মোছলেম জগতে বিরাজিত। শুধু পার্থিব সুখ ভোগ ও কর্ম্মানুষ্ঠানে নারী পুরুষের সমতুল্য নয় এমন কি পরকালেও নারী এবং পুরুষের আত্মমর্য্যাদা সমতুল্য হইবে। যেমন কোরানশরীফে বর্ণিত আছে "নিশ্চয়ই চরিত্রবান পুরুষ এবং চরিত্রবতী রমণীগণ চির শান্তিময় বেহেস্তে স্থান লাভ করিবে।" (কোরান ৩৬ অর ৪৮ ও ৪৯ আয়াত)। ইছলাম পুরুষ এবং স্ত্রীর কৃত কার্য্য ক্ষুন্ন করে নাই যেমন আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى (নিশ্চয় আমি পুরুষ এবং স্ত্রী কাহার ও কৃত কার্য্য নষ্ট করি না)। পুরুষের পাপময় দৃষ্টি হইতে মাতৃ জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য ইছলাম পর্দ্দা প্রথার প্রচলন করিয়াছে। এই পর্দ্দা প্রথার দরুণই মোছলেম সমাজে স্ত্রী জাতিকে লাঞ্ছিত ও গঞ্জিত হইতে হয় না। নচেৎ ইউরোপ আমেরিকার মত মোছলেম রমণীদিগকেও ভণ্ড এবং পিশাচদের হস্তে লাঞ্ছিত ও গঞ্জিত হইতে হইত।

স্ত্রী পুরুষের মিলন হওয়া প্রকৃতির নিয়ম। পুরুষ স্ত্রী ব্যতীত সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যাহাতে স্ত্রী পুরুষের মিলন হইতে মোছলমান বৈরাগ্য ব্রত ধারণ না করে সেই জন্য হজরত বলিয়াছেন "النكاح من سنتى من رغب عن سنتى فليس منى" (সত্য বটে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু ইছলামের বিবাহ প্রথা একান্ত

সভ্যতা ও ভদ্রতার পরিচায়ক।) মোছলমান বুদ্ধের ন্যায় বৈরাগ্য ব্রত ধারণ করিতে শিখে নাই বরং স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়া সংসারীরূপে বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহতালার সৃষ্টি রক্ষা করিতে মোছলমান ধর্ম্মত বিবাহ করিতে বাধ্য। পাত্র পাত্রীর মনোনয়নে নির্দ্দিষ্ট মোহর প্রদান করিয়া বা অঙ্গীকার করতঃ শরিয়তের বিধানানুসারে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইছলামের শিক্ষা। যাহাতে পুরুষ জাতি স্ত্রী জাতিকে এই প্রাপ্য মোহর হইতে বঞ্চিত করিতে না পারে সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলিয়াছেন "وات النساء صدقاتهن نحلة" (কোরান সুরায়ে নেছা) অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রীদিগের মোহর স্বানন্দে প্রদান কর। স্ত্রীজাতির প্রতি প্রত্যেক কার্য্যে এমন উদারতার ভাব ইছলাম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কোন কোন পুরুষের পক্ষে একটি স্ত্রী যথেষ্ট হয় না। প্রকৃতির তাড়নায় তাহাকে বাধ্য হইয়া অন্য স্ত্রীর দ্বারস্থ হইতে হয়। তাই ইছলাম বহু বিবাহ প্রথা প্রচলন করতঃ পরদার গমন হস্তমৈথুন প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান হইতে মোছলমান দিগকে বিশুদ্ধ ও মুক্ত রাখিয়াছে। অনেক ইছলাম-শত্রু ধারনা করিয়া থাকে যে মোছলমানের বহু বিবাহ বাধ্যতা মূলক কিন্তু ইহা তাহাদের সম্পুর্ণ ভ্রান্ত ধারনা। বহু বিবাহ সম্বন্ধে ইছলাম বলিয়াছে "যদি এতিম সন্তানদের প্রতি অবিচার করা হইবে বলিয়া আশঙ্কা না থাকে তাহা হইলে পছন্দ মত ২, ৩ কিম্বা চারিটী বিবাহ করিতে পার কিন্তু যদি সমস্তের প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে অক্ষম হও বলিয়া ভয় কর তবে একটি স্ত্রীই যথেষ্ট"। সুতরাং ইছলামের বহু বিবাহ প্রথাও যে মানব প্রকৃতির অনুকূল ও সভ্যতার লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইছলাম হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় বিধবা বিবাহের প্রথা রোধ করতঃ নারী জাতির প্রাকৃতিক অধিকার বিনষ্ট করে নাই বরং নারী জাতির প্রতি উদারতা ও মোছলমানের সভ্যতা রক্ষার্থে ইছলাম বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলন করিয়াছে ইহাতেই ইছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলা মানবের সাধ্যতীত। তাই বিংশ শতাব্দীর নব্য শিক্ষিত হিন্দু-ধর্ম্ম অবলম্বীগণ বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

স্বামী স্ত্রীতে মিল না হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যে দম্পতির পরস্পরে সৌহার্দ্দ্য ভালবাসার উদ্রেক হয় না সে দম্পতি এসংসারেই নরকানল ভোগ করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যগুলি তাহার হৃদয় কন্দর হইতে দূরীভূত হইয়া যায়। যাহাতে এই মারাত্মক মনকষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করতঃ মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে পারে সেইজন্য ইছলাম মোছলেম জগতে তালাক প্রথা প্রচলন করিয়াছে। কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যাহাতে মোছলমান আপন স্ত্রীদিগকে বিনাপরাধে তালাক প্রদান করতঃ তাহাদের দুঃখ দৈন্য বৃদ্ধি না করিতে পারে সেই জন্য রছলুল্লাহ বলিয়াছেন "ان ابغض المباحات عند الله الطلاق" "তালাকই খোদার নিকট

সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল।" এক কথা বলিতে গেলে ইছলাম বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ ও তালাক প্রথা প্রচলিত করিয়া মোছলেম সমাজকে বেশ্যা বৃত্তি, ভ্রূণ হত্যা, পুংমৈথুন প্রভৃতি পৈশাচিক কার্য্য হইতে রক্ষা করিয়াছে। তদুপরি ইছলাম প্রকাশ্য ভাবে আরো বলিয়াছে" لا تقربوا الزنی " (সাবধান হে মোসলমান তোমরা কস্মিন কালেও পরদার গমন করিও না।)

স্বার্থ বা শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া মোছলমান অন্যের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বা মিথ্যা বিচার করিতে পারে না,কারণ ইছলাম শিক্ষা দিয়াছে "یا ایها الذین آمنوا.......... الا قربین" "(হে মোছলেম নরনারী তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সুবিচার করিতে দণ্ডায়মান হও, সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর যদিও উহা তোমাদের ব্যক্তিত্বের উপর তোমাদের পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজনের বিপক্ষে ও দিতে হয়;"

পিতৃহীন অনাথ সন্তান সন্ততিদের ধন সম্পত্তি যাহাতে মোসলমান অন্যায়রূপে গ্রহণ না করে যাহাতে তাহাদের প্রতি কোন অত্যচার উৎপীড়ন না করিতে শিক্ষা পায় সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহতালা বলিয়াছেন " لا تقربوا مال الیتیم حتی یبلغ اشده " (পিতৃহীন বালক বালিকার সম্পত্তি অন্যায় রূপে গ্রহন করিও না যে পর্য্যন্ত না তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়)।

ইছলাম দস্যু বৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি ধরা পৃষ্ঠ হইতে দূরীভূত করিয়া ধনশালী ব্যক্তিদিগকে ধনাপহরনের চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত থাকিয়া শান্তিতে কালযাপন করিতে সুযোগ দিয়াছে। কারণ চোর দস্যুদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে ইছলাম বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে।

السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهم

প্রতি-শ্রুতি ভঙ্গ করা অশেষ অনিষ্টের আকর। যাহাতে মোছলমান প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিয়া পরস্পরে বন্ধুত্ব ভাবে থাকিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহতালা বলিয়াছেন و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤلا (হে মোসলমানগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর)।

গচ্ছিত ধন স্বত্বাধিকারীকে অক্ষুন্ন অবস্থায় প্রত্যার্পণ করিতে ইছলাম মোছলমানদিগকে এই বলিয়া আদেশ করিয়াছে " ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها "

মিথ্যা মানব সন্তানের নিতান্ত অনিষ্টকারী। মিথ্যার দরুণ এই জগতে নানাবিধ অঘটন ঘটিয়া থাকে। এই যে আজকাল অসংখ্য মামলা মোকদ্দমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে মিথ্যাই তাহার একমাত্র কারণ। এই অনিষ্টকারী আচরণ হইতে মুক্ত থাকিতে হজরত মোছলেম সমাজকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া গিয়াছেন "الکذب یهلك و یهدی الی النار"(সাবধান, মিথ্যা তোমাকে হত্যা করিবে এবং নরকের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে)। পরন্তু সত্যের সন্ধান লইতে সত্যের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে কোরাণ মোছলমান দিগকে সত্য বাদীদের সংসর্গ করিতে আদেশ করিয়াছে "Remain in the company of the rightous" (কোরাণ ix 120)

কুসংসর্গে মানবের অমূল্য চরিত্র পাপময় হয় বলিয়া ইছলাম মোছলমানদিগকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী, নিন্দুক প্রভৃতি অসৎলোকের সংসর্গ ত্যাগ করিতে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়াছেন (সুরাহ নুন)।

খেলা ধূলায় ও নানা প্রকার কলুষিত কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ইছলাম মানব জীবনের মুল্য সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়াছে। যাহাতে এই অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করিতে না পারে সেজন্য ইছলাম জুয়া, পাশা, দাবা, তাস প্রভৃতি অসার ও স্বাস্থ্যহীনকর খেলা হারাম করিয়াছে। পার্থিব কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া মানবজীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া মোছলেম আত্মহত্যা করিতে পারে না ; কারণ ইছলাম বলিয়াছে "আত্ম-হত্যা করিও না।"

মানবের স্বাস্থ্যের প্রতি প্রত্যেক কার্য্যেই ইছলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। মানবের স্বাস্থ্যহানীকর কোন অনুষ্ঠানই ইছলামে নাই এমন কি স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিমিত আহার করিতে ইছলাম আদেশ করিয়াছে "Eat and drink everything that is good but be moderate in your diet and don't exceed the proper limits" (Quran vii 29) স্বাস্থ্য মানবের অমূল্য ধন হওয়া সত্ত্বেও যে ভ্রান্ত মানব তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখে না তাহার বিষয় রছুলুল্লাহ বলিয়াছেন "মানবগণ দুইটী মহাদানের অপব্যয় করে—একটী স্বাস্থ্য, অপরটী স্বচ্ছলতা।" অল্পাহার করিলে যে স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহা রছুলুল্লাহও মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যেমন তিনি ফরমাইয়াছেন "অল্পাহার করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে" (মেশকাত)। ইছলাম যে স্বাস্থ্যের প্রতি কত যত্নশীল, রোজা, নামাজ, অজু, গোছল প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যায়।

ইছলাম মোছলমানদিগকে সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিক্ষা দিয়া ভদ্রতা ও সভ্যতার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছে যেমন ইছলাম বলিয়াছে "Let your clothes be clean and let everything that belongs to you be purified from dirt and uncleanliness (LXIV 4) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই যে ভদ্রতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার সহজ উপায় তাহা ইছলাম ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। তাই অপবিত্র হায়েজ, নেফাছ, জুনুব হইতে বিশুদ্ধ হইবার জন্য গোছল করা ওয়াজেবরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছে। আবার প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে জুম্মার দিন গোছল করা সুন্নত। মোছলমান দৈনিক পাঁচবার অজু করিতে ও মেছওয়াক করিতে শিক্ষা পাইয়াছে। মেছওয়াক করা সুন্নত, রছুলুল্লাহর আদিষ্ট কর্ম্ম। প্রস্রাব, পায়খানা হইতে ভালরূপে পবিত্র হইবার জন্য রছুলুল্লাহ সমগ্র মোছলেম সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه (প্রস্রাব পায়খানা হইতে তোমরা উত্তম রূপে পবিত্র হইবে কারণ কবরের অধিকাংশ শাস্তি ইহারই দরুণ হইয়া থাকে)। এই সকল রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে ইছলাম যে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতার জনক তাহাই প্রতীয়মান হয়। মেছওয়াক দ্বারা অনেক দন্তরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে ইহা ডাক্তারগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকে। প্রস্রাব পায়খানার পর কুল্‌খ লওয়া হজরতের আদিষ্ট কর্ম্ম। এই কুল্‌খ প্রথায় মানবকে গনোরিয়া, শুক্রক্ষয় প্রভৃতি রোগ হইতে মুক্ত রাখে।

ইছলাম মোছলমানদিগকে মিতব্যায়ী হইয়া সচ্ছলতা আনয়ন করিতে শিক্ষা দিয়াছে। অমিতব্যয়ীতা মানব সন্তানকে অকালে দরিদ্রতার করাল কবলে নিক্ষেপ করে বলিয়া এবং উহা দ্বারা মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় বলিয়া ইছলাম অপব্যয়ীদিগকে সয়তানের সমতুল্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে "ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين" সুতরাং মোছলমান কখনও অপব্যয়ী ও অসংযমী হইয়া ব্যর্থ জীবন যাপন করিতে পারে না।

অন্যের গৃহে বিনানুমতিতে প্রবেশ করিতে না দিয়া ইছলাম মোছলমানের মধ্য হইতে বাদ বিসম্বাদের সংখ্যা লঘিষ্ট করিয়াছে যেমন ইছলাম শিক্ষা দিয়াছে "Enter not into houses other than your own without permission, but wait until you have asked leave, and when you enter, salute the inmates saying "peace be with you" এমন উদার ও সভ্যজনোচিত শিক্ষা একমাত্র ইছলামই শিক্ষা দিয়াছে।

মোছলমান ব্যবসায়ী, ক্রেতাকে তাহার প্রাপ্য মালের কম কিছুতেই দিতে পারে না। কারণ ইছলাম আদেশ করিয়াছে "Give just measure and be not of those who diminish" (XXVI 182)

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর প্রতি সদব্যবহার করিতে ইছলাম আদেশ করিয়াছে "Do good to the creatures of God for God loves those who do good" (Quran ii-191) বিশেষ করিয়া সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মাণুষ, সে যে জাতির যে ধর্ম্মেরই হউক না কেন মোছলমান তাহাকে ভালবাসিতে ধর্ম্মত বাধ্য কারণ খোদা বলিয়াছেন "মাণুষ আল্লাহর পরিবার সদৃশ্য"।

মোছলমান প্রতিবেশীকে ক্ষুধা যন্ত্রণায় থাকিতে দিয়া আপন উদর পূর্ণ করিয়া স্ফূর্ত্তিতে কাল যাপন করিতে পারে না কারণ বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন "ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع بجنبه" (সে ব্যাক্তি মমিন নয় যে নিজে পরিতৃপ্ত ও তাহার পার্শ্বে তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত্ত)—মেশকাত।

হজরত বলিয়াছেন "ভাল নাম রাখা ভদ্রোচিত ব্যবহারের মধ্যে গণ্য" এই জন্যই মোছলমান স্বীয় সন্তান সন্ততিদের ভাল অর্থবোধক শব্দে নামাকরণ করিয়া থাকে।

"রাজ-দ্রোহী এবং স্বগন-দ্রোহী আল্লাহ তালার অভিশপ্ত" ইহাই ইছলামের শিক্ষা।

দাড়ী না রাখিলে পুরুষকে প্রকৃত পুরুষের মত দেখায় না। দাড়ী রাখা পুরুষের

পক্ষে প্রকৃতির নিয়ম তাই মোছলমান দাড়ী রাখে। গোঁফ স্বাস্থ্য হানীকর বলিয়া মোছলমান গোফ ছাটে।

বিংশ শতাব্দীর নব্য সভ্য শ্বেতাঙ্গ জাতি Saddler comission, Royal comission প্রভৃতি ব্যয় সাধ্য কমিটী গঠন করিয়া যে বিদ্যাশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিতে পারে নাই সেই তের শত বৎসর পূর্ব্বেকার মরুভূমির হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই বিদ্যাশিক্ষাকে মোছলেম সমাজে বাধ্যতামূলকরূপে প্রবর্ত্তিত করিতে উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন "طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة" জ্ঞানের মহিমা গরিমা হজরত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন "জ্ঞানই মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার"। স্বদেশের জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ স্বদেশপ্রেমিকের পুন্য রক্ত অপেক্ষা পণ্ডিতের ব্যবহৃত মসী অধিকতর পবিত্র। হজরত স্বভাবপ্রেমিক ছিলেন এবং সর্ব্বান্তঃকরনে বিজ্ঞান অনুমোদন করিতেন, তাই ফরমাইয়াছে "খোদার সৃষ্টি সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল ধ্যান ও অধ্যয়ন এক বৎসরের নমাজের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।" এই মহা প্রেরনায় প্রনোদিত হইয়াই মোছলমান শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত শিখরে আরোহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং জগতের অন্যান্য জাতিকে শিষ্য শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিদ্যা শিক্ষার প্রভাবেই একদিন মোছলমান দূর দর্শন যন্ত্র, মান মন্দির, ভূগোল, খগোল, মধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে ও সেবিলী, কর্ডোভা, গ্রাণাডা, মার্সিয়া প্রভৃতি মহানগরীতে অসংখ্য বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাস্তবিক মোছলেম জগতের মহাগ্রন্থ কোরান শরীফ, হাদিছ ও ফেকাহ গ্রন্থ এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থরাজি জগতের এক মহা অভাব পূরণ করিয়াছে।

اخلاق। বা আচার ব্যবহার।

ইছলাম মোছলমানদিগকে শুধু ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মানুষ্ঠানই শিক্ষা দেয় নাই বরং সঙ্গে সঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠ, পিতামাতা ও অন্যান্য সমস্ত জগতবাসীর সহিত উত্তম আচার ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিয়াছে। পিতামাতার উপযুক্ত সম্মান করিতে ইছলাম এই বলিয়া আদেশ করিয়াছে "و وصينا الانسان بوالديه احسانا" (আমি মানবকে পিতা মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছি) রছুলুল্লাহ মাতৃজাতির আত্মমর্য্যাদার স্থান কত উর্দ্ধে দান করিয়াছেন "الجنة تحت اقدام الامهات।" এই হাদিছ হইতেই অনুভব করা যায়। লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে ও উত্তম কথা ব্যবহার করিতে ইছলাম মোছলমানদিগকে শিক্ষা দিয়াছে। "হে মোহাম্মদ উত্তম কথায় বাক্যালাপ করিতে আমার বান্দাদিগকে বলিয়া দাও" "و لا يغتب بعضكم بعضا" (একে অন্যের নিন্দা করিওনা) "و لا تمش فى الارض مرحا" (গর্ব্বভরে ভূমিতে ভ্রমণ করিও না) এই ধর্ম্মনীতিগুলিই ইছলামের মহান শিক্ষা-বাণী। "نظام الايمان"

الحياء।" লজ্জা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া কথিত তাই মোছলমান সব সময় কোমর হইতে হাটু পর্য্যন্ত পোষাকে আবৃত রাখিয়া এবং অতি গোপনীয় স্থানে বাহ্য প্রস্রাবাদী করিয়া ভদ্রতা ও শিষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। মোছলমানের টুপী, পাগড়ী, আছকান, পায়জামা প্রভৃতিও ভদ্রতার পরিচায়ক। অন্য জাতির অনুকরণ করা ইছলামে নিষিদ্ধ। "সভায় তোমাকে কেহ সরিয়া বসিতে বা উঠিয়া যাইতে বলিলে ভদ্রভাবে বিনাপত্তিতে উঠিয়া পর" "লোকের সঙ্গে হাস্য মুখে সাক্ষাৎ করিও" "ক্রোধ সংবরণ করিতে চেষ্টা কর" এইগুলি ইছলামের আদর্শ শিক্ষা। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে মোছলমান অভিবাদন করিয়া থাকে "السلام عليكم" বলিয়া এবং আরোও মনোরম ভাবায় "و عليكم السلام رحمة الله و بركاته" বলিয়া তাহার প্রত্যভিবাদন করতঃ মোছলমান ভ্রাতৃস্নেহের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মোছলমান বিপদে সুখে উভয় অবস্থাতেই বলে "الحمد لله।" আবার কোন কিছু দর্শনে বিস্মিত চকিত হইয়া বলে "سبحان الله" হে খোদা তুমিই পবিত্র ও মহান। পাপী, তাপী, অপরাধী ও শত্রুকে ক্ষমা করিতে ইছলাম সর্ব্বদা সচেষ্ট। "اطاعت।" বা আনুগত্য স্বীকার করা ইছলামের প্রধান বিশেষত্ব।

"একগণ্ডে চপেটাঘাত করিলেও অপর গণ্ড ফিরাইয়া দাও" বা "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই ধর্ম্ম নীতি প্রচার করিয়া ইছলাম অত্যাচারীর অত্যাচার উৎপীড়নের প্রশ্রয় দেয় নাই বরং ইছলাম মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল শিক্ষা এই দিয়াছে যে "وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم و لئن صبرتم فهو خيرا للصابرين" (যদি কাহারও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে সেই পরিমাণ অত্যাচার অবলম্বন কর যেরূপ তুমি ভোগ করিয়াছ এবং যদি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পার তাহা হইলে উহা তোমাদের পক্ষে উত্তম।) ইছলামের এই উপযুক্ত ও স্বাভাবিক শিক্ষাকে জগতের কেহই জ্ঞানের চক্ষুতে দোষনীয় বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে না।

ইছলামের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহার শিক্ষাগুলি একান্ত বাস্তব—কল্পনা নহে। তারপর ইছলামে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্রও নাই। সমস্ত জগতবাসীকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দান করিতে ইছলাম সদাই উদার। তাই ইছলাম মোছলমানদিগকে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সমস্তের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিতে এই বলিয়া আদেশ করিয়াছে। "ان جنحوا للسلم فاجنح لها" (হে মোছলমানগণ! যদি তোমাদের সহিত অন্য লোক সখ্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাদের সহিত সখ্য স্থাপন কর)। এই সকল রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠান অনুধাবন করিলে বাস্তবিক্ আমরা ইছলামকেই মানবের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ও সনাতন ধর্ম্মরূপে দেখিতে পাই। বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বমানবতা গঠন করিতে ইছলামের শিক্ষাই সর্ব্বাগ্রগণ্য।

উপসংহারে এই বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে ইছলামের শিক্ষা শারীরিক মানসিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক, পার্থিব, পারত্রিক সর্ব্ব বিষয়ে মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল। নামাজ, রোজা,

হজ্জ, জাকাত প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান খোদাভক্তি ও মোছলেম জগতের সাম্য ভ্রাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একতা, ভ্রাতৃত্ব ও আনুগত্য সমগ্র মোছলেম জাতিকে বিরাট অখণ্ড জাতি গঠন করিতে অগ্রদূত। বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়া ইছলাম বেশ্যাবৃত্তির মূলে, সুদ প্রথা নিবারিত করিয়া দাসত্ব প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ইছলামের শিক্ষা মাতৃ-জাতির স্থান উর্দ্ধে দান করতঃ উদারতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছে। সত্যের প্রচারক ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী হওয়া মোছলমানীত্বের নিদর্শন। সুতরাং ইছলাম ধর্ম্মাবলম্বী বাহ্যতঃ ও কার্য্যতঃ মোছলমান বলিয়া পরিচয় দিতে অক্ষম হইলে মোছলমান নামের উপযুক্ত হইতে পারে না, ইহাই ইছলামের বিশেষত্ব। তারপর ইছলামের শিক্ষার প্রধান বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট এই যে উহা মানবের জন্মগত ও প্রকৃতিগত কোন অধিকারেই হস্তক্ষেপ করে নাই। সুতরাং ইছলামের শিক্ষা যে সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র অনুকরণ যোগ্য ও স্বাভাবিক শিক্ষা তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাই বিদায় বেলা, সমস্ত জগতবাসীকে আমার প্রাণের আহ্বানবানী ঘোষণা করিয়া যাইতে চাই। এস ইহুদি! এস খৃষ্টান! এস আর্য্য! এস হিন্দু! মিথ্যা হইতে মুক্ত হইয়া সত্যের সন্ধান লইতে, মানব জীবন সার্থক করিতে সরল সহজ ইছলামের উদার শিক্ষার আশ্রয়ে স্থান লাভ করতঃ ধন্য ও গণ্য হও! ইছলাম তোমার ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করিবে না, কারণ ইছলাম বলিয়াছে "لا نكلف نفسا الا وسعها" মানব! দেখ কত মহান—ইছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য।

রিয়াজউদ্দীন আহামদ,
নসিরাবাদ হাই মাদ্রাসা।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) *

(আল্‌হক্ সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে পুরস্কার প্রাপ্ত)

যে সময় বার মাস ধরার দীর্ঘ শ্বাস
ধরনীরে করেছিল দুখঃতাপে তপ্ত ;
মানুষেরা ছিল যেন দানব পিশাচ হেন
বিধাতার রোষে যেন মহাঅভিশপ্ত ।

মানুষের বেশে নর ছিল যেন বনচর
রক্ত পিপাসু প্রাণ শার্দ্দূল-ক্ষিপ্ত ;
টস্‌ টস্‌ অবিরল জিহ্বায় ঝরে জল
মাংসের লালসায় জ্বলে চোখ দীপ্ত ।

চিতার শিখার মত জ্বলে চিতে অবিরত
মানুষের বুকে ধূ ধূ হিংসার অগ্নি
পিতা বল, মাতা বল, সব সবে করে ছল
ভাই বোঝে নাক বোনে, আপনার ভগ্নি ।

রাত দিন খুন ঝরে মানুষের দেহ পরে
ক্রন্দন ধ্বনি উঠে চৌদিকে রাত দিন ;
পাশবিক অনাচার অন্যায় অবিচার
প্রপীড়িত নর নারী কণ্ঠের স্বর ক্ষীণ ।

সকলের ম্লান মুখ স্মরণে শিহরে বুক
তখন ছিল না মায়া কারো প্রাণে একতিল ;
একের দুখের দিনে অপরে না তারে চিনে
শয়তান পিশাচেরা হাসে শুধু খিল খিল ।

---

* ১৩৩৬ সন (দ্বিতীয় বর্ষ ১১শ সংখ্যা) ভাদ্র মাসের "মাসিক মোহাম্মদীতে" প্রকাশিত ।

রক্তেতে রাঙা মাটী চৌদিকে সুরা বাটী,
দৈত্যের মত করে মাতালেরা নৃত্য,
মানুষেরা একেবারে কদাচারে অনাচারে
পুরাপুরি হয়েছিল শয়তান ভৃত্য।

স্রষ্টার পরিচয় নিতে নাহি সাধ হয়
ধর্ম্ম যে কারে কয় ভুলেছিল বিশ্ব ;
পৃথিবীর দিকে দিকে দানবীয় লীলা শিখে
মানুষেরা একেবারে ছিল প্রেম নিঃস্ব।

গাছ ও পাথর মাটি পূজা করে পরি পাটি
ভুলেছিল মানুষেরা খোদা এক সত্য
চারিদিকে কোলাহল কলহের মহারোল
ধর্ম্মের নামে পাপে ধরাবাসী মত্ত।

নহে নহে নহে শুধু আরবের মরু ধূধূ
মানুষেরি প্রাণ ছিল মরুভূমি সুকঠিন,
প্রেমপ্রীতি মমতার ধারিত না কেহ ধার
কি ভীষণ ছিল তবে ধরনীর দুর্দ্দিন।

শিহরিয়া উঠে কায় ভয়াল প্রেতের ছায়
অমার আঁধারে ঘেরা জগৎ তখন,
হেনকালে আল্লা'র খুলিল করুণা দ্বার
জুড়াইত জগতের তাপিত জীবন ;

স্বরগের কোহিনূর প্রকাশি মরতে নূর
আসিলেন নূর নবী প্রাণ-বিমোহন,
প্রকৃতিতে মনোহর নয়ন শীতল কর
জুড়ালো জীবন জ্বালা জুড়ালো ভুবন।

দিনে দিনে দিন যায় নূর নবী নূর-ছায়
কেহ বা জাগিল কেহ মেলিল নয়ন,
কেহ বা ভীষণ রোষে নবীর বিরোধ ঘোষে
পাইল চেতন কেহ, কেহ রল অচেতন।

করুণা গলা-প্রাণ নূর নবী সুমহান
জগতেরে জুড়াইত প্রেমধন বণ্টে
"এক খোদা ভিন্ নাই সকল মানুষ ভাই"—
এই বাণী প্রচারিলে নির্ভয় কণ্ঠে।

রাজ্য রাজার মেয়ে সে টলিবে লোভ পেয়ে?
আল্লা'র গৌরবে ভরা যার অন্তর;
লোক কয় কিবা জানি কোন যাদুকর মানি
কি জানি এ জানে কোন মোহনীয় মন্তর।

বিরোধিরা কাছে এসে কথা কয় হেসে হেসে
দলে দলে হয় শেষে রছুলের শিষ্য,
'আল্লাহ আকবর' রবে নিশান উড়িল তবে—
স্তম্ভিত সচকিত স্তব্ধ এ বিশ্ব।

নিপীড়িত আর্ত্তের আশা ফিরে এল ফের
মুখেতে উঠিল ফুটি পুনরায় হাস্য
ঘুচে গেল মর্ত্ত্যের দৈত্য ও দানবের
লীলাখেলা বিকশিয়া উৎকট আস্য।

কুহরিল প্রেমপিক আলো ভরা দশ দিক
মরু প্রাণে নেমে এল প্রীতি রস ঝরণা,
মানুষ জানিল তবে রসুলের মহারবে
এক খোদা, আর তিনি মানুষের পর-না।

কাজী বদর উদ্দীন আহ্‌মদ
Class X, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা

মুছলিম জাতীয় সাহিত্য।

("ইছলাম দর্শন" পত্রিকা ও "উন্নত জীবন" পুস্তকের সাহায্যগ্রহণে লিখিত)

জাতিকে শক্তিশালী বড় ও উন্নত করিয়া তোলবার উপায় কি? দেশের মানুষের ভিতর আত্মবোধ দিবার উপায় কি? প্রত্যেক মানুষ শক্তিশালী, উন্নত হৃদয়, প্রেমভাবাপন্ন, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান, অন্যায় ও মিথ্যার প্রতি বিতৃষ্ণ হয় কি উপায়ে? এই সকল প্রশ্নের নিতান্ত সরল ও স্বাভাবিক উত্তর এই যে একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধনই মানব জীবনের এবংবিধ উন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উপায়। সাহিত্যই জাতির আত্মা—সাহিত্যই জাতির মেরুদণ্ড। যে সমাজে সাহিত্যের আদর নাই তাহারা সাধারণতঃ বর্ব্বর সমাজ। কথা কাগজে লিখিয়া অসংখ্য মানবের দৃষ্টির সম্মুখে ধরার নামই সাহিত্য সেবা। এই যে কথা—এ কথা সাধারণ কথা নয়—এই কথার ভিতর দিয়া জীবনের সন্ধান বলিয়া দেওয়া হয়—পুণ্যের বাণী ও মোক্ষের কথা প্রচার করা হয়—বর্ত্তমান ও অন্তিম সুখের দ্বার মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই সাহিত্যের ধারা গান, গল্প কখনও কবিতা ও দর্শন, কখনও প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানের রূপ নিয়া মানুষের সম্মুখে রঙীন হইয়া—মধুর হইয়া দেখা দেয়। কাজেই কোন জাতি সাহিত্যকে অস্বীকার করিয়া বা অবহেলার চোখে দেখিয়া উন্নত হইতে চেষ্টা করিলে, সে জাতি আদৌ উন্নত হয় না।

প্রত্যেক দেশের লোকগুলিকে শক্তিশালী, জ্ঞানী ও মনুষ্যত্ব বোধসম্পন্ন করিবার জন্য প্রত্যেক দেশে বহু মনীষী সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই জাতির পথ প্রদর্শক—তাহারাই জাতি গঠন করেন। প্রত্যেক দেশে সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই সাহিত্যিকগণ জাতিকে ঊর্দ্ধে টানিয়া তোলেন। ক্ষুধাতুর আর্ত্ত তাঁদের স্পর্শে রাজা হইয়া উঠে, পল্লীর কৃষক, দূর অজ্ঞাত কুটীরের ভিখারী. জমিদারের ভৃত্য, দরিদ্র গোযান চালক, অন্ধকারের পাপী, বাজারের দর্জ্জি,. গ্রাম্য উরুটে যুবকশ্রেণী তাঁদেরই মন্ত্রে মহাপুরুষ হয়। বস্তুতঃ লেখক বা জগতের পণ্ডিতবৃন্দই নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া জগতের সকল অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম-কেন্দ্রে গতি প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং মানব সমাজে সাহিত্যের কার্য্যকারিতা অসীম, সাহিত্যের আবশ্যকতা অনুপম। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় বিরাট মুছলিম সমাজে, জাতীয় সাহিত্যের, তথা জাতীয় আদর্শের অভাবে বঙ্গীয় মোছলমানগণ বিজাতীয় ভাবের পঙ্কিল স্রোতে যে ভাবে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে, তাহার বেগ, তাহার গতি অবরোধ না করিলে অচিরেই যে তাহারা জাতীয়তা হারাইয়া আপন সত্বা ভুলিয়া—বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পূর্ণ বিগড়াইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সুখের বিষয় আজকাল অনেকেরই চক্ষু ফুটিয়াছে। আজকালকার স্কুল কলেজের মোছলমান ছাত্র ও তথাকথিত শিক্ষিত মোছলমানদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা প্রভৃতি দর্শন করিয়া অনেক স্বজাতি হিতৈষী মোছলমান নেতা, আলেম ও চিন্তাশীল ব্যক্তি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় সকল সভা-সমিতিতেই বক্তাদিগকে এসম্বন্ধে দারুণ অভিযোগ করিতে দেখা যায়। জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয়ভাবে আত্মপরিচয় দেওয়া যে জাতীয় অধঃপতনের পরম ও চরম নিদর্শন তাহা কাহাকেও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। নিজের পরিচয় দিবার জন্য যাহার কিছুই নাই, সেই পরের সাহায্য নিয়া পরের ভিতর দিয়া—পরকে অবলম্বন করিয়া মাথা উচু করিতে চায়। কিন্তু অতীতোজ্জ্বল ইছলামের পক্ষে তাহা যে নিতান্তই অশোভন ও ভ্রান্তিমূলক তাহা বলাই বাহুল্য। যে ঐছলামিক শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা, ভব্যতার মহীয়সী শক্তি প্রভাবে নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর হিংস্র-প্রকৃতি, মূঢ় ও মূর্খ আরবের অধিবাসিগণ অতীব সভ্য-ভব্য জাতিতে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব্ব জীবন, স্বর্গীয় ক্ষমতা ও অদম্য তেজলাভ করতঃ—দুশ্ছেদ্য একতাপাশে আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে এমন এক অচিন্ত্যনীয় শক্তি-মহিমা জ্ঞান-গরিমা ও দুর্দ্ধর্ষ বীর্য্য প্রতাপের অক্ষয় উৎস স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে সমগ্র পৃথিবীর দুর্ভেদ্য দুর্গচুড়াসমূহ তাহাদের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত বিজয়পতাকা গৌরবের সহিত বহন করিয়াছিল—সমগ্র জগতের সভ্য ও অসভ্য জনপদ সমূহের শ্যামল ও উর্ব্বরাভূমি তাহাদের পদচিহ্ন বক্ষভূষণ স্বরূপ বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং যাহাদের চরণ প্রান্তে পৃথিবীর প্রাচীন শিক্ষা সভ্যতার সুতিকাক্ষেত্র ও লীলাভূমি গ্রীস, কার্থেজ, রোম, মিসর, পারস্য ও ভারতবর্ষ নতজানু হইয়া অবনমিত শিরে শিক্ষা সভ্যতাহরণে কুণ্ঠার পরিবর্ত্তে উৎকণ্ঠাই প্রকাশ করিয়াছিল, সেই পূত পবিত্র, সত্য সনাতন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, শাশ্বত ধর্ম্ম ইছলামের অনুসরণকারী মোছলমান নামধারী মুছলিম সমাজ কুলাঙ্গার গণকে জাতীয়তা পরিহারপূর্ব্বক বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে দেখিলে কাহার হৃদয় দুঃখ, লজ্জা ও অনুতাপে জর্জ্জরিত না হয়?

কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিলে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই তজ্জন্য তথাকথিত ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজকে দোষী বলিতে পারেন না। আমাদের পারিবারিক শিক্ষা, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, জাতীয় আদর্শ এবং সর্ব্বোপরি আমাদের পঙ্গুজাতীয় সাহিত্যই এজন্য বেশীর ভাগ দায়ী। জাতীয় সাহিত্যই যে জাতির প্রাণ—জাতির জীবন, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। জাতীয় সাহিত্যই জাতিকে গড়ে পিটে তোলে, জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করে, জাতির জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, বাইরের আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে জাতীয় উন্নতির সত্য ও সুগম পথে লইয়া যায়। জাতীয় জীবনের অবসাদ জড়তা প্রভৃতি দূর করিয়া জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে এবং জাতীয় শিক্ষা দীক্ষা ও আদর্শ তাহার সামনে ধরিয়া তাহাকে নিজের নির্দ্দিষ্ট সত্য পথে লইয়া

যাইতে থাকে। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় আদর্শ ও জাতীয় সভ্যতাদ্বারা জাতির মনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতীয় জীবনে এক নূতন প্রেরণা ও নবীন চেতনা আনিয়া দেয়। কিন্তু বাঙ্গালী মোছলমানের সেই জাতীয় সাহিত্য কোথায়? জাতীয় সাহিত্যের অভাবে বাঙ্গালী মোছলমান 'আজ জাতীয় আদর্শ ভুলিয়া বিজাতীয় স্রোতে গা ভাসাইয়া জাতীয় জীবনে মৃত্যু ডাকিয়া আনিতেছে। বাঙ্গালী মোছলমানের বর্ত্তমান শিক্ষা-দীক্ষা আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের মত উহা তাহার পূর্ব্বপুরুষের জাতীয় শিক্ষা, সভ্যতা, আদর্শ, চিন্তা ও ভাবধারাকে অবরোধ করিয়া ফেলিয়াছে। বিজাতীর চিন্তা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আজ তাহারা দারুণ ধ্বংসের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং এক একবার মাথা উচু করিয়া উদাস অলস ভাবে সেই দারুণ প্রাচীরের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। তার কাছে আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে নিরাশ ভাবে সেই প্রাচীরের প্রতি একবার তাকায় এবং পরক্ষণেই প্রাচীরের বাইরের জিনিষের ভিতর দিয়া নিজের পরিচয়টী দিয়া দেয়।

লাঙ্গলবন্ধের মরা ব্রহ্মপুত্রের নিকট আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কি বলিতে পারিবে যে বিশ্ববিশ্রুত মানস সরোবরই তাহার জননী—ভারতবিখ্যাত ব্রহ্মপুত্রই তাহার মূলপ্রকাশ—ব্রহ্মপুত্রের অমৃত ধারাই তাহার প্রাণ, এবং তাহার খরস্রোতই তাহার জীবনী শক্তি? নারায়ণ-গঞ্জের নিকটবর্ত্তী দারুণ চরা তাহার জীবনী শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। কালের কঠোরহস্ত তাহার বংশ পরিচয়ের সূত্রটী ছিড়িয়া ফেলিয়াছে; সুতরাং নিকটবর্ত্তী কোন বিলঝিলের নাম করিয়া অতি দীনহীন ভাবে আত্মপরিচয় দেওয়া ভিন্ন তাহার অন্য উপায় নাই। আজ বাঙ্গালার মোছলমান বালকদেরও সেই অবস্থা। এখন তাহারা পিতৃভক্তি শিখিবার জন্য ইছমাইল (আঃ)কে পায়না। ভ্রাতৃত্ব শিখিবার জন্য হারুণ (আঃ)কে পায় না। মাতৃভক্তি শিখিবার জন্য হজরত আবদুল কাদের জিলানীকে পায় না। বাঙ্গালার যুবকগণ কর্ত্তব্য নিষ্ঠা শিখিবার জন্য আজ ইব্রাহিম, মুছা, ইছা (আঃ) ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে পায় না। সত্যনিষ্ঠা শিখিবার জন্য আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রঃ) কে পায় না। বাঙ্গালার মোছলমান বালিকাগণ আজ রহিমা, সারা, হাজেরা, খোদেজা, আছিয়া, আয়েসা ও ফাতেমা কে না পাইয়া আদর্শহীন অবস্থায় বিশৃঙ্খল জীবন লইয়া দারুণ পারিবারিক অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জগৎপূজ্য মোছলমান নরনারীগণের পুণ্যময় জীবনাদর্শ আজ বাঙ্গালার মোছলমান যুবক যুবতীর দাম্পত্য জীবনকে মাধুর্য্যমণ্ডিত ও স্বর্গীয় প্রেমের পূত মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারিতেছে না। মোছলমান ছাত্রকে জাতীয় আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য রাম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন তাহাদের কাছে উপস্থিত। মোছলমান বালিকাগণকে জাতীয় ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা দৌড়িয়া আসিতেছেন সত্য কিন্তু মোছমানের মুরগীর উৎপাতে ও পিয়াজের উৎকট গন্ধে তখনই তাহারা নাক শিটকাইয়া পলাইয়া যাইতেছেন। বাঙ্গালী মোছলমান যুবক আজকাল চোগা-চাপকান, টুপী-পাগড়ী, লুঙ্গী-পিরাণের

পরিবর্ত্তে মোহিনী মিলের মিহি ধুতি, স্মার্ট কলার ও আমেরিকান কফ বিশিষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্রের বিলাতি হাপসার্ট পরিয়া রাম, শ্যাম, যদু ও মধু সাজিয়া বসিয়াছে। বাঙ্গালী মুছলিম কুলমহিলা আজ এজার-তহবন কোর্ত্তা-চাদর ফেলিয়া ফরাসডাঙ্গার অর্দ্ধনগ্ন মোহিনী শাড়ী পরিয়া স্বর্ণলতা, প্রেমলতা, সরোজিনী ও কুমুদিনী হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! রাম, যদু অথবা স্বর্ণলতা ও সরোজিনীর আদর্শ জীবন তাহাদের মধ্যে কে? তাহারা কেবল বাহিরেই রামবাবু অথবা সরোজিনী দেবী। ভিতরে তার শূন্য—একেবারে শূন্য।

কিন্তু হিন্দুসমাজ বাল্মীকি ব্যাসের সেই অতি প্রাচীন হিন্দু আদর্শ বুকে লইয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বঙ্কিম চন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল কবিই জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত। সকল লেখকই হিন্দু আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য মহাব্যস্ত। তাহাদের জাতীয় সাহিত্য ঘরে ঘরে কত রাম লক্ষ্মণের জন্ম দিতেছে ও কত সীতা সাবিত্রী তাদের ঘর শান্তিময় করিয়া তুলিতেছে।

কিন্তু হায়! বাঙ্গালী মোছলমান! তুমি কি তোমার প্রতিবেশীর নিকট হইতে কিছুই শিখিবে না? চিরকাল কি তুমি হেয় ঘৃণ্যভাবে জীবন যাপন করিয়া দুর্লভ মানব জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে? মোছলমানের জাতীয় সাহিত্য ক্ষেত্র ত কম প্রসারিত নয়? তাহাদের আরবী পারসীরূপ জাতীয় সাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিলে যে সকল মহারত্নের উদ্ভব হইবে, কি মাধুর্য্যে, কি সৌন্দর্য্যে, কি শ্রেষ্ঠত্বে, কি গুরুত্বে তাহা অন্য কোন জাতীয় সাহিত্য হইতেই নিকৃষ্টতর হইবে না। বরং সকলের চেয়ে মহীয়ান ও গরীয়ানই হইবে। মুস্‌লিম জাতীয় সাহিত্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানগরিমা, সভ্যতা-ভব্যতা, ধর্ম্ম ও কর্ম্মস্পৃহার যে উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা বঙ্গভাষায় অনূদিত হইলে বঙ্গীয় মুছলিম জাতীয় সাহিত্যের এই অসাধারণ পঙ্গুতা দূরীভূত হইয়া তাহাতে যুগান্তর আনয়ন করিবে এবং তাহার মৃত-সঞ্জীবনী সুধাধারা পান করিয়া এবং তাহার অমিয় সিক্ত অভয়বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের অবসাদ ও জড়তাগ্রস্ত অলস জীবনে সাহস ও আশা শতধা সঞ্চারিত হইবে। তখন বঙ্গীয় মুছলিম সমাজে কত ইব্রাহিম, ইছমাইল, রহিমা, খোদেজা জন্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর সংসারকে শান্তিময় করিয়া তুলিবে কে তাহার সংখ্যা করে?

যদিও বর্ত্তমানে বঙ্গীয় মুছলিম সাহিত্যসেবীগণের দৃষ্টি এদিকে কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন কোন সাহিত্যিক কতিপয় জাতীয় সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের অভাব বিমোচনে অগ্রসর হইয়াছেন, তথাপি প্রতিবেশীদের সহিত তুলনায় তাহা সমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎই নগন্য।

অতএব হে আত্মবিস্মৃত নিদ্রিত মোছলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! এস আমরা অন্ধযুগের অসার দর্প-দম্ভ অহমিকা সব ভুলিয়া জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধনে বদ্ধ পরিকর হই! জাতীয় আদর্শে, জাতীয় শিক্ষায় এবং জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বের বুকে—স্বদেশের সম্মুখে নিজের জীবন ও জাতীয়তাকে বড় করিয়া ধরি। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালী মোছলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় নাই।

জহির উদ্দীন আহ্‌মদ
সাগরদী-তারাকান্দী, ঢাকা।

জোনাকীর প্রতি।

সখি, তোমায় খুঁজি আমি সদা
গহন বনে বনে,
ঝোপের মাঝে রূপের ছটা
বিলাও আপন মনে।
তোমায় পাবার আশে আমি
আইনু বিজন মাঝে,
আমায় দেখে চুপ্‌টী করে
পালাও কেন লাজে?
রূপটী তোমার জ্বেলে জ্বেলে
কাঁজল আঁধার হর,
আঁধার আলোর পরশ দিয়ে
আমায় সফল কর।

আবদুল গফুর, বি, এ,
টিচার, পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।

গ্রামের ছবি।

(গল্প)

(১)

ফুলপুরের হেদায়েত আলী শেখের অবস্থা মন্দ নয়। আট বিঘা জমি চাষাবাদ করিয়া একমত স্বচ্ছলভাবেই দিনগুলি চালাইয়া দিতেছেন। তাঁহার দুইটী ছেলে—উমেদ আলী ও ছমেদ আলী। হেদায়েত সাহেব লেখা পড়া না জানিলেও খুব ভাল মানুষের মত চলিতেন এবং তাঁহার চালচলন ও বুদ্ধি বিবেচনা বেশ ভালই ছিল। নিজে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই ইহা তাঁহার ক্ষোভের কারণ ছিল। এক্ষণে অন্ততঃ বড় ছেলে উমেদকে বিদ্বান করিয়া সমাজে একটু বড় হইবেন, ইহাই তাঁহার আশা। কিন্তু অধিকদূর খরচ চালাইতে অসমর্থ হওয়ায় এবং ছেলেটীও তত মেধাবী না থাকায় উমেদ আলীর লেখা পড়া মেট্রিকুলেশনের গেট অতিক্রম করিতে পারে নাই। তখন লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়া উমেদ আলী স্থানীয় মক্তবের প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করিতে লাগিল। ছোট ছেলে ছমেদ আলী পিতার কাজে সহায়তা করিয়া সাংসারিক কাজে পাকা হইতেছিল। হেদায়েত সাহেবের স্ত্রী আমেনা বিবি অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। সমস্ত কাজ একা অতি সুশৃঙ্খলার সহিত করিয়া ফেলিতেন। রন্ধন কাজে ছিলেন অত্যন্ত পাকা। মোটের উপর তাঁহার যত্ন ও সুশৃঙ্খলায় হেদায়েত সাহেবের সংসার সুন্দর রকমে চলিতে ছিল।

দুনিয়াতে শয়তানরূপী বহু লোক আছে, যাহারা অন্যের সুখ স্বচ্ছলতা দেখিতে পারে না। অন্যের সুখ তাহাদের চক্ষুতে শূলের মত বোধ হয়। তাই হেদায়েত সাহেবের সমাজের অনেক মহাত্মাই (?) তাঁহার অনিষ্টের চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল। তাহাদের প্রায় সমস্তই দৌড়াইবার জন্য অত্যধিক মূল্যে গরু কিনিয়া ও মামলা মোকদ্দমা করিয়া স্থানীয় রক্তশোষণকারী মহাজন দয়াল ঠাকুরের নিকট ঋণী। হেদায়েত সাহেবের ঋণ নাই, ইহা তাহাদের অসহ্য। তজ্জন্য ঋণ করিয়া বড় ছেলেকে আরও পড়াইবার জন্য তাহারা খুব উৎসাহ দিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ হেদায়েত সাহেব জানিতেন যে একবার মহাজনরূপ রাক্ষসের কবলে পতিত হইলে আর উদ্ধার নাই। অতএব তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু ইদানীং বড় ছেলে উমেদ আলী বিবাহ যোগ্য হইয়াছে। এদিকে তাহার মাতা আমেনাও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম একেবারে অচল। সুতরাং হেদায়েত সাহেব উমেদ আলীর বিবাহের জন্য মনোযোগী হইলেন। উচ্চ ঘরে বিবাহ করাইতে গেলে বেশী খরচ হইবে, এদিকে টাকারও যোগাড় নাই, কাজেই সমান ঘরে বিবাহের খোঁজ করিতে মনস্থ করিলেন। একদিন তিনি গ্রামের

মাতবর আমজদ শেখের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে খোরশেদআলী, মালী শেখ, বাছির শেখ প্রভৃতি আরও কয়েকজন মহাত্মা (?) ছিল। আমজদ শেখ হেদায়েত সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। হুঁকার সদ্ব্যবহার করার পর হেদায়েত সাহেব বলিলেন যে তিনি তাঁহার বড় ছেলে উমেদকে বিবাহ করাইতে চান। কোথায় এবং কিরূপে বিবাহ হইতে পারে তজ্জন্যই তাঁহার ওখানে আগমন। আমজদ শেখ বলিল—ছেলেকে উচ্চ ঘরে বিবাহ করাইতে হইবে। কারণ ছেলে বিদ্বান ও উপার্জ্জনশীল, আর হেদায়েত সাহেবের মত লোক যদি উচ্চের দিকে অগ্রসর না হয় তাহা হইলে গ্রামের উন্নতি হইবে কি করিয়া ? এদিকে উমেদেরও পূর্ব্ব হইতে সাধ বড় ঘরে বিবাহ করা। ফলে, রিজলিউশন পাশ হইয়া গেল যে উমেদকে বনিয়াদি ঘরেই বিবাহ করাইতে হইবে। এখন আমজদ শেখকে নিয়া পাত্রী খোঁজ আরম্ভ হইল। এই ব্যাপারে হেদায়েত সাহেবের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া চলিতে লাগিল। অনেক অনুসন্ধান ও অনুরোধ উপরোধের পর তরক্কীপুরের মিঞারা বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু দেন মোহর দুই হাজার, অলঙ্কারাদি তিন শত ও পণ অন্ততঃ এক শত টাকা না দিলে কিছুতেই বিবাহ হইবেনা বলিয়া পাকা জবাব দিল। আর অলঙ্কার ও পণের টাকা বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রীপক্ষকে নগদ দিতে হইবে। এই সমস্ত শুনিয়া হেদায়েত সাহেব হাল ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু আমজদ শেখ প্রমুখ সমাজের মহাত্মগণ জেদ ধরিলেন যে ঐ বিবাহ না করাইলে তাহাদের মুখ থাকিবেনা ; আর হেদায়ত সাহেব ঐ স্থানে বিবাহ না করাইলে কোথায় করাইবে তাহা তাহারা দেখিয়া নিবে বলিয়া শাসাইতে লাগিল। নিরীহ হেদায়েত সাহেব টাকার উল্লেখ করিলে তাহারা বলিল যে মহাজন দয়াল ঠাকুর থাকিতে টাকার অভাব কি ? তাহার নিকট হইতে ৫ শত টাকা ঋণ করা হউক। বিবাহ শেষে ভাল চাষাবাদ করিয়া টাকাটা পরিশোধ করিয়া ফেলিলেই চলিবে। উমেদও টাকা পরিশোধের আশা দেওয়ায় উপরোক্ত শর্ত্তে বিবাহ ঠিক হইয়া গেল।

বিবাহ ঠিক হওয়ার পর সমাজের লোকজন ধরিয়া বসিল যে সমস্ত গ্রামবাসীকেই বিবাহে খাওয়াইতে হইবে। বড় ঘরে বিবাহ হইবে, খুব ধূমধাম হইবে, বিশেষতঃ হেদায়েত সাহেব বড়লোক হইতে চলিয়াছেন, অতএব গ্রামশুদ্ধ একটী ভোজ দিতে হইবে। অন্যথায় তাহারা পূর্ণোদ্যমে নন্‌-কো-অপারেশন ও বয়কট চালাইবে। হেদায়েত সাহেব মহা ফাঁপড়ে পরিলেন, কিন্তু উপস্থিত কাজ সারিতে হইবে। অতএব ৬ শত টাকা কর্জ্জ করিতে সাব্যস্ত করিয়া মহাজন দয়াল ঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের রাক্ষস মহাজনগণ সর্ব্বদাই ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। দরিদ্র গ্রামবাসিগণ বিপদে ও অনটনে পতিত হইয়া তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহারা অতি উচ্চ হারে সুদের বন্দোবস্ত না করিয়া কখনই টাকা কর্জ্জ দেয়না। লোকগণ নিরুপায় হইয়া টাকা নেয় এবং পরিনামে তাহাদের জমি ভিটা মহাজনের কবলে পতিত হয়।

হেদায়েত সাহেব অনেক অনুরোধ করিয়া শতকরা মাসিক ৪৲ হারে ৬ শত টাকা ঋণ করিলেন। সমাজের মহাত্মগণের আনন্দ দেখে কে? বিবাহের আয়োজন পূরাদমে চলিল। কতলোক যে হেদায়েত সাহেবের আত্মীয়তার দাবী করিতে লাগিল, কতলোক যে তাঁহার প্রতি সৌহার্দ্দ দেখাইতে লাগিল, কতলোক যে তাঁহার কাজ সমাধা করিবার জন্য অগ্রসর হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে গ্রামশুদ্ধ ভোজ দেওয়া হইল, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে খাওয়ান হইল। তৎপর বরযাত্রীদল বরকে নিয়া কনের বাটীর দিকে রওয়ানা হইল। কণের বাটীতে উপস্থিত হইলে আবার এক বিপদ। সমুদয় বরযাত্রী দলকে বর সহ দুই দিন যাবৎ অনাহারে অযতনে বাটীর বাহিরে পড়িয়া থাকিতে হইল। ইহাই নাকি বড় লোকদের নিয়ম। তাহারা কিছু টাকা আদায় না করিয়া বরকে ঘরে নিবেনা। এই বাবতে হেদায়েত সাহেবের অনেক টাকা গেল। বাটীর প্রত্যেককে কিছু কিছু করিয়া ঘুষ দিতে হইল। বাঁদী গোলামদিগকে সেলামী ও বক্‌শীস বাবতও কম দিতে হয় নাই। যাহাহউক বরকে ঘরে নেওয়া হইল। কনের পিতা খুব চালাক লোক। খরচ এড়াইবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়া সমস্তকে বিদায় দিয়া দিলেন। হেদায়েত সাহেব বাড়ীতে আসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন যে ৬শত টাকা সম্পূর্ণ খরচ হইয়া গিয়াছে।

(২)

কনে ঘরে আসিল। হেদায়েত সাহেব দেখিলেন যে অলঙ্কার বাবত যে ৩ শত টাকা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অনুমানিক ২০০৲ শত টাকার বেশী অলঙ্কার দেওয়া হয় নাই—বাকী টাকা কনের পিতা আত্মসাৎ করিয়াছে। বড়লোকের এরূপ নীচ মন দেখিয়া হেদায়েত সাহেব মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

এদিকে অন্দর মহলে কনে দেখিয়া এক মহা হট্টগোল। কনে অতি সেয়ানা এবং রূপগুণ কিছুই নাই। মেয়ে মহলে ইহা নিয়া ভয়ানক সমালোচনা ও টীকা টিপ্পনী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। একটী মুখরা বালিকা গান ধরিল—

(১)

আমাদের নূতন বউয়ের গুণের কথা বলব কায়,
বউয়ের রূপটী যেন কোকিল পাখী
চেপ্টা নাকী, বিড়াল চোখী,
উচ্‌ কপালী, টাক্‌ মাথায়,
আমাদের নূতন বউয়ের গুণের কথা বলব কায়।

(২)

বউয়ের রূপটী যখন ঝলক মারে
আলো ঘর আঁধার করে,
বাঁশতলার ঐ পেত্নী এসে বউয়ের সঙ্গে সৈ পাতায়,
আমাদের নূতন বউয়ের গুণের কথা বলব কায়।

(৩)

(বউ) ভাত রাঁধে পোড়া পোড়া
তেঁতুল দিয়ে শাকের গুঁড়া,
ডাল রাঁধে তিন ফোঁড়া
সাঁতার দিলে তলিয়া যায়,
আমাদের নূতন বউয়ের গুণের কথা বলব কায়।

কিছুক্ষণ পর অন্দর মহলের মেয়েলোকগণ স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। ঘরে নূতন বউ ও শাশুড়ী ব্যতীত আর কেহ নাই। দিন যাইতে লাগিল কিন্তু নূতন বউ দ্বারা ত ঘর সংসার চলেনা। বউ কাজকর্ম্ম কিছুই জানেনা। রাঁধিতে ও গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজ কিছুই করিতে পারেনা। বড় লোকদের ইহাই নাকি গৌরবের বিষয়—কোন কাজ কর্ম্ম না করাই তাহাদের গর্ব্ব ও অহঙ্কারের বিষয়। যিনি যত বড় অলস, তিনি তত বড় বড়লোক।

কনের পিতা মাহ্‌তাব মিঞা একজন শরীফ পীর। বর্ত্তমানে শরাফতটুকুই তাঁহার একমাত্র সাংসারিক সম্পত্তি। তাঁহার ব্যবসায় মুরিদগিরী। তিনি মুরিদানে বেড়ান, এলেম না জানিলেও মস্ত আলেম, মৌলুদ শরীফ পাঠ করেন, দান খয়রাত আদায় করেন। তিনি বড় চালাক লোক, টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও বাড়ী ছাড়েন না। বেচারা মুরিদ কিছু বলিতে পারেনা, বলিলে কাফের হইবারও পূর্ণ আশঙ্কা আছে। সুতরাং কিছু টাকা দিয়া কোন মতে বিদায় করাই শ্রেয়স্কর। এইরূপে মাহ্‌তাব মিঞা টাকা রোজগার করেন, পোলাও কোর্ম্মা খান, বৎসরে একবার বাড়ীতে যান। যতদিন টাকা থাকে চাল, ডাল, ঘি, দুধ, গোশ্‌ত আনেন, খান ও আমোদ স্ফূর্ত্তি করেন। কাজকর্ম্ম বাঁদী গোলামে করে। যদিও তাহাদের নামাজ, রোজা, পাক্‌ না পাক্‌ ও হালাল হারামের জ্ঞান নাই, তথাপি তাহারা পীর বাড়ীতে থাকে; অতএব সাতখুন মাফ্‌। টাকা ফুরাইলেই পীর সাহেব আবার মুরিদানে বাহির হন। বাড়ীর লোক কর্জ্জ করিয়া কোন মতে চলে। বাঁদী গোলাম স্ব স্ব বাড়ীতে চলিয়া যায়।

যাহা হউক, হেদায়েত সাহেবের ঘর সংসার ত নূতন বউয়ের দ্বারা চলে না। বউ সর্ব্বদা খিট্‌খিট্‌ করে। স্বামীর কথা শুনেনা, এমন কি চাষার ছেলে বলিয়া স্বামীকে ঘৃণা করে। বৃদ্ধ

হেদায়েত ও রুগ্না আমেনার কষ্টের লাঘব হইল না বরং বাড়িয়াই চলিল। অতি কষ্টে দিন চলিতে লাগিল।

ঋণ পরিশোধের জন্য হেদায়েত সাহেব সব জমিতে পাট দিয়াছিলেন। কিন্তু এবৎসর পাটের দর অতি মন্দা। আট বিঘা জমিতে ৫০ মন পাট হইল। কিন্তু দর মন্দা থাকায় মাত্র ৩০০৲ টাকা বিক্রী হইল। এই সময় ঐ অঞ্চলে গরু দৌড়াইয়া একটি অতি বড় রকমের আমোদ করা হইত। সমস্ত লোকই মেলা হইতে অতি উচ্চ মূল্য দিয়া বড় বড় দৌড়ের গরু আনিয়া গরু দৌড়াইয়া সখ মিটাইত। ঢোল পিটাইয়া গরু দৌড়ের দিন তারিখ ও স্থান ঘোষণা করা হইত। দৌড়ের দিন বিভিন্ন স্থান হইতে নিশান হস্তে বিরাট মিছিল করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গরু নিয়া লোকগণ মাঠে জমা হইত এবং ভীষণ প্রতিযোগিতা চলিত। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ বলদদিগকে মেডেল ও নানাবিধ পুরস্কার দেওয়া হইত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গরুর গলায় মেডেল ও পুরস্কার ঝুলাইয়া লোকগণ নাচিতে নাচিতে বাড়ী ফিরিত। মেডেল, পুরস্কার ও অন্যান্য খরচ নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা আদায় করা হইত। পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এরূপ গরু দৌড়ান প্রায় সর্ব্বদাই চলিত। এই গরু দৌড়ানের ফলে গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই মহাজনের ঋণ দায়ে ভীষণ ঋণগ্রস্ত। গরু দৌড়াইবার সময়ে যে প্রকারেই হউক টাকা আন, শত শত টাকা দিয়া গরু কিন, আর দৌড়াও, অন্যদিকে দৃকপাত নাই। ইহা একটি ভয়ঙ্কর নেশা। এই নেশার ফলে কত সংসার যে ছাড়েখারে গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত লোকের বাড়ী-ঘর যে মহাজনের কবলে পতিত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই। কিন্তু তবুও লোকের হুশ হইতেছে না এবং নেশা কাটিতেছে না।

এই বৎসর গরু দৌড়াইবার ভয়ানক ধূম পড়িয়া গিয়াছে। হেদায়েত সাহেবের ছোট ছেলে ছমেদ আলীর মন একটি দৌড়ের গরু কিনিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। জ্ঞানবৃদ্ধ হেদায়েতকে বলিলে কিছুই ফল হইবে না। সুতরাং পাট বিক্রী হওয়া মাত্র একদিন অতি গোপনে ২০০৲ টাকা সরাইয়া ছমেদ আলী মেলা হইতে একটি গরু কিনিয়া আনিল। বৃদ্ধ তিরস্কার করাতে ছেলে রাগ করিয়া বলিল যে সে নূতন বউয়ের মত কোন কাজ কর্ম্ম করিবে না অথবা বাড়ী ছাড়িয়া আসাম বা রেঙ্গুনে চলিয়া যাইবে। তখন পুত্র-বৎসল পিতা ও স্নেহবতী মাতা অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাগ ভাঙ্গাইলেন। তাহার পর গরু দৌড় চলিল। কিন্তু সংসার ত আর এরূপভাবে চলে না। খাওয়া পড়া সম্বন্ধে ত আর নন্-কো-অপারেশন করিতে পারা যায় না। রুগ্না বৃদ্ধা আমেনা ত আর পারে না। তখন পাট বিক্রীর বাকি ১০০৲ টাকা দিয়া ছমেদকে একটি সাধারণ ঘরের ভাল কনে দেখিয়া বিবাহ করান হইল, এবং খোরাক পোষাকের জন্য আরও ১০০৲ টাকা কর্জ্জ করা হইল। একবার খাওয়া পড়া চলুক, ঘর সংসার চলুক। খোদার উপর ভরসা করিয়া ঋণ সম্বন্ধে কি করা যায় পরে দেখা যাবে।

(৩)

এখন ঘরে দুই বউ, তথাপি সংসার চলে না। বড় বউ ও ছোট বউয়ের মধ্যে ঝগড়া কলহ সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। একজন কাজ কর্ম্ম করিবে আর একজন বসিয়া খাইবে, তাহা অসহ্য। ইহার উপর বড় বউয়ের স্বামী উমেদ আলীও আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে বাবু হইয়া পড়িয়াছে; সাংসারিক কাজ কর্ম্ম করিতে জানে না ও পারে না। সে শুধু মক্তবে পড়ায় ও লোকের দলিল পত্র লিখিয়া দু-পয়সা রোজগার করে। ছোট বউয়ের বিশ্বাস—উমেদ আলী সব টাকা বড় বউয়ের কাপড়, তৈল,সাবান প্রভৃতিতে খরচ করে ও পৃথক তহবিলে জমা করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ছমেদ আলীরও তাহাই বিশ্বাস হইল। সেও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল—কেন সে একা চাষাবাদের কাজ করিবে? ঘরের কাজ তাহার স্ত্রী করিবে ও বাহিরের কাজ সে একা চালাইবে, আর বড় ভাই ও বড় বউ উভয়েই শুধু বাবুগিরী করিয়া বেড়াইবে। এসব সহ্য করা অসম্ভব। অতএব পৃথক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু বৃদ্ধ হেদায়েত সাহেব বাঁচিয়া থাকিতে তাহা হইবেনা। দিন কোন মতে চলিতে লাগিল।

কিন্তু মহাজনের টাকা ত আর বসিয়া থাকেনা। সুদের টাকা ত লোকের শোকদুঃখ দেখিয়া চলেনা। মাত্র একটী বৎসরে হেদায়েত সাহেবের ঋণ সুদে আসলে এক হাজার টাকা হইয়া গেল। তখন বৃদ্ধ মাথায় হাত দিলেন। সোনার সংসার ধ্বংসের পথে চলিয়াছে দেখিয়া হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। ছেলেগণ কিন্তু দিব্বি আরামে। ছোট ছেলে মজিলেন গরু দৌড়েতে, বড় ছেলে পেরেশান বেগম বাহার তেলেতে।

যাহা হউক বৃদ্ধ ডবল বিক্রমে কৃষিকার্য্য চালাইলেন। নিজেই সব কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অর্দ্ধেক জমিতে পাট ও অর্দ্ধেক জমিতে ধান দিলেন। ফসল ভাল দেখা যাইতে লাগিল। সোনার বাঙ্গালা ধন ধান্যে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু বর্ষাকালে ঘোর বর্ষা—দিনরাত মুষলধারে বৃষ্টি নামিতে লাগিল। এমন বর্ষা আর কেহ কখনও দেখে নাই। 'এভরা বাদলে, মাহে ভাদরে' সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গেল। বৃদ্ধ হতাশায় মুশ্‌ড়িয়া পড়িলেন। এদিকে বৃদ্ধাবস্থায় অত্যধিক পরিশ্রম করায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। বরষার পর আশ্বিন মাসে সমগ্র দেশ দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভরিয়া গেল। হেদায়েত সাহেবও জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ঋণ ১৩৫০৲ টাকায় পরিণত হইল কিন্তু পরিশোধের কোন উপায় হইল না। তৃতীয় বৎসরে ফসল ভাল হয় নাই। হেদায়েত সাহেব নিজে খাটিতে পারেন নাই। ছমেদ আলী কোনমতে চাষ আবাদের কাজ চালাইতে লাগিল। উমেদ আলী চাষ আবাদের কাজ ছোট ভাইয়ের উপর ছাড়িয়া দিয়া বিবির খেদমতে ও বাবুগিরিতে মশ্‌গুল রহিল। ফলে, ঘরে বাইরে ভীষণ আত্মকলহ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। সংসার নরকে পরিণত হইতে চলিল। এমন সময় হেদায়েত সাহেব ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে ভুগিতে নিউমনিয়া হইয়া চিরতরে চক্ষু

মুদিত করিয়া শান্তির রাজ্যে চলিয়া গেলেন। স্বামীহারা আমেনা বিবির ক্রন্দনের রোলে সারাটী বাটীতে চির বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল।

(৪)

হেদায়েত সাহেবের মৃত্যুর পরই দুই ভাই পৃথক হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কিন্তু ঋণ নিয়া মহাকলহের সৃষ্টি হইল। ছোট ভাই ছমেদ আলী ঋণ নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। সে বলে যে ঐ ঋণ বড়ভাই উমেদ আলীর বিবাহের জন্য হইয়াছে, সুতরাং সম্পূর্ণ ঋণ তাহাকেই বহন করিতে হইবে। গ্রামের কেহ এ পক্ষে, কেহ ও পক্ষে যোগদান করিয়া ঝগড়াটী ভয়ানক পাকা করিয়া তুলিতে লাগিল। আবার এদিকে, হেদায়েত সাহেবের মৃত্যুর পর মহাজন দয়াল ঠাকুর দয়া (?) করিয়া টাকার জন্য ভীষণ তাগাদা আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু আদায়ের কোন পন্থা হইল না। অবশেষে মহাজন নালিশ করিয়া তিন বৎসরের সুদ সমেত মায় আসল ১৭০০৲ টাকা ডিক্রী করিয়া ফেলিল। তখন সমাজের লোকদের সালিশীতে পিতার ঋণ বলিয়া দুই ভাইই ঋণ নিতে বাধ্য হইল। টাকা দিতে না পারায় প্রত্যেকেই তাহাদের জমি রেহানে আবদ্ধ রাখিয়া ৮৫০৲ টাকা আসল ধার্য্য করতঃ ৩৲ মাসিক হারে নূতন করিয়া দলিল দিল। দয়াল ঠাকুর শান্তিতে বসিয়া জমি দখলের দিন গণিতে লাগিল।

ছমেদআলী দলিল দিল বটে, কিন্তু তাহার মনে প্রতিশোধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিতে লাগিল। সে গ্রামের বহু মহাত্মার (?) আশ্রয় লইল। কয়েক দিনের মধ্যে উভয়ে পৃথক হইয়া গেল। প্রত্যেকের অংশে চারি বিঘা করিয়া জমি পড়িল। মাতা উভয়ের ঘরে খাইবে, স্থির হইল। ছোট বউ এখন খুব স্ফূর্ত্তির সহিত কাজ করে। ছমেদ আলীও এখন খুব পরিশ্রম সহকারে সাংসারিক কাজ চালাইতে লাগিল।

বড় বউয়ের কিন্তু এখনও আমীরানা কমিল না। ইতিমধ্যে তাহার একটী ছেলে হইয়াছে। এখন তাহার চাহিদা আরও বাড়িয়া গেল। কাজকর্ম্ম হইতে একেবারে পেনশন নিয়া বসিল। উমেদ আলীর বিপদ দেখে কে? তাহাকে নিজে হাত পুড়িয়া রাঁধিতে হয়। ছেলের আহার তৈয়ার করিয়া দিতে হয়। তথাপি স্ত্রী চাষার বাড়ীতে বিবাহ হওয়ায় তাহার অযত্ন ও অসম্মান হইতেছে বলিয়া সর্ব্বদাই মোটা নাকটী সিট্‌কায়। অগত্যা শ্বশুর বাড়ী হইতে কিছুদিনের জন্য একটী বাঁদী আনিয়া সংসার চালাইতে হইল।

উমেদআলীর চাষ আবাদের কাজ একেবারে উজাড়। নিজে ভাল পারেনা বলিয়া জমি বর্গা দিতে চায়। তখন ছমেদ আলী নিজে বর্গা নিবে বলিয়া অন্য লোকদিগকে সরাইয়া রাখে। কিন্তু তাহাকে জমি দিলে ফসলের আশা বৃথা। সুতরাং উমেদ আলী নিজেই চাষের কাজে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইল। সম্পূর্ণ অপরিপক্ক থাকায় ঠেকিয়া শিখিয়া কোনমতে অতিকষ্টে চাষের কাজ চালাইতে লাগিল। তাহার বাবুগিরি গেল, বড় ঘরে বিবাহের সাধ মিটিল।

ঠেকিয়া অনেক শিক্ষা হইল, কিন্তু অসময়ে। ঋণ আরও বাড়িতে লাগিল। নূতন গরু, নূতন ঘর কিনিতে হইল। পৃথক হইবার পর সব কিছু ডবল করিতে হইল। তখন বাধ্য হইয়া আরও টাকা কর্জ্জ করিতে হইল। দয়াল ঠাকুর থাকিতে টাকার অভাব কি ?

(৫)

ইদানীং বৃদ্ধা মাতার প্রতি ছমেদ আলীর যত্ন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে ও সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমেনা বিবির শরীর সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি ক্রমশঃ মৃত্যুপথে স্বামীর উদ্দেশ্যে চলিলেন। মাতার প্রতি ছমেদ ও তাহার স্ত্রীর অত্যধিক যত্নের কারণ তাঁহার প্রাপ্য দুই আনা সম্পত্তি—এক বিঘা জমি। বড় বউ তজ্জন্য রুগ্না শাশুড়ীর সেবা করিয়া নিজেকে খাটো করিতে চাহে নাই। ছমেদ আলী গ্রামের হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শে গোপনে একখানা হেবানামা লেখাইয়া ফেলিল। ছেলে হওয়ার কিছুদিন পর বড় বউ বাপের বাড়ী গিয়াছিল। তাহাকে দেখিবার জন্য একদিন উমেদ আলী শশুর বাড়ীতে গেল। শশুর বাড়ীতে গেলে তাহার দুই একদিন দেরী হয়। এই সুযোগে ছমেদ আলী সবরেজিষ্ট্রার আনাইয়া রুগ্না বৃদ্ধা মাতাকে বাধ্য করিয়া হেবানামা রেজিষ্টারী করিয়া ফেলিল। উমেদ বাড়ী ফিরিয়া সব শুনিল, পক্ষপাতিত্বের জন্য মাতার প্রতি রাগ করিল। কিন্তু মাতা ত বেহুঁশ, তখন ছমেদই এই কাজের জন্য দায়ী বলিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া রহিল।

ঋণের প্রতিশোধ ও হেবানামার জমি দখল করিবার জন্য পরদিবসই ছমেদ আলী আরও কয়েকটা হাল নিয়া উমেদ আলীর এক বিঘা জমিতে চাষ আরম্ভ করিয়া দিল। উমেদ আলী বাধা দিতে সম্মুখীন হইবামাত্রই, ছমেদ আলী তাহাকে ভীষণ প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল বলিয়া ছমেদ উমেদকে ভূপতিত করিয়া রক্তাক্ত কলেবর করিয়া ফেলিল। তখন কয়েকজন লোক আসিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া নিল।

পরদিনই কয়েকজন গ্রামবাসীর পরামর্শে হেবানামা নাকচ এবং অন্যায়রূপে জমি দখলের চেষ্টা ও মারপিটের জন্য মহকুমা কোর্টে দুই নম্বর মোকদ্দমা রুজু করিল। মাতা আকুল ক্রন্দনে বুক ভাসাইয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ মামলাবাজী আরম্ভ হইল। গ্রামের একপক্ষ উমেদ আলীর দিকে এবং অন্য পক্ষ ছমেদ আলীর দিকে। মহাজন বাড়ী হইতে টাকা আসিতে লাগিল। দয়াল ঠাকুর থাকিতে টাকার অভাব কি ? মোকদ্দমা ও উভয় পক্ষের ভীষণ প্রতিযোগিতায় সমগ্র গ্রামখানা সরগরম হইয়া উঠিল। মোকদ্দমার দিন মোটর বাসে চড়িয়া সাক্ষীসহ উভয়পক্ষ মহকুমা কাছাড়ীতে যায় ; আর তারিখ পরিবর্ত্তন হওয়ায় দৈ, চিড়া, মিষ্টান্ন দ্বারা উদর পূর্ত্তি করতঃ জনমের সাধ মোটরে উঠিয়া সাক্ষিগণ বাড়ী ফিরে। যাক্‌, উমেদ-ছমেদের কৃপায় অনেকের মোটরে উঠিবার ও মহকুমা দেখিবার সৌভাগ্য হইল ; উকিল

মোক্তারদের পাকা বাড়ী, জুরীর গাড়ী, সোনার ঘড়ি ও বেতের ছরির সহায়তা হইতে লাগিল এবং মহাজন দয়াল ঠাকুরের আশা মিটিবার উপক্রম হইল।

পূর্ণ এক বৎসর ঘুরিয়া মোকদ্দমা মিটিল। হেবানামা ঠিক রহিল কিন্তু প্রহারের জন্য ছমেদ আলীর ১০০৲ টাকা জরিমানা হইল। টাকাটা দয়াল ঠাকুরের নিকট হইতে নিয়া জরিমানা আদায় করা হইল। মোকদ্দমা শেষে প্রত্যেকের প্রায় ৫০০৲ শত টাকা করিয়া খরচ হইয়াছে, দেখা গেল। অতএব প্রত্যেকের মোট ঋণ প্রায় দুই হাজার করিয়া দাঁড়াইল। তখন মহাজন দয়াল ঠাকুর নালিশ করিয়া সমুদয় টাকা ডিক্রী করিয়া ফেলিল। এখন আর মহাজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার উমেদ-ছামেদের উপায় নাই। কারণ তাহাদের টাকা সরবরাহকারী মহাজনই তাহাদের বিরুদ্ধে। এদিকে স্বামীর সম্পত্তি যাইতেছে দেখিয়া বড় বউ দেনমোহর দুই হাজার টাকা দাবী দিয়া নালিশ করিল। পরিশেষে মহাজন আপোষে ওয়ারেস্‌কে কিছু টাকা দিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিল এবং উমেদের সমস্ত জমি দখল করিয়া নিল। উমেদ হতাশার শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছেলের নিকট শ্বশুর বাড়ীতে গেল। প্রহারের ফলে পূর্ব্বেই দারুণ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে অযত্নে ও অনিয়মে অতি দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

ছমেদ আলী জমিগুলি মহাজনের নিকটই বিক্রয় করিয়া তাহার টাকা আদায় করিল এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা নিয়া বাহাদুরাবাদ ট্রেনে আসামের জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হইল। আর, হেদায়েত সাহেব ও আমেনা বিবির কবরের উপর দয়াল ঠাকুরের বিজয় নিশান উড়িতে লাগিল।

মহিউদ্দিন আহমদ বি-এ, বি-টি,
পাকুন্দিয়া, ময়মনসিংহ।

কারবালা সমরে বীরাঙ্গনা ওহাব জননীর

বিলাপ উক্তি।

(১)

চল বীর।

ঘিরিছে কারবালা,

দুরন্ত কাফির ;

চল, ঐ ডাকিছে ঘন ঘন শন শন নিনাদে গম্ভীর,

বাজিছে দামামা, ঢাক, ঢোল, উঠিছে নিশান শির।

তূর্য্য বাদনে হাকিয়া ডাকিছে নকীব হাতে নিশান সোনালীর ;

যমদূত বেশে খাড়া আছে অগণিত বীর।

কাঁপিছে ধমনী, নাচিছে রুধির

চল বীর,

ঘিরিছে কারবালা,

দুরন্ত কাফির।

(২)

আজি দুরন্ত গিধ্ধরে ;

রঙ্গ মাতাল বেশে, আসিয়া ময়দানে,

ডাকিতেছে ঘন ঘন, কে আসিবে রণে ?

খাড়া তীর তলোয়ার হাতে অগণিত বীর ;

কারে ডরি ওরে ভীরু দুরন্ত কাফির ?

নাচিছে শোণিত, নাচিছে রুধির,

চল বীর,

ঘিরিছে কারবালা,

দুরন্ত কাফির।

(৩)

চল বীর।

চল ত্বরিৎগতিতে ;

বাজাও বিশান, বাজাও ভেরী,

হাতে লয়ে আজি তীর, তলোয়ার।

বীরাঙ্গনা বেশে লড়িয়া ময়দানে,

লুটাব আজি কাফির শিবির।

জাগিছে ধমনী, নাচিছে রুধির,

চল বীর,

ঘিরিছে কারবালা,

দুরন্ত কাফির।

(৪)

চল বীর।

চল, গিধধরের দলে আজি হাকিছে ;

যা'রা ছিল নির্জ্জীব, তা'রা আজি সারা দিছে।

যা'রা তীর, তলোয়ার হাতে, তা'রা আজি নত শির,

নিখিল-বিদ্রোহী, তারাও আজি নত শির।

কাঁপিছে ধমনী, কাঁপিছে রুধির,

চল বীর,

ঘিরিছে কারবালা,

দুরন্ত কাফির।

(৫)

বীর বীরাঙ্গনাগণ !

ওহাবে বধিয়া রণে, জ্বালায়েছে হৃদে হুতাশন।

ঐ দুরন্ত কাফিরগণ, আসিতেছে পায় পায় ;

হোসেন শিবির বুঝি, লুটে নিবে হায় হায় !

জগত দেখিবে আজি রক্ত রুধির ;

গুড়্ গুড়্ নাকারায় করিবে বধির,

চল বীর,

ঘিরিছে কারবালা,

দুরন্ত কাফির।

(৬)

এস বীরাঙ্গনাগণ,

সাজ আসি সমরে,

নহিলে হোসেন জায়া, যাবে সারা কারাগারে,

মক্কা, মদীনাও ল'য়ে যাবে কাফেরে।

কাঁদিছে সখিনা, কাঁদিছে জয়নাল;

আঁখি ব'য়ে ঝরিয়াছে তপ্ত রুধির।

ঘিরিছে কারবালা,

দুরন্ত কাফির!

চল বীর,

তাড়াও কাফির।

মোঃ আমজাদ হোসাইন খান্‌
Class VIII,
পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।

এসলামে ভ্রাতৃত্ব।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে বিশ্ব-নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আরবের অন্তর্গত পবিত্র মক্কা-ধামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কঠোর মরুভূমে যে অমৃত ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং অসুর প্রকৃতি আরব সন্তানকে একত্বের সুমহান উদার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া এক মহা গৌরব-শালী জাতিতে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে রহিয়াছে এসলামের ভ্রাতৃত্ব। এসলা-মের ভ্রাতৃত্ব জগতে অতুলনীয়। যাঁহার অমৃতায়মান বাক্য-সুধা স্পর্শে কোটী কোটী মানব মুগ্ধ ও আত্ম-হারা হইয়া সেই এসলামতরুর পবিত্র শান্তিচ্ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছে; এসলামের সার্ব্বভৌম ভ্রাতৃত্বের বিশ্ব-বিমোহন আলোকচ্ছটাই যে তাহার মূলীভূত কারণ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহা রাজপ্রাসাদবাসী সম্রাট হইতে তরুতলা-শ্রয়ী ভিক্ষুককে সমভাবে আলিঙ্গন দান করিয়া ভ্রাতৃত্বের স্নিগ্ধ মধুর পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে এবং অসঙ্কোচে সাম্যের পতাকাতলে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সমস্বরে বিশ্ব-প্রভুর জয়গান করিয়াছে। ইহা বিশ্ব-মানবের স্বত্ব, স্বার্থ, অধিকার উদাত্ত সুরে জগতে ঘোষণা করিয়া মানব-জীবনের পূর্ণতা সাধন করিয়াছে এবং সত্যালোকে দুঃখতপ্ত মানব-চিত্ত উদ্ভাসিত করিয়া এক অনন্ত কল্যাণের দিকে আহ্বান করিয়াছে।

মহাগ্রন্থ কোরাণশরীফ জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন "ইন্নামাল মুমেনুনা এখ্‌ওয়া-তুন" সমগ্র মোস্লেম-জাতি পরস্পর ভ্রাতৃ স্বরূপ। কি চিত্তোন্মাদিনী অমৃত বচন! এরূপ করুণরসোদ্বোধক পুণ্যবাণীর প্রতি বচনে যে ভ্রাতৃত্বের মধুর ঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে এবং প্রতি মানব-হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে বিশ্ব-প্রেমের তাড়িৎ প্রবাহ ছুটাছুটি করিতেছে; যাহার ফলে মানব প্রেমে পুণ্যে মহান প্রেমিক সাজিয়া বিশ্বের দরবারে মানব নামের জয় ঘোষণা করিতেছে। বস্তুতঃ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ মোস্লেম-জগত ব্যতীত আর কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না। ইহা রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, সুজন কুজন অসঙ্কোচে সকলের স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয় স্বীকার করিয়া মানব-হৃদয়-নিহিত ঋদ্ধিগুলীর বিকাশ করতঃ তাহাকে মানব-জীবনের অসীম উর্দ্ধে স্থান দান করিয়াছে। ইহা ব্যক্তিগত অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়া বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের জন্ম দিয়াছে এবং সকলকে এক মহদুদ্দেশ্যে পরিচালিত করিয়া সেই বিশ্ব-প্রভু আল্লাহ তালার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। উপরোক্ত বচন দ্বারা কি মহান উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া ভ্রাতৃত্বের অনুপম আদর্শ জগতে অহোরহ প্রতিপন্ন করিতেছে; কেননা আল্লার নিকট সকলেই সমান। ধর্ম্মে কর্ম্মে সকলেরই সমান অধিকার এবং সকলেই স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের ফলভোগী। মানব সাম্যবাদী, তাহাদের মধ্যে বৈষম্য বিভেদ থাকিতে পারে না। ইহাই মানব-জাতির

প্রতি বিধাতার উপদেশ। ফলতঃ মানব-জীবনের এই অধিকার সর্ব্বোপরি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের অনুপম আদর্শ এসলাম যত উদাত্ত সুরে জগতে ঘোষণা করিতে পারিয়াছে অন্য কোন জাতি বা ধর্ম্ম এ বিষয়ে তাহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ইহাই এসলামের বিশেষত্ব। পুনঃ বিশ্ব-নবী প্রচার করিয়াছেন "সমগ্র মোস্লেম জাতি একটি দেহ সদৃশ।" দেহের কোন স্থানে বেদনা প্রাপ্ত হইলে যেমন ইহার ক্রিয়া সমস্ত দেহের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া তোলে সেইরূপ এক মুছলমানের দুঃখ দুর্দ্দশায় অন্য মুছলমানের হৃদয় সহানুভূতিরূপ অমৃত সঞ্চালনে তাহার চিত্ত হইতে বিষাদ-বিহ্বলতা অপনোদন করিতে বাধ্য হইবে। বিশ্ব-নবী ভ্রাতৃত্বের এই মধুর বাণী প্রচার করার ফলেই অচিরকাল মধ্যেই বিশ্ব-মানবের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন। এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসরণ করিয়া মোস্লেম-জগত হইতে নানাবিধ কুসংস্কার, জাতিভেদ, পৌরোহিত্য, আভিজাত্য, অস্পৃশ্যতা, কুসীদবৃত্তি প্রভৃতি সমাজধ্বংসী মারাত্মক ও ক্ষতিকর দোষগুলী দূরীভূত হইয়া প্রতি মোস্লেম গৃহ প্রেমে পুণ্যে ও প্রীতি-স্নেহের স্নিগ্ধ মধুর বাঁধনে হাস্য-কোলাহল মুখর করিয়া তুলিয়াছে ও প্রত্যেকের হৃদয় হইতে এক অনাহুত আনন্দ-ভাব ক্রমশ সঞ্চারিত হইয়া আল্লাতালার প্রতি অণুপ্রাণিত করিয়াছে।

আমাদের রসূলে আকরাম হজরত মোহাম্মদ ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য শত শত উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন যাঁহার উপদেশ-সুধা আহরণ করার জন্য সমগ্র জগৎ চাতকের ন্যায় উর্দ্ধতুণ্ড হইয়া আছে। নিম্নে তাহার কতকগুলী উদ্ধৃত হইল।

(১) সমস্ত মোস্লেম একটি দেহ সদৃশ।

(২) তাহারা পরস্পর পরস্পরের দর্পণ স্বরূপ।

(৩) উপাসনায় অভ্যস্ত একজন গোলামকে ভ্রাতৃবৎ মনে করিবে।

(৪) নিজে যাহা আহার কর তাহাকেও সেই অংশ দান কর।

(৫) তুমি যে ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতিও সেই ব্যবহার প্রয়োগ করিও।

(৬) তোমাদের প্রতি কুসীদবৃত্তি নিষিদ্ধ; কেননা ইহা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের পরিপন্থী ও সমাজধ্বংশকর।

(৭) জমাতে নামাজ সম্পন্ন করা সমধিক পুণ্য ও খোদার নৈকট্য লাভের সহায়ক।

(৮) স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে অধিকার, স্বামীর প্রতিও স্ত্রীর তদ্রূপ অধিকার।

মানব স্বভাবতঃ সামাজিক জীব। কারণ সমাজের মধুর সংস্পর্শ ব্যতীত মানবের অন্ত-র্নিহিত গুণাবলী বিকাশলাভ করিতে পারে না ফলে সে স্বকীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির তাড়নায় সহজেই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ও উন্মার্গগামী হইয়া পড়ে। এই সামাজিকতা রক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন নিতান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের অক্ষুণ্ণতায় সামাজিক-বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ইহাই মানব-জগতের ধর্ম্ম। সমাজের স্বাভাবিক শাসনেও লোক দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া মানব সুপথে

থাকিয়া ধৰ্ম্ম পালন করিবার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই ব্যক্তিত্বের অধিকার যতই স্বীকৃত হইবে ততই সমাজ-বন্ধন দৃঢ় হইয়া ভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্থাপিত হইবে; সুতরাং ইসলামের ভ্রাতৃত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব ব্যবহার যোগ্য লোক-শিক্ষার আদর্শ সোপান।

এই ভ্রাতৃত্ব, একতা ও প্রেম বৃদ্ধি করিবার জন্য আল্লাহতালা নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাৎ প্রভৃতি অনুশাসনমূলক ধৰ্ম্মনীতি মানবজাতির মধ্যে বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছেন; এই অমৃতের সন্ধান পাইয়া মানব অহরহ ধর্ম্মের মধুর আস্বাদ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। নামাজের মধ্যে কি সুমহান প্রেমের আদর্শ বিরাজ করিতেছে। যখন নামাজের মধুর আজান ধ্বনি দিগদিগন্তে বিস্তৃত হইয়া সংসার-লিপ্ত মানবগণকে বিশ্ব-প্রভুর কল্যাণময়ী বাণী প্রচার করে তখন মানব কোন এক স্বর্গীয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অনন্ত মঙ্গল লুটিবার জন্য মস্‌জিদ পানে ধাবিত হয়; এবং সকলেই পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ ভুলিয়া ভক্তি-উল্লাস-ভরে সেই অদ্বিতীয় প্রভুর জয়গানে মত্ত হইয়া পড়ে। তখনকার ভ্রাতৃত্বের মধুর দৃশ্য কত হৃদয়গ্রাহিনী! কত নয়নাভিরাম ও কত আনন্দদায়িনী! সকলেই সাম্যের উদার কেতন তলে দাঁড়াইয়া এক প্রাণ-মনে প্রেমানন্দ বিশ্বাত্মার আরতি গান গাহিতে থাকে। নামাজ দুঃখ-তপ্ত মানব-হৃদয়ের অমৃত-প্রস্রবণ স্বরূপ। যখন মানব দুঃখ, দৈন্য ও অবসাদ ক্লিষ্ট হইয়া নিরাশ হৃদয়ে কাল কর্ত্তন করে; নামাজ তখন তাহার হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ দান করে এবং অসীমের দিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। সুতরাং ইহা ক্রমে ভ্রাতৃত্বভাব জাগাইয়া বিশ্ব-প্রেমের দিকে মানব-মন আকর্ষণ করে। নামাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অনুপম আদর্শ বিদ্যমান।

মোস্লেম-জগতে অভিবাদন বা ছালাম প্রথার মধ্যে কি সুন্দর ভ্রাতৃভাব নিহিত রহিয়াছে। পরস্পর দেখা হইবামাত্র 'আচ্ছালাম আলাইকুম' কি মধুর সাদর সম্ভাষণ! ইহাতে পরস্পরের প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসা জাগরিত হইয়া সকলকে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করে। সকলেই যেন দলাদলি ছাড়িয়া গলাগলি করিতে লালায়িত হন ও রেষারেষি ছাড়িয়া হাসাহাসির মৃত্যুজাগরণ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে দলাদলি থাকিলেও দেখা হইবামাত্র পরস্পর বলাবলি পরে কোলাকোলি আরম্ভ হয়।

রোজা বা উপবাসব্রতও পরম ভ্রাতৃত্বের পরিপোষক ও প্রকৃষ্ট নীতি। রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, সুখী দুঃখী সকলেই সমভাবে বিধাতার অভীষ্ট রোজা ব্রত সম্পাদন করিতে বদ্ধ পরিকর হয় এবং ঠিক একই সময়ে সকলেই রোজা ভঙ্গমানসে সহস্র চক্ষু নিয়োজিত করিয়া অস্তগমনোম্মুখ সূর্য্যের ক্ষীণরশ্মি পানে চাহিয়া থাকে। সূর্য্যাস্ত হইয়া পশ্চিম আকাশে রঙ্গিন আভা প্রতিফলিত হইলে প্রেম-প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া "এফ্‌তার" কার্য্য সম্পাদন করেন। অতঃপর রমজান মাস শেষ হইবার প্রাক্কালে 'ফেৎরা' দান করিবার অপূর্ব্ব বিধান রহিয়াছে। ইহাতে অন্ধ, আতুর দীন, দুঃখীরাও বিধাতার আদিষ্ট অনুষ্ঠানে অংশী-

দার হইয়া বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলনের ধারা সৃষ্টি করে। বাস্তবিক এই ফেৎরা দানে কি মহান উদ্দেশ্য বিরাজ করিতেছে। যে সমস্ত দুঃস্থ পরিবার ও দীন দুঃখী অনশনে বা অর্দ্ধাশনে একান্তে দুর্ব্বিহ জীবন যাপন করিতেছিল, তাহাদিগকে দুঃখ দৈন্য হইতে উদ্ধার করিয়া অনন্ত কল্যাণের দিকে টানিয়া আনিবার এক অপূর্ব্ব আয়োজন। বিধাতা আদেশ করিয়াছেন, "তোমার প্রতিবেশী দীন দুঃখীদের প্রতি তোমাদের কৃপাহস্ত বিলাইয়া দাও; তাহরাও যেন এই আনন্দ দিনে বঞ্চিত না হয়।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রোজার মধ্যে ভ্রাতৃত্বের আদর্শ রহিয়াছে। কি অনন্ত মঙ্গলদায়িনী ভ্রাতৃত্বের উদার মিলন!

অতঃপর মোস্লেম সমাজে 'জাকাৎ' প্রথা এক অপূর্ব্ব অবদান অথবা সর্ব্ব সারাৎসার প্রভু আল্লাহতালার এক মহাদান। ইহা দ্বারা মানব নিত্য দরিদ্র ও দুঃস্থ জনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া নব নব কল্যাণ ও পুণ্যের অধিকারী হইতেছে। সামাজিক জীবের মধ্যে সাম্যসংস্থাপক কোন বিধান না থাকিলে অচিরেই সমাজের মধ্যে সাময়িক দারিদ্র্য, দুঃখ, দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়া লোককে বিচ্ছিন্ন প্রায় ও সমাজকে বিশৃঙ্খল করিয়া দেয় এই হেতু বিধাতা এই লোক-হিত-প্রবর্ত্তক 'জাকাতের' বিধান করিয়া সকলকে সমভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। যেহেতু কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সতত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আহার করিয়া অশেষ সুখভোগের অধিকারী হইবে, এসলামের ভ্রাতৃত্বে এই একদেশদর্শিতার ব্যবস্থা নাই এইজন্য এসলামের ভ্রাতৃত্ব জগতে অতুলনীয় বিধান। দরিদ্র ও দুঃখীজনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া তাহাকেও তদীয় ধনের অংশদান করিয়া প্রকারান্তরে তাহাকে ভ্রাতৃত্বের স্নিগ্ধ মধুর বাঁধনে আবদ্ধ করিয়াছে। এই জাকাৎ প্রথায় সমাজের মধ্য হইতে দৈন্য দুর্দ্দশার মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। কি চমৎকার বিধান! আবার এই জাকাতের অংশদিয়া ক্রীতদাস দিগকে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে; বস্তুতঃ এসলাম যেখানেই মানবের অধিকার, স্বার্থ ও সর্ব্বোপরি ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে পদদলিত ও ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়াছে, সেখানেই তাহার বিশ্ব-উদ্ভাসিনী আলোক রশ্মি সম্পাতে চতুর্দ্দিক আমোদিত ও হাস্যমুখর করিয়া তুলিয়াছে। এসলাম মানবের অধিকার, স্বাধানতা, ব্যক্তিত্ব অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া মানব জগতে অনন্তমুক্তির বার্ত্তা আনয়ন করিয়াছে।

মোস্লেম জগতে হজ্ব ব্রত উদ্‌যাপন ব্যাপার শিক্ষা ও ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহা দ্বারা যুগপৎ শিক্ষা ও সার্ব্বভৌম ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অহরহ জগতে প্রচার করিয়া বিশ্বমানবকে মহান কল্যাণ ও অনন্তমুক্তি আনিয়া দিতেছে। বস্তুতঃ হজ্বব্রত সম্পাদন জগতে এক অপরূপ নব উদ্বোধন ব্যাপার। ইহার শুভাগমনে বিশ্ব মোস্লেম যেন যুগ যুগান্তের পুঞ্জীভূত দুঃখ, দৈন্য ও অবসাদের অন্ধ গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করে এবং কোন এক অপ্রতিহতশক্তি প্রভাবে সঞ্চালিত হইয়া সেই অরূপের স্বরূপ সন্ধানে বিব্রত হইয়া পড়ে। তখন সমগ্র জগতে এক নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। মানবের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রেম নামক

একটী গুণ নিহিত রহিয়াছে। এই প্রেম ক্রমে উন্মেষ ও বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইলে ইহা ক্রমে আত্ম-প্রেম, সমাজ-প্রেম, জাতি-প্রেম ও পরে বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হয়। এইজন্য মানব স্বভাবতঃ প্রেম বারির জন্য লালায়িত। কিন্তু অনেকেই এই প্রেম বিস্তারের সুযোগ না পাইয়া কেবল আত্মাদরের বশীভূত হইয়া পড়ে ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়ে। বিধাতা এইজন্যই পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব বিস্তার কল্পে এই হজ্জব্রত নামক সুন্দর নিয়মের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ধনী মোস্লেম জগতে ইহা বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এসলামের ভ্রাতৃত্ব জগতে উদার ও অনুপম। বস্তুতঃ বিশ্ব-প্রেম লাভের ইহাই প্রথম সর্ব্বোত্তম সোপান।

বিশ্ব নিয়ন্তা প্রভু আল্লাহতালা পরস্পরকে এই ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য প্রথমতঃ 'জামাত নমাজের' ব্যবস্থা করিয়াছেন ও ক্রমে শুক্রবাসরীয় নামাজ হইতে আরম্ভ করিয়া 'আরফাত প্রান্তরে' বিশ্বমোস্লেম সম্মিলনের অপূর্ব্ব মিলন ধারার সৃষ্টি করিয়া প্রকারান্তরে মানব চিত্ত তদীয় নৈকট্যে আকর্ষণ করিয়াছেন। কি মধুর ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব্ব মিলন! মানবের সঙ্গে যতই আমাদের শুভ পরিচয় হইবে এবং যতই পরস্পরের ভ্রাতৃভাবে মিলন হইবে, আমাদের স্নেহ ও মমতা ততই উত্তারোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইবে। এবং বিশ্ব সাধারণের সঙ্গে আমাদের মনের ভাবের বিনিময় হইলে তাহাদের দুঃখ দৈন্যে আমাদের মনপ্রাণ স্বতই করুণায় বিগলিত হইবে ও আমরা তাহাদের দুঃখ অপসারিত করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠি। সেই 'আরফাত প্রান্তরে' বিশ্ব মোস্লেম সম্মিলনীতে এই প্রেমভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

নানাদেশের লোকের সংস্পর্শ লাভ করিয়া তাহাদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষার বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া আমাদের সঙ্কীর্ণতা, গোড়ামি, আত্মাদর ও একদেশদর্শিতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি দূরীভূত হয় এবং আমাদের মন প্রাণ সুমার্জ্জিত হইয়া ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এক অজেয় লালসা সঞ্জাত হয়। পক্ষান্তরে নানা জ্ঞানী গুনীদের সাহচর্য্যে আমাদের অনুন্নত শিক্ষার্জ্জনীবৃত্তিগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া হৃদয় কন্দরে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ধারা প্রবাহিত করে এবং আমাদিগকে মানব জীবনের সীমাহীন উর্দ্ধ সোপানে উন্নীত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এসলামই জগতে ভ্রাতৃত্ব, একতা ও প্রেম বন্ধনের পরিপোষক, প্রবর্ত্তক, শিক্ষক ও উপদেশক।

শাহ মোহাম্মদ ছেরাজল হক
ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী, আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতি।

কাল-মানিক।

দীর্ঘ দিনের পথ চলার পর, মনটা যেন কেমন দুরু দুরু করছে। খানিক গাড়ীতে যাব স্থির ক'রেই, আজ প্রাতে, দানের কড়িগুলি রুমালে বাঁধিলাম। হঠাৎ আমার মন থম্‌কে উঠ্‌ল। চিন্তা করিতে করিতে বসিয়া পড়িলাম। মন আমার কিছুতেই মান্‌তে চায় না। শুধু বলে আমি যাবই :—কিন্তু কোথায় যাব তার স্থিরতা নাই। পা' ত আর চলে না, সে যে বলহীন। জাগ্রত জীব মাথা উচু ক'রে বল্‌ল "নিতই তুই পবনগতিতে অলক্ষ্যের পানে চ'লেছিস্‌; আজ আর তোকে যেতে দিব না। কত ছুড়ি বুড়ি চল্‌তে চল্‌তে মাথার কাল চুল দুধের মত সাদা হ'য়ে গেল, তোমায় আজ থে'কে আর যে'তে দিব না"।

আমি বল্‌লাম, "হাগো আমায় একটীবার ছেড়ে দাও; হৃদের কাল-মানিককে দে'খে আসি। তুমি আর অমন করে, পথের মাঝে আটকাইও না। কাল-মানিক তার বাড়ী যাইতে কতবার অনুরোধ ক'রেছে, আমি যাইনি। এবার ছে'ড়ে দাও। সে আমায় রক্ষা করতে আস্‌বে। নইলে মুহূর্ত্তপরে তোমার চোখে ধাঁ-ধাঁ ঘুলিয়ে দিয়ে যাবে"।

কাল-মানিকের বাড়ী কমলাপুরে। সে আমায় কত স্নেহ করে; শৈশব হইতেই যে দিনই আমি সেইদিকে যাই, আমার আসার আশায় কদমতলে খাড়া থাকে। উভয়েরই দেখা বনের ধারে কদমতলে। আলাপ শেষ হইয়া গেলে বলে আমার বাড়ী যাবে না? আমি বলি, একদিন যা'ব। তোমার বাড়ী কোথায় কাল-মানিক? কাল-মানিক বলে "শ্যামাগাঁয়ের নিকট কমলাপুরে"।

কাল-মানিকের গায়ের রং বেগুনের মত তেল্‌তেলে কাল। তা'র আকৃতি দেখ্‌লে আমার মনে হয়, এ বুঝি যমদূত। আমি তা'র সাক্ষাৎ এড়াইতে কত চেষ্টা করি, কিন্তু যে দিকেই যাই "কদমতলা"। সায়াহ্ন নাই, দুপুর নাই সে বলে আমি সব সময় তোমার পাহাড়ায় আছি। কখনো কঠিন সময়ে প'রে আমাকে ডাকলে, সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হ'ব না। কাল-মানিক তা'র বাড়ীর পানে চ'লে যায়। আমি দানের কড়িগুলি বিলিয়ে দিয়ে আবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসি। এইরূপেই আমার দিন যায়, রাত আসে। এইরূপ গমনাগমন কতদিনে শেষ হ'বে, ইহার ইতি কোথায় তাহা কে জানে!

যে পথে আজ আমি রওনা হইয়াছি, এই পথেই আরো অনেকবার গিয়াছি। কোনদিনই কেহ আমাকে পথে আটক করে নাই। আজ জাগ্রত জীব তা'র দুই হাতের শক্ত মুঠোয় ধরেছে। আমি সরোষে চীৎকার করিয়া বলিলাম, পামর আমায় ছেড়ে দে, আমার পা চলে না,

আমি আজ গাড়াতে যা'ব। দানের কড়িগুলি বিলিয়ে আস্‌তে দে। নরাধম, দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত দিগের আর্ত্তনাদে খোদার আরশ টলমল কর্‌ছে। আমায় ছেড়ে না দিলে, এক্ষণি কাল-মানিকের স্মরণ ক'রে তোমায় হা-গিয়ে ছাড়্‌ব। জাগ্রত জীব তা'র কড়া কড়া চোখ রাঙ্গিয়ে দাঁত কড়-মড়াতে লাগ্‌ল। আমি নিরুপায়।

দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পিছনে সব দিকেই চাহিলাম। কাহাকেও নজরে আসিল না অগত্যা কাল, কাল রূপ স্মরণ ক'রে প্রাণের মানিককেই ডাকিলাম। চক্ষের পলকও আর ফেল্‌তে হল না। সোনার কাল-মানিক গম্ভার মূর্ত্তিতে সম্মুখে হাজির। খোষামোদ, তোষা-মোদেরও দরকার হইতেছে না। জাগ্রত জীবের বিকট চেহারাও নয়নগোচরে হানা দিতেছে না। কাল-মানিক মৃদুভাবে আমাকে বলিতে লাগিল "চল আমার বাড়ীতে এক্ষণি চল" আমি বল্‌লাম, কোথায়! তোমার বাড়ী কোথায়!! আমি যে গাড়ীতে যাব;—আচ্ছা তোমাকে গাড়ীতেই নেওয়া হ'বে। আমায় চিন্‌তে পার কি? আমি যে যমদূত, এবার তোমার জান কবজ কর্‌তে এসেছি। আমার বাড়া যে কমলাপুরে। তোমাকে আজ তথায় যে'তে হ'বে। সেখানে চিরসুখে কাল কা'টাতে পার্‌বে।

কাল-মানিক, আমায় যে মর্‌তে হ'বে, সেজন্য আমি ভয় কর্‌ছি না। কিন্তু এই দানের কড়িগুলি বিলিয়ে যে'তে দিবে না? কাল-মানিক বল্‌ল, "সে আর তোমাকে ভাব্‌তে হ'বে না। সৃষ্টিকর্ত্তাই তা'র প্রতিকার নিবেন। এখন মালগুলি এই রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দাও। দরিদ্রে পে'লে ইহাদ্বারা উদর সেবায় পরিতৃপ্ত হ'বে।" মালগুলি ছুড়িয়া ফেলিলাম!

তৃষ্ণায় আমার কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। কাল-মানিক কাল-মানিক ব'লে ঘন ঘন ডাকিয়া এক পিয়ালা পানি চাহিলাম। চক্ষের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি গোচরীভূত হইতে লাগিল কমলাপুর হইতে আনিত সুপক্ক ফল। কর্ণ বধির প্রায়, তথাপি শ্রুত হইলাম, পান করিতে ইচ্ছা হয়? ধর শরাবাণ তহুরার যাম।

তখন আমার সকল অঙ্গ অবশ, মুখে বাক্য সরে না, আমি মূক হইয়া পড়িয়া রহিলাম। অবশেষে আমার পবিত্র দেহে পবিত্র বসন পড়া'য়ে চা'রজনের গাড়ীতে তুলিয়া কমলাপুরের দিকে রওনা হইল। দুনিয়ায় আমার আর সকল মালা-মাল পড়িয়া রহিল!!

মোঃ আমজাদ হোসাইন খান্
Class VIII,
পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মোছলেম জাহান।

দুনিয়াতে মোছলমানের সংখ্যা :—

দুনিয়ায় ৪০ কোটী মোছলমান ; মোট জনসংখ্যা ১৬০ কোটী ; ¼ মোছলমান।

১। এশিয়া—২৭ কোটী ৫০ লক্ষ
২। ইউরোপ—৪ কোটী ৫৬ লক্ষ
৩। আফ্রিকা—৭ কোটী
৪। আমেরিকা—১০ লক্ষ
৫। অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—২০ লক্ষ

স্বাধীন ও অর্দ্ধস্বাধীন মোছলমান—৯ কোটী।
পরাধীন মোছলমান—৩১ কোটী।
মোট— ৪০ কোটী।

স্বাধীন :—

১। তুরস্ক—৩ কোটী।
২। আফগানিস্থান—৮০ লক্ষ।
৩। পারস্য—১ কোটী।
৪। বুখারা—৪০ লক্ষ।
৫। বেলুচিস্থান—১৫ লক্ষ।
৬। স্বাধীন ভারত সীমান্ত—১০ লক্ষ।
৭। মিশর সুদান—১কোটী ৫০ লক্ষ।
৮। মরক্কো ও রিফ—১ কোটী ২০ লক্ষ।
৯। আলবেনিয়া—৭ লক্ষ।
১০। আরব—৪৭ লক্ষ।

মোট প্রায় ৯ কোটী।

পরাধীন :—

১। ভারতবর্ষ—৭ কোটী।
২। চীন—৭ কোটী।
৩। তিব্বত—১০ লক্ষ।
৪। রুষ—৬০ লক্ষ।
৫। জাপান—৪০ লক্ষ।
৬। নেপাল—৫০ লক্ষ।
৭। সুমাত্রা, জাভা, মালয়, বর্ণিও } ৬ কোটী।
৮। আমেরিকা—১০ লক্ষ।
৯। অষ্ট্রেলিয়া—১০ লক্ষ।
১০। ভারতীয় দ্বীপ—১০ লক্ষ।
১১। ত্রিপলি—৩০ লক্ষ।
১২। টিউনিস্—৪০ লক্ষ।
১৩। আল্‌জেরিয়া—৬০ লক্ষ।
১৪। সাহারা—৫০ লক্ষ।
১৫। জার্ম্মাণ উপনিবেশ—৪০ লক্ষ।
১৬। ইটালী, পর্টুগাল ও স্পেন উপনিবেশ } ৪০ লক্ষ।
১৭। আবিসিনিয়া ও বৃটিশ উপনিবেশ } ১ কোটী ২০লক্ষ।
১৮। সোমালিলেণ্ড্—৫০ লক্ষ।
১৯। ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড—৫০ হাজার।

২০। ডেনমার্ক—১ লক্ষ।

২১। হলাণ্ড—১৫ হাজার।

২২। বেলজিয়াম—২০ হাজার।

২৩। ফ্রান্স—২ লক্ষ।

২৪। সুইজারলেণ্ড—৫০ হাজার।

২৫। অষ্ট্রীয়া—৫০ লক্ষ।

২৬। পর্টুগাল—১ লক্ষ।

২৭। স্পেন—২ লক্ষ।

২৮। রুমানিয়া—১৫ লক্ষ।

২৯। গ্রাস্—১০ লক্ষ।

৩০। ইটালী—১০ লক্ষ।

৩১। সাইবিরিয়া—৮ লক্ষ।

৩২। মণ্টেনিগ্রো—৫০ হাজার।

(সওগাত—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩)

১। "ইস্‌লামিক রিভিউ" পত্রে প্রকাশ পবিত্র কোরাণের চীনা অনুবাদ হইয়াছে।

২। লণ্ডনের ওকিং মস্‌জিদ ছাড়া সাউথফিল্ডেও একটী মস্‌জিদ স্থাপিত হইয়াছে।

৩। "দি মোস্‌লিম ষ্টেণ্ডার্ড" পত্রে প্রকাশ জাপানে একটী মস্‌জিদ ও একটী ইছলামী পাঠাগার স্থাপিত হইতেছে।

৪। আমেরিকায় ডেট্রয়েট নগরে একটী নূতন মস্‌জিদ স্থাপিত হইয়াছে।

৫। সম্প্রতি প্যারিসে ও বার্লিনে দুইটী মস্‌জিদ স্থাপিত হইয়াছে।

সমাজ চিত্র।

জ্যৈষ্ঠ মাস যায় যায়। সমগ্র বৈশাখ মাসেও বৃষ্টি হয় নাই। অনাবৃষ্টিতে ফসল পুড়িয়া ছাড়খার হইয়া যাইতেছে। একস্থানে কতিপয় মোছলমানের আকুল জটলা হইতেছিল। একজন বলিল, "চলুন, আগামী কল্য এস্তেস্‌কা নামাজ পড়ি, দেখা যাক্‌ খোদা বৃষ্টি দেন কিনা।" অন্য একজন বলিল, "ঠাকুর কর্ত্তা বল্লেন, রথ-যাত্রার পূর্ব্বে বৃষ্টি নাই।" প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাব উড়িয়া গেল।

* * * *

মৌলভী সাহেব—তোমার নাম কি হে?

আগন্তুক—হুজুর, আমার নাম ডেঙ্গু।

মৌলভী সাহেব—কোন জাতি?

আগন্তুক—(একটু রাগতভাবে) কেন? আমি মোছলমান।

মৌলভী সাহেব—নাম দ্বারা ত মোছলমান, কি হিন্দু, কি খৃষ্টান কিছুই বুঝা যায় না। মোছলমান হইলে এছলামী নাম রাখা দরকার। ডেঙ্গু, হাছুনী, পাঁচা, গঁধা, বারো, ফেলু, ইনুরা, লালু, কালু, ইত্যাদি মোছলমানের নাম হইতে পারে না।

পিতা—বাছা, কি চাও?

পুত্র—আজ স্কুলের মাহিনার তারিখ, বেতন দিন।

পিতা—(রুক্ষস্বরে) টাকা নাই, বেতন দিতে পারিব না।

পুত্র—বেতন না দিলে নাম কাটিয়া ফেলিবে।

পিতা—দেখি, ফ্রির জন্য দরখাস্ত দিতেছি।

(অল্পকাল পর এক বন্ধুর প্রবেশ)

বন্ধু—কিগো, কি করিতেছেন?

পিতা—অম্‌নি বসে আছি। বসুন।

বন্ধু—আমি একটী দৌড়ের গরু কিনিবার জন্য মেলায় যাইতে প্রস্তুত। শুনিলাম আপনিও যাবেন।

পিতা—হাঁ, আমিও প্রস্তুত। আমি একটি অতি সুন্দর দৌড়ের গরু কিনিব যাহার লেজটা খুব উপরে উঠে। (ছেলের পড়া বন্ধ হইলেও, গরুর লেজ খুব উপরে উঠিয়াছিল।)

* * * *

জমিদার—তোমরা কি চাও?

ভলাণ্টিয়ার—বন্যা পীড়িতদের সাহায্যের জন্য কিছু চাঁদা দিন।

জমিদার—টাকা নাই, তোমরা চলিয়া যাও।

(ভলাণ্টিয়ারদের প্রস্থান)।

মোসাহেব—মহারাজ, এবারের উপাধি লিষ্টে আপনার নামটা উঠিলনা—দুঃখের কথা।

জমিদার—কি জানি! এত টাকা খরচ করিতেছি! হাজার হাজার খরচ করিয়া লাট্‌বেলাটকে ভোজ দিতেছি। তথাপি খেতাব পাইতেছি না। দেখা যাক্‌ আগামী নিউইয়ার্সডে' উপলক্ষে পাওয়া যায় কিনা।

মোসাহেব—তাহা হইলে আরও কিছু খরচ করুন।

জমিদার—হাঁ, লক্ষ টাকা খরচ হইলেও উপাধি না নিয়া ছাড়্‌ছিনা।

মোসাহেব—ভলাণ্টিয়ারদিগকে কিছু দিলেন না?

জমিদার—এ সব বাজে কাজে খরচ করিলে কি উপাধি মিলিবে? (বলা বাহুল্য জমিদার বাবু একটী মোটা খেতাব পাইয়া খুশী হালে মরিতে পারিয়াছিলেন!)

* * * *

রহিম নামক ছাত্রটী বড় দুষ্ট ও লেখা পড়ায় অত্যন্ত খারাপ। সে সর্ব্বদা খেলা ও আড্ডা মারিয়া সময় কর্ত্তন করে, লেখা পড়া উজার। গতকল্য স্কুলের পর ৫মাইল দূরে ফুটবল

খেলিয়া ও আড্ডা মারিয়া রাত্রি ১২টায় বাড়ী ফিরিয়াছে। মোগ্‌রেব ও এশার নামাজ বন্ধ। তারপর ঘুম, এক ঘুমে পরদিন ৯টায় উঠিয়া স্নানাহার সমাপনান্তে স্কুলে আসিয়াছে। শিক্ষক বলিলেন, "অঙ্কের খাতা আন"। রহিম উত্তর করিল, "গতকল্য স্কুলের পর হইতে আমার জ্বর হইয়াছিল, এখনও সম্পূর্ণ সাড়ে নাই, কোন মতে স্কুলে আসিয়াছি, অঙ্ক করি নাই।" তখন শিক্ষক তাহাকে মাফ দিলেন। রহিম শিক্ষককে খুব ঠকাইয়াছে বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল!

রঙ্গরস।

শিক্ষক ছেলেকে পড়া দিলেন, My head=আমার মাথা। ছেলে বাড়ীতে গিয়া পড়িতে লাগিল My head=মাষ্টার মহাশয়ের মাথা, My head=মাষ্টার মহাশয়ের মাথা। ছেলের পিতা এই কথা শুনিয়া ধমক দিয়া বলিয়া গেল, My head=আমার মাথা। তখন ছেলে পড়িতে লাগিল, My head=বাবার মাথা, My head=বাবার মাথা। তাহার ভাই শুনিয়া বলিল, কি পড়ছিস্, My head=আমার মাথা। ছেলে পড়িতে লাগিল, My head=দাদার মাথা, My head=দাদার মাথা। তাহার ভাই তখন ছেলের আসল রোগটা ধরিতে পারিয়া বলিল, My head=তোর মাথা। এক্ষণে ছেলে পড়িতে লাগিল, My head=আমার মাথা।

* * * *

তিনজন আহাম্মক রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। রাস্তার পাশে একটী মঠ দেখিয়া প্রথম আহাম্মক বলিল, "আগেকার লোক কি এতই লম্বা ছিল যে মঠটীর মাথা পর্য্যন্ত তৈয়ার করিতে পারিয়াছে?" দ্বিতীয় আহাম্মক বলিল, "তুই গর্দ্দভ! আরে, ঐটা মাটীতে শোয়াইয়া তৈয়ার করিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া খাড়া করিয়াছে।" তৃতীয় আহাম্মক বলিল, "তোরা উভয়েই উট্, কিছুই বুছিস্ না। ঐটা পূর্ব্বে একটী ইন্দারা ছিল। এক্ষণে ইহা সম্পূর্ণ উল্টিয়া গিয়া মঠ হইয়াছে।"

* * * *

এক মোছলমান ভদ্রলোক এক শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়াছিল। কার্য্যব্যপদেশে অন্দর বাটীর ঘরে যাইতে হইয়াছিল। মোছলমান ভদ্রলোক ইতস্ততঃ করিয়া ঘরে জল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। তখন হিন্দু ভদ্রলোক বলিল—"অহো, জল? আপনি নির্ভয়ে আসুন। আমাদের বাটীতে বহু পূর্ব্বেই জল পানি হইয়া গিয়াছে।"

একটী লোক একটী পুটুলি মাথায় নিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল। পথে কোন ব্যক্তি বলিল—"আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন অথচ পুটুলিটা মাথায় কেন?" লোকটী উত্তর করিল—"আমার এইটা একটী ঘোড়ী, ইহা বর্ত্তমানে গর্ভবতী। ইহাকে বোঝা হইতে একটু নিষ্কৃতি দিবার জন্যই আমি পুটুলিটা মাথায় নিয়াছি। ইহা শুধু আমাকেই বহন করুক।"

* * * *

এক ব্যক্তি নৌকায় গোদারা পার হইবার কালে তাহার ঘোড়ার উপর বসিয়াই গোদারা পার হইল। ওপারে মাঝি পয়সা চাহিলে শুধু ঘোড়ার পয়সা দিয়া ঐ ব্যক্তি বলিল—"আমি ত আমার ঘোড়ার উপর ছিলাম, তোমার নৌকায় উঠি নাই। অতএব শুধু ঘোড়ার পয়সা নেও।" মাঝি যুক্তি শুনিয়া নিরুত্তর।

বিবিধ।

১। বাঙ্গালার জনসংখ্যা :—

হিন্দু—২ কোটী ১৪½ লক্ষ
মোছলমান—২ কোটী ৬১½ লক্ষ } মোছলমান শতকরা ৫২ জন।

২। শতকরা শিক্ষিত :—

জাপান—৯৭
আমেরিকা—৯৫
ইংলণ্ড—৯০
জার্ম্মেনী—৯৯
ভারতবর্ষ—৫

৩। আয়ুঃ (গড়)

	পুরুষ	স্ত্রী
ইংলণ্ড	৪৬	৫২
আমেরিকা	৪৬	৫২
জাপান	৪৪	৪৫
ভারতবর্ষ	২২	২৩

৪। বাঙ্গালার কয়েদী (১৯২৪ সন) :—

হিন্দু পুরুষ—৪২৪১, স্ত্রী—২৩
মোছলমান পুরুষ—৫৪৭৯, স্ত্রী—১২৫

৫। বঙ্গদেশে কলেজ ৫১টী, তন্মধ্যে মোছলমানের ৬টী।
বঙ্গদেশে হাইস্কুল ৯০৮টী, তন্মধ্যে মোছলমানের ৫৭টী।

৬। বঙ্গদেশে উকিল—১২৪৯১ জন, তন্মধ্যে মোছলমান এক হাজারের কিছু বেশী।
বঙ্গদেশে ডাক্তার কবিরাজ—৪২৬৯৬ জন, তন্মধ্যে মোছলমান পাঁচ শতের কিছু বেশী।

৭। বঙ্গদেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা ৩৯১৩৯২, তন্মধ্যে মোছলমান অর্দ্ধেকের বেশী।

৮। বাংলার জমিদারেরা গভর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দেয় ২ কোটী টাকা।
প্রজার নিকট থেকে আদায় করে—১৫ কোটী টাকা।
আর বাজে জমায় আদায় করে—১০ কোটী টাকা।

(মুস্‌লিম হল ম্যাগাজিন ১৯২৭ সন)

সম্পাদকীয়।

ছাত্রগণের প্রতিঃ—আজকাল ইহা অতি সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয় যে, ছাত্র সমাজের মধ্য হইতে যেন উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তির বৃত্তিগুলি ক্রমশঃ হ্রাস ও বিলোপ প্রাপ্ত হইতেছে। ইদানীং তাহারা যেন যন্ত্র চালিতের মত উৎসাহ ও প্রেরণাবিহীন জীবন যাপন করিতেছে। কোনও সমাজ সেবায় বা কোনও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে যেন তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ সহকারে অগ্রসর হইতে চায়না। ফলে, উৎসাহী কর্ম্মীর নিতান্ত অভাব পড়িয়াছে। ইহা সমাজ ও দেশের পক্ষে নিতান্ত উদ্বেগের কথা। ধর্ম্ম ও জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণরূপে ছাত্র সমাজের উপরই নির্ভর করে। তাহারাই সমাজের ভাবী গৌরবকেতন, তাহাদের হস্তেই অচিরে সমাজের বিজয় নিশান উড়িবে। এহেন ছাত্র সমাজ যদি আলস্য, জড়তা ও বিলাসিতা পরিহার করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর না হয় তাহা হইলে সমাজ ও জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব তাহাদিগকে নব নব উৎসাহে ও নব নব বলে বলীয়ান এবং নব নব আশায় ও নব নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে কেন্দ্র করিয়া আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতির ভিত্তি স্থাপিত হয়, তখন ছাত্রগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে কে? তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সভায় যোগদান করিত ও বিপুল স্ফূর্ত্তির সহিত সমুদয় কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিয়া যাইত। সভায় তাহারা অতি মূল্যবান চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা প্রদান করিত। কি লাইব্রেরীর কাজে, কি সমিতি পরিচালনায়, কি বার্ষিক সভানুষ্ঠানে সর্ব্বত্রই তাহাদের আকুল উৎসাহ ও বিপুল কর্ম্মোন্মাদনা পরিদৃষ্ট হইত। কিন্তু গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাইতেছে যে, ক্রমেই যেন তাহাদের মধ্য হইতে সেই স্বর্গীয় কর্ম্মপ্রিয়তা ও মৌলিক শক্তিবৃত্তিগুলির হ্রাস হইতেছে। এখন সে সজীবতা ও সচেতনার দৃশ্য আর দৃষ্ট হয়না। আজকালকার ছাত্রগণ স্কুল মাদ্রাসার কাজ করিয়াই যেন

হাঁপাইয়া পড়ে। ছুটী হইবামাত্র এক লম্ফে পগার পার। শত নিয়ম করিয়াও সভা সমিতিতে তাহাদিগকে আনিতে পারা যায় না। আসিলেও ছিন্ন তারের মত ভাঙ্গাস্বরে দুই চারি কথা পড়িয়া বা বলিয়া মাথা হইতে আকাশখানা নামাইয়া ফেলে। আবার কেহ কেহ নিতান্ত কাপুরুষের মত পূর্ব্বাহ্নেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। ছাত্রগণের ঈদৃশ নিরুৎসাহ ও কর্ম্মকুণ্ঠতা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক ও নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক। সুতরাং ছাত্র সমাজ সাবধান হও! তোমরা নবীন উৎসাহে, নবীন পুলকে, নবীন সাহসে হৃদয়ে বল, প্রাণে স্ফুর্ত্তি ও শরীরে শক্তি আনয়ন কর এবং কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমাজের ভাবী গৌরব সৌধ নির্ম্মান কর। তোমাদের লক্ষ্য স্থির কর, উদ্দেশ্য সুদৃঢ় কর এবং তৎপর পণ কর 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'। তবেই সিদ্ধি, তবেই উন্নতি, তবেই মুক্তি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মোছলমানদের কর্ত্তব্য ঃ—মোছলমান সমাজকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নত করিতে হইলে এমন কি পারিপার্শ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিয়া মোছলমান সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে শুধু জেনারেল লাইনে পড়িয়া বি-এ, এম-এ, পাশ বা মৌলবী, মৌলানা হইলে চলিবে না। যাবতীয় বিভাগে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে। আজকালকার ছেলেগণ স্কুল মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া আই-এ বি-এরদিকে উল্‌কা গতিতে ছুটিয়া যায় অথবা একেবারে বসিয়া থাকে। ইহা জাতির পক্ষে একটি মারাত্মক ভুল। যাহাদের বিশেষ প্রতিভা আছে তাহারা বি-এ, এম-এর দিকে যাক্‌। কিন্তু পনর আনাকেই ধর্ম্ম ঠিক রাখিয়া শিল্প, বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং, সার্ভে, টেক্‌নিকেল, মাইনিং, ফরেষ্ট, টাইপ-রাইটিং, টেলিগ্রাফ, উইভিং, টেইলারিং, টেনারী প্রভৃতি জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য দিকে দিকে ঢুকিয়া পড়িতে হইবে। তবেই জাতীয় উত্থান অনিবার্য্য। অন্যথায় কস্মিন কালেও নহে।

শোক সংবাদ ঃ—আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতির অতি দুর্ভাগ্য যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার কালে, তাহার অতি সাধের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, সেবক ও সাধক তাহাকে অকালে শোকের পাথারে ভাসাইয়া চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন (১৯২৭)। তিনি পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ও মঙ্গলবাড়িয়া নিবাসী মওলানা মোঃ আকতারুজ্জমান সাহেবের কৃতী পুত্র মৌলবা শামছউদ্দীন আহমদ বি-এ (Hons) সাহেব। মোঃ শামছউদ্দীন আহাম্মদ সাহেব সমিতির একজন শ্রেষ্ঠ সেবক ছিলেন। যখন তাঁহার স্নেহ স্পর্শে সমিতি সবল পুষ্ট ও উন্নত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তিনি সমিতিকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া অকালে চলিয়া গেলেন।

আরও ঘনীভূত ঃ—মোঃ শামছউদ্দীন আহাম্মদ সাহেবের অকাল প্রয়াণের শোক মন্দীভূত হইতে না হইতেই সমিতির কি দুরদৃষ্ট যে তাহার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের সাধক

পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব থার্ড মৌলবী ও ইছলাম জ্যোতি, ফজিলতে দরুদ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা পাকুন্দিয়া নিবাসী মৌলবী মোঃ আবদুল হাফেজ সাহেব তাহাকে চির বিষাদের সাগরে নিমজ্জিত করিয়া ১৯২৮ সনের জুন মাসে পরলোকে চলিয়া গেলেন। মৌঃ আবদুল হাফেজ সাহেব একজন সাহিত্যিক ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি সমিতির প্রায় সমুদয় অধিবেশনেই যোগদান করিয়া তাহার অমৃত নিস্যন্দিনী পিযুষ-বর্ষিণী বক্তৃতা দ্বারা সমিতির মেম্বারগণকে উৎসাহিত ও উপকৃত করিতেন। তাহাদের অকাল প্রয়াণে সমিতির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর পূরণ হইবার নহে। হে খোদা! তুমি উভয়ের আত্মার সদ্গতি কর! আমিন।

আঞ্জুমানে ইছলামীয়া :—আজ তিন বৎসর যাবৎ স্থানীয় ধর্ম্ম ও সমাজ হিতৈষী মহাত্মগণের উদ্যোগে এবং মৌঃ মহিউদ্দীন আহ্‌মদ বি-এ বি-টি, সাহেবের আপ্রাণ চেষ্টায় ও সম্পাদকতায় পাকুন্দিয়া থানা নিয়া পাকুন্দিয়া আঞ্জুমানে ইছলামিয়া নামে একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী (ধর্ম্ম ও সমাজহিতকর) সমিতি স্থাপিত হইয়া সমাজের সেবা করিয়া আসিতেছে। আঞ্জুমানের উদ্দেশ্য—মোছলমানদের ধর্ম্ম, শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতি সাধন। পাকুন্দিয়া থানার অধিনস্থ ১২৭টী জুমাঘর নিয়া আঞ্জুমান স্থাপিত। প্রত্যেক জুমাঘর হইতে এক এক জন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া আঞ্জুমানের কার্য্যকরী সমিতিতে যোগদান করে। এইরূপে ১২৭টি জুমাঘরের ১২৭ জন প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। দুই মাস পর পর কার্য্যকরী সমিতির বৈঠকে ধর্ম্ম, শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির জন্য যে সমস্ত কর্ম্মপন্থা স্থিরীকৃত হয় তাহা প্রত্যেক প্রতিনিধি নিজ নিজ জুমাঘরে প্রচার করিয়া কার্য্যে পরিণত করেন। ফলে, আঞ্জুমানের চেষ্টা দ্বারা বহু স্কুল, মক্তব ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া ধর্ম্ম ও শিক্ষা এবং আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি বিষয়ে এতদঞ্চলের অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। আশা করি খোদাতালার রহমতে এবং কর্ম্মীবৃন্দের অধিকতর উৎসাহে ও চেষ্টায় আঞ্জুমান উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া পূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা :—মাদ্রাসাটি একটি অতি স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত। এখানে ৫টি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড রাস্তা সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া যাতায়াতের অত্যন্ত সুবিধা। সুযোগ্য ষ্টাফ দ্বারা মাদ্রাসার যাবতীয় কাজ সুসম্পাদিত হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসর জুনিয়র বিভাগ হইতে ৯ জন ছেলে সেণ্টার পরীক্ষা দিয়া ৯ জনই পাশ করিয়াছে এবং একজন বৃত্তিলাভ করিয়াছে। সিনিয়র বিভাগ হইতে ১৩ জন হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা দিয়া ১০ জন পাশ করিয়াছে—১জন প্রথম বিভাগে ও ৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে। পাশের দিক দিয়া মাদ্রাসাটী এবার বাঙ্গালা প্রদেশে ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছে।

পোষ্টেল অভিযোগ :—পাকুন্দিয়াতে পোষ্ট অফিস আছে কিন্তু পিয়ন নাই। ব্যবস্থাটা অদ্ভুত—যেমন নদী আছে জল নাই। পিয়নের অভাবে এতদঞ্চল এবং বিশেষ করিয়া আল্‌হক্‌ সাহিত্য সমিতিকে ও মাদ্রাসাকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। বহু আবেদন নিবেদন করা সত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের সেই মান্ধাতার আমলের 'বুলি' "বিবেচনাধীন" কথাটির পরিসমাপ্তি হইল না। কর্ত্তৃপক্ষের বিচার বুদ্ধি ও অদ্ভুত। পোষ্টাফিসটী পাকুন্দিয়ার ন্যায় একটী অতি প্রকাশ্য উন্নতিশীল থানা, স্কুল, ডিস্পেন্সারী, রেজিষ্ট্রী অফিস প্রভৃতি

নানাবিধ কার্য্যালয় ও ব্যবসাপূর্ণ প্রকাণ্ড বাজার সমন্বিত গ্রামে অবস্থিত থাকা সত্বেও পিয়ন দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু ওদিকে আঙ্গিয়াদি, লক্ষিয়া, পঙ্কচের প্রভৃতি গণ্ডগ্রামে পিয়নসহ নূতন পোষ্টাফিস মঞ্জুর হইতেছে। বলিহারি বিচার ব্যবস্থা।

বার্ষিক অধিবেশন ঃ—আল্‌হক্‌ সমিতির গত বাৎসরিক অধিবেশন কিশোরগঞ্জের তদানীন্তন মহকোমা ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ আদিলুজ্জমান খাঁ, এম-এ সাহেবের সভাপতির পদ গ্রহণে এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সাহিত্যিক, কবি বক্তা ও সুশিক্ষিত সুসন্তানগণের যোগদানে এবং স্থানীয় সমুদয় ছাত্র ও শিক্ষিত সুধীবৃন্দের সমাগমে, অতি জাকজমাকের সহিত সুসম্পাদিত হইয়াছিল। এবারেও যথারীতি আয়োজন চলিতেছে। আশা করা যায় যে এবারকার অধিবেশন অধিকতর ধূমধামের সহিত সুসম্পন্ন হইবে।

স্বাগতম : -বঙ্গের কৃতী সন্তান লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বহু ভাষাবিদ্‌ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক ডাক্তার মৌলবী মোঃ শহীদুল্লাহ এম-এ, বি-এল, ডি-লিট্‌ সাহেব বিখ্যাত "কামালপাশা" ও 'আনোয়ারপাশা' নাটক লেখক এবং বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, করটীয়া "সাদত কলেজের" সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মৌলবী মোঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল সাহেব, ঢাকা বোর্ড অব ইণ্টার মিডিয়েট্‌ ও সেকেণ্ডারী এডুকেশনের সুযোগ্য সেক্রেটারী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা খান সাহেব মোঃ আবদুর রহমান খাঁন এম-এ, বি-টি সাহেব এবং ঢাকা ডিভিশনের সুযোগ্য এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টার খান সাহেব মৌঃ শামছউদ্দিন আহমদ সাহেব অনুগ্রহ প্রকাশ করতঃ আমাদের সমিতির Patron বা পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীভুক্ত হইয়া সমিতির কার্য্যকলাপ সমর্থনপূর্ব্বক আমাদিগকে যে উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্জীবনী ধারা দান করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। পরিশেষে তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক মহত্ব প্রকাশপূর্ব্বক সমিতির প্রতি চিরসহানুভূতিশীল থাকিবেন বলিয়া আমাদিগকে যে আশ্বাসবানী শুনাইয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ ও সাদরসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, আগামী অধিবেশনে তাঁহারা শুভাগমন করিয়া সমিতিকে গৌরবান্বিত করিবেন।

সমিতি সংবাদ :—সমিতির কোনও স্থায়ী তহবিল না থাকায় কর্ম্মকর্ত্তাগণ সমিতির উন্নতিকল্পে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। যদিও মেম্বর 'ফি এক টাকা মাত্র তথাপি সমিতির সভ্যসংখ্যা মোটেই যথেষ্ট নহে। ইহাতে সাহিত্য সাধনায় জন সাধারণের বোধশক্তিহীনতা ও উপেক্ষা পরিলক্ষিত হয়। আমরা সমিতির প্রতি স্থানীয় সমাজ হিতৈষী বিদ্যোৎসাহী কর্ম্মীবৃন্দের ঐকান্তিক অনুরাগ, সহানুভূতি ও কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সমিতির মেম্বার ফি বার্ষিক এক টাকা মাত্র। যে কোন ব্যক্তি বার্ষিক

এক টাকা চাঁদা দিয়া মেম্বার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। সভ্যগণ পাঁচ টাকা ডিপজিট দিয়া আলহক্ লাইব্রেরী হইতে যে কোন পুস্তক নিয়া পড়িতে পারেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন :—আল্‌হক্ সমিতির গত বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পাকুন্দিয়া সার্কেলের তদানীন্তন স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টার মৌঃ মোহাম্মদ ইছমাইল, মিসেস্ হায়াতুন্নেছা (নওমহল), মৌঃ আবুল মাছউদ (পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টার), বাবু শচীন্দ্রচন্দ্র দাশ (কবিরাজ) প্রভৃতি মহাত্মগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক এবং পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার শিক্ষক মহোদয়গণ মূল্যবান পুরস্কার প্রদান করিয়া সমিতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে শিমুলীয়া নিবাসী মৌঃ আবুল হোছেন (সব রেজিষ্টার) মৌঃ কাজী আবদুল রাকী (ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার), মৌঃ আবদুচ্ছমাদ (কম্পাউণ্ডার) প্রভৃতি উৎসাহী সুধীবৃন্দ স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক দিবেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

পুস্তক-পরিচয়।

মৌঃ মফিউদ্দীন আহমদ বি-এ, বি-টি সাহেব প্রণীত গ্রন্থ :—

১। সরল ভারত ইতিহাস—ইহা জুনিয়র ও সিনিয়র ক্লাসের ছাত্রদের জন্য লিখিত। আধুনিক স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের মধ্যে ইহা সর্ব্বোত্তম হইয়াছে। বিশেষতঃ মোছলমান শাসনকালটা সমস্তেরই পড়া একান্ত কর্ত্তব্য। বহিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই ইহার বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

২। **Easy English Grammar** (Anglo-Bengali)—জুনিয়র ক্লাসের ছাত্রদের জন্য ইংরেজী গ্রামার শিখিবার ইহা একটী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহা পাঠ করিলে এমন কি মেট্রিকোলেশন পর্য্যন্ত অন্য গ্রামার না পড়িলেও চলিবে। সমস্ত গ্রামার হইতে উহাকে উৎকৃষ্ট করা হইয়াছে। বাঙ্গালাতে অতি সহজরূপে সমুদয় বিষয় বুঝান হইয়াছে। মূল্য মাত্র ॥০ আনা।

৩। **A guide to Essay, Letter and Substance Writing** (বাঙ্গালা-ইংরেজী)—ইহা Class VII—Xএর ছাত্রদের জন্য লিখিত। Essay, Letter ও Sudstance কি কায়দায় এবং কি নিয়ম-প্রণালীতে লিখিতে হয় তাহা উদাহরণসহ অতি সুন্দররূপে বুঝান হইয়াছে। ইহা অতি সহজে Essay, Letter ও Substance লেখা শিক্ষা করিবার অতি চমৎকার বহি। মূল্য ।০ চারি আনা।

৪। সরল গণিত :—ইহা Class I ও Class IIর জন্য অঙ্ক শিখিবার অভিনব গ্রন্থ। ইহা নূতন সিলেবাস্ অনুযায়ী নূতন প্রণালীতে অতি সহজ নিয়মে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৵১০ আড়াই আনা মাত্র।

৫। ঈদের আনন্দ ঃ—ইহা সামাজিক গল্প পুস্তক। অবসর সময়টা কিরূপভাবে কাটাইয়া ধর্ম্ম সমাজ ও দেশের আশ্চর্য্য উন্নতি করিতে পারা যায় এবং ঈদ পর্ব্বটা মোছলমানদের পক্ষে কিরূপ ভাবে সুসম্পন্ন করা উচিত তাহা গল্পচ্ছলে অতি সুন্দর রূপে ও রসপূর্ণ করিয়া বর্ণণা করা হইয়াছে। ইহাতে ওয়াজ ও বক্তৃতার মালমসলা আছে। সমস্তেরই পুস্তকখানা পাঠ করা উচিত। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

N. B. 'রত্ন কণা' ও 'গল্পহার' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব থার্ড মৌলবী—মৌঃ আবদুল হাফেজ মরহুম সাহেবের গ্রন্থ ঃ—

১। ইছলাম জ্যোতিঃ ঃ—ইচলামের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে হইলে প্রত্যেক মোছলমানই ইহার একখানা পাঠ করা একান্ত উচিত। ইহাতে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, এবাদত, আকায়েদ প্রভৃতি বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব এমন কৌশলের সহিত সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে, যে অতি সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও ইহা সহজে বুঝিতে পারে। ফলতঃ এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ধর্ম্মপুস্তক বঙ্গভাষায় অতি বিরল। মূল্য ১৲ মাত্র।

২। ফজিলতে দরুদ। পুস্তকখানা কোরাণ, হাদিস্ ও অন্যান্য ধর্ম্ম-পুস্তক হইতে বিবিধ দলিলাদি সহ অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে, ইহাতে অনেক মারফতী বিষয়ও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পুস্তকখানি সমাজের বহু উপকার সাধন করিবে, সন্দেহ নাই। মূল্য মাত্র ।০ চারি আনা।

পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার হেড পণ্ডিত

মৌঃ পণ্ডিত জহীর উদ্দিন আহ্‌মাদ সাহেব প্রণীত গ্রন্থ ঃ—

১। জুনিয়ার-ভূগোল (৩য় সংস্করণ) ইহা ইংরেজী ও বাঙ্গালা স্কুল এবং মক্তব মাদ্রাসার ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর উপযোগী। দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া বালক চরিত্র পর্য্য-বেক্ষণ জনিত অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ এই ভূগোলখানা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ক্রমোন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষনীয় বিষয়গুলিকে অতীব সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্তভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বাহুল্য বিষয়ের অবতারণা দ্বারা কোমলমতি বালকদের তরুণ মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত কিংবা অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্বারা শিক্ষনীয় বিষয়ের অপূর্ণতা সংসাধিত করা হয় নাই। তিন বৎসরের মধ্যেই ইহার ৩টী সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর ভূগোলের

মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া অনেক মনীষী ব্যক্তিই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য।৵০ আনা।

N. B. মুস্‌লিম বাল্যশিক্ষা, সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসার থার্ড মৌলবী,

মৌলবী হাফিজউদ্দিন খন্দকার প্রণীত গ্রন্থ।

১। বাংলা তালিমুল ফরায়েজ—সর্ব্ব সাধারণের ফরায়েজ শিক্ষা করিবার এরূপ সহজ এবং সুন্দর পুস্তক আর নাই। ইহাতে সংজ্ঞা হালাতের সঙ্গে মোনাছেখা ইত্যাদির যথাস্থানে অতি সহজ প্রণালীতে বর্ণিত হওয়ায় পরীক্ষার্থিগণের পক্ষে নেহায়েৎ সুবিধা হইয়াছে। কঠিন কঠিন স্থান সমূহের ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়ায় এবং প্রত্যেক দৃষ্টান্ত অঙ্কদ্বারা কষিয়া দেওয়াতে সকলেই অতি সহজে এবং অল্প সময়ে ফরায়েজ শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। পুস্তকের শেষভাগে প্রায় একশত অঙ্ক বা মাছালা কষিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

The Lessons on Beginner's Translation, by Maulvi Md. Israil M. A. B. L. Supdt. Pakundia High Madrassa & S. T. Hosain, Asst Teacher, High Madrassa, Pakundia, Mymensingh.

বই খানা নূতন সিলেবাস অনুযায়ী হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসার Class V ও VI এর উপযোগী করিয়া অভিনব প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে বইখানা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানা অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

N. B. উপরি উল্লিখিত সমুদয় বই নিম্নলিখিত যে কোন স্থানে পাওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা, পোঃ পাকুন্দিয়া, ময়মনসিংহ।
২। ইছলামিয়া লাইব্রেরী, পোঃ পাকুন্দিয়া ময়মনসিংহ।
৩। দি মুস্‌লিম ষ্টোরস্‌, পোঃ পাকুন্দিয়া, ময়মনসিংহ
৪। জাকারীয়া লাইব্রেরী, আরমাণীটোলা, ঢাকা।
৫। প্রফুল্ল-কুমুদ লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা।